খনা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

মন্মথ রায়, এম-এ

নাট্যনিকেতনে শুভ উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার, ২৬শে আষাঢ় ১৩৪২

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা চারি আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

লেখকের কথা

'খনা' লিখিযাছিলাম নিজের প্রেরণায, ১৯৩২ সালে, পূজার ছুটিতে। খনার মতই এ নাটকখানির ভাগ্য বিচিত্র। আর্টথিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত ও গৃহীত হয, দিনাজপুর নাট্যসমিতি কর্ত্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হয, অধুনালুপ্ত "নাট্যকুঞ্জ" (কলিকাতা) কর্ত্তৃক ইহা প্রথম বিজ্ঞাপিত হয, "বাঙলার বাণী" সাপ্তাহিকপত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, অবশেষে বর্ত্তমানরূপে রূপান্তরিত হইয়া রাজধানীর নাট্যশালায প্রথম অভিনীত হয় "নাট্যনিকেতনে"— গত ১১ই জুলাই (১৯৩৫) সাড়ে সাতটায। "মেগাফোন" নামক সুপরিচিত গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রথম নাট্যার্ঘ্য "খনা" আমার এই নাটকেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। খনার কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কল্পনা এবং চারি আনা কিংবদন্তী।

"খনার" জন্য আমি অনেকের নিকটই ঋণী। প্রাথমিক উপদেশ দিয়াছিলেন পরম বান্ধব শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। উৎসাহ দিযাছিলেন নাট্যকার-বন্ধু শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর। সঙ্গীত-রচনা করিয়াছেন কবি-শিল্পী বন্ধুবর শ্রীঅখিল নিযোগী। তাহাতে সুর সংযোগ করিয়াছেন সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য সুর-সুন্দর বন্ধু শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায। নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন কলা-লোকের লক্ষ্মী-কল্পা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নীহারবালা। দৃশ্যপটের চারুকল্পনা এবং গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন শিল্পীবর বন্ধু শ্রীনরেন দত্ত। নাটকের প্রুফ্

দেখিয়া দিয়াছেন বন্ধু-বৎসল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর নিয়োগী। নাটক প্রযোজনার কষ্টকর প্রাথমিক আয়োজন করিয়া দিয়াছেন নট-তিলক শ্রীযুক্ত মণী ঘোষ। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সর্ব্বশেষে স্মরণ করিতেছি তাঁহাদিগকে যাঁহারা পরমাত্মীয়ের মত আমার রঞ্জনাকে নাট্যনিকেতনোপযোগী রূপসজ্জায় ঐশ্বর্য্যময়ী করিয়াছেন। তাঁহারা নাট্য-নায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং বাঙলার নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। সর্ব্বশেষে—শেষ নিঃশ্বাসে লোকে কাঁহাকে স্মরণ করে তাঁহারা তাহা জানেন।

"বরদা ভবন",
বালুর ঘাট
(দিনাজপুর)
৮ই জুলাই, ১৯৫৫।

মন্মথ রায়

অখিল নিয়োগী

বন্ধুবরেষু—

মন্মথ রায়

প্রথম অভিনয় রজনী

১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার, ১৯৩৫

সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
সঙ্গীত-রচনা	শ্রীঅখিল নিয়োগী
সুর সংযোজনা	শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
দৃশ্য পরিকল্পনা	শ্রীনরেন্দ্র দত্ত
নৃত্য-পরিকল্পনা	শ্রীমতী নীহারবালা
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
হারমোনিয়ম বাদক	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
সঙ্গতি	শ্রীবনবিহারী পান
বেহালা-বাদক	শ্রীকনকনারায়ণ ভূপ
স্মারক	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
আলোক সম্পাত	শ্রীসুধীরকুমার সুর ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
বেশকার্য্য	শ্রীকুঞ্জলাল রায়

অভিনেতৃগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
বিভাবসু	শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার
ধর্ম্মাধিকার	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বরাহ	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
মিহির	শ্রীজীবন গাঙ্গুলী
কামন্দক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
ভৈরব	শ্রীমণি ঘোষ (এমেচার)
মহাকাল	শ্রীননীগোপাল মল্লিক
বিশালাক্ষ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস
রাহুল	শ্রীআদিত্য ঘোষ
তিলক	শ্রীবেচু সিংহ
রক্ষীসৈন্যগণ	শ্রী ভবানী ভটাচার্য্য, শ্রীগিরিজা মিত্র, শ্রীসুধাংশু গুহ, শ্রীকালীকুমার বসু
সিংহলের মন্ত্রীত্রয়	শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিজা মিত্র, শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য
জনতা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর বসু, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীগিরিজা মিত্র, শ্রীসুধাংশু গুহ, শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি
চাষা	শ্রীসন্তোষ দাস (ভুলো)
জনৈক লোক	শ্রীঅমূল্য হালদার
পথিক	শ্রীগোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী

খনা	শ্রীমতী সরযূবালা
ধরণী	শ্রীমতী চারুশীলা
মদনিকা	শ্রীমতী নিরুপমা
তরলিকা	শ্রীমতী তারকবালা (লাইট)
উন্মাদিনী নারী	শ্রীমতী হেনাবালা
চাষা-স্ত্রী	শ্রীমতী কোহিনূরবালা
ছাত্র-ছাত্রীগণ ও পুরনারীগণ	শ্রীমতী পুষ্পরাণী, শ্রীমতী মুকুলমালা, শ্রীমতী সুবাসিনী, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমতী তারকবালা, শ্রীমতী হেনাবালা, শ্রীমতী রাণীবালা, শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী আশালতা

চরিত্র

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	ভারত সম্রাট
বিভাবসু	ঐ মন্ত্রী
বরাহ	ঐ জ্যোতির্ষার্ণব
মিহির	বরাহের পুত্র
কামন্দক	ঐ শিষ্য
ভৈরব	ঐ ক্রীতদাস
মহাকাল	লঙ্কার জ্যোতিষী
রাহুল	ঐ শেষ রক্ষ-রাজ-বংশধর
বিশালাক্ষ	ঐ রক্ষ সেনাপতি
ত্রিলক	খনার দেহরক্ষী

জনৈক চাষা, ছাত্রগণ, ধর্ম্মাধিকার, জনৈক লোক,
রক্ষ-সৈন্যগণ, সিংহল-মন্ত্রীগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

খনা	লঙ্কার সিংহরাজকন্যা
ধরণী	বরাহের স্ত্রী
মদনিকা	ঐ কন্যা
তরলিকা	মদনিকার সহচরী

ছাত্রীগণ, জনৈক চাষা-স্ত্রী, উন্মাদিনী নারী,
পুরনারীগণ ইত্যাদি

খনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহল

মহাকালের চতুষ্পাঠী—অদূরে সমুদ্র

ছাত্র-ছাত্রীগণ খনা ও এক চাষা দম্পতি

ছাত্র-ছাত্রীগণের গান

দাগ কেটে আর আঁক কষে ভাই হস্তরেখা করবো বিচার
মোদের কথার ভুল ধরিলে, বিধাতাকেও বলবো কি ছার !
কবে তোমার জনম হ'লো ? কখন যাবে যমের বাড়ী ?
মোর মগজে জমা আছে—সকল রকম কথার সারি ।
সাচ্চা কথা—বলবো সোজাই—ধার ধারিনা নিছক মিছার ॥
আপনি বুঝি হাত দেখাবেন ? কিসের খবর জানতে চান ?
মোদের কাছে বাঁধা আছেন—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ।
ফাঁড়া আছে ?—চান তাড়াতে ?
চান কি কোন রোগ সারাতে ?
ফস্ করে সব ফর্দ্দ করুন—ইচ্ছে আছে জানতে কি আর !

মিহিরের প্রবেশ

চাষা। আমরা আর কতক্ষণ বসে থাকবো। মহাকাল মশায় সেই কখন গেছেন, এখনো ফিরলেন না—এদিকে বেলাও পড়ে গেল।

মিহির। রাজবাড়ীতে গেছেন, কেন গেছেন জানিনে। (খনাকে) রাজকন্যা কি জানেন?

খনা। যে জন্যই গিয়ে থাকেন তা জেনে এঁদের কি লাভ! আপনাদের কি দরকার ওঁকে (মিহিরকে দেখাইয়া) বলুন—গুরুদেবের প্রধান শিষ্যই উনি।

চাষা। এসেছিলাম গণাতে।

খনা। ওঁকে বলুন—উনি গণে দেবেন।

চাষা। তবে মশায় আপনিই কথাটা একটু গুরুতরই। (স্ত্রীকে দেখাইয়া) উনি আমার পরিবার। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কথাটা একটু গুরুতরই···

মিহির। বলুন—

চাষা। বলছেন "দিব্যি কর আমি মরলে আর বিয়ে করবে না।" আমি বলছি···এমনটী কি হবে? উনি বলছেন "হোক না হোক কর দিব্যি।" আমি বলছি, তাহলে মহাকাল মশাইকে দিয়ে গুণিয়ে দেখতে হয়। তাই এখন বলুন এমনটী কি হবে?

মিহির। কেমনটী?

চাষা।—এই যে উনি কি সত্য সত্যই স্বর্গারোহণ করছেন—অবিশ্যি আমার পূর্ব্বে?

মিহির। কথাটা গুরুতরই বটে। আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি বরং কাল আসবেন—গুরুদেব থাকবেন—তিনিই—

খনা। এ কথা বললে, কার বেশী অপমান হচ্ছে বুঝছি না! শিষ্যের না গুরুর—যে গুরুর এমন শিষ্য?

চাষা। (স্ত্রীকে) কি গো, একটা দিন সবুর করতে পারবে?

চাষা-স্ত্রী। একটা-দিন! একটা মুহূর্ত্তও আমার সইছে না। যে স্বপ্ন আমি দেখেছি—না, আর আমার তর সইছে না—দিব্যিটা কেটে ফেল—ফেল বলছি—ভাল চাও তো।

চাষা। (মিহিরের প্রতি) দেখলেন—দেখলেন তো?

মিহির। আমার যা বলবার আমি বলেছি—

খনা। অর্থাৎ উনি এত সামান্য গণনা করেন না।

চাষা। তা মা—আপনার নাম ডাকও খুব শুনেছি। শুনেছি মেয়ে মানুষ আর বাজার মেয়ে না হলে মহাকাল মশাই আপনাকেই নাকি তাঁর গদী দিতেন। তা মা, দেখছেন তো যদি দয়া করে আপনিই—

খনা। তা উনি যখন এত তুচ্ছ গণনা করবেন না, তখন ওঁর অনুমতি হ'লে—

মিহির। কারও অক্ষমতা নিয়ে এত বড রহস্য করা রাজকন্যার পক্ষেই শোভা পায়। আমি তা ধরছি না। বরং গুরুর সম্মানটা রক্ষা পাক শিষ্য এই কথাই বলছে

খনা। আসুন আপনি- আপনিও মা আসুন, এগিয়ে আসুন—

অক্ষরে দ্বিগুণ, চৌগুণ মাত্রা

নামে নামে করি সমতা।

খনা।

তিন দিয়া হরে আন
তাহে মরা বাঁচা জান ॥
এক শূন্যে মরে পতি
দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

(চাষাকে) মহাশয়ের নাম ?

চাষা। উদ্ভট।

খনা। উদ্ভট অক্ষর সংখ্যা হ'ল তিন। (স্ত্রীকে) আপনার নাম ?

চাষা-স্ত্রী। বলনা গো কি—

চাষা। আমি বলব কি গো ?

খনা। (স্ত্রীকে) আপনিই বলুন না—

চাষা-স্ত্রী। নামের কি ঠিক আছে…গিন্নে বড়িতে ঘড়িতে নতুন নতুন নামে ডাকে—

খনা। বাপ-মায়ের দেওয়া নামটা বলুন।

চাষা-স্ত্রী। মক্ষিকা।

খনা। মক্ষিকা…তাহলে অক্ষর সংখ্যা হল ছয়। তাকে কর দুই দিয়ে গুণ, হ'ল বার। এইবার মাত্রা। উদ্ভটের মাত্রা "উ" আর মক্ষিকার মাত্রা হ'ল "ই" আর "আ"। উভয় নামের মাত্রার সংখ্যা হল "উ" "ই" "আ" কিনা তিন। কর তাকে চার দিয়ে গুণ। হ'ল বার। অক্ষরের বার, আর মাত্রার বার, যোগ দাও—হ'ল চব্বিশ। কর তাকে তিন দিয়ে ভাগ। ভাগ শেষ রইল শূন্য। অতএ;

চাষা। অতএব—

স্ত্রী। হুঁ—

খনা। এক শূন্যে মরে পতি।
দুই রহিলে মরে যুবতী॥

চাষা। অর্থাৎ—?

খনা। অর্থাৎ ভাগশেষ যখন শূন্য, সুতরাং স্বর্গারোহণ করছেন আপনিই আগে।

চাষা। বটে! (স্ত্রীকে) দিব্যিটা ত তাহলে তোমাকেই করতে হচ্ছে মক্ষিরাণী—জানতে যখন পারলামই তখন তো আর ছাড়তে পারি না। যে দিনকাল পড়েছে বাবা, এক সঙ্গে বিশ বৎসর ঘর-কন্না করেও স্বামী জীবিত থাকতেই মাগ বলে ও আমার স্বামী নয়—শ্রাদ্ধ হতে না হতেই যে তুমি আর এক শালার গলায় মালা দেবে, আর সেই শালা পরমানন্দে আমার যথা সর্ব্বস্ব করবে ভোগ, স্বর্গ থেকে তাই আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখবো · আর ক'রতে পারবো না কিছুই—তাতো হ'তে পারেনা মক্ষিরাণী! দিব্যিটা এখনই কোরে ফেল দেখি—আমিটি স্বর্গে গেলে বিয়েটি আর কোরবেনা—

স্ত্রী। ভালো বিপদ! তাই কি আমি পারি?

চাষা। খুব পারো ··বাপ মা জ্ঞানী লোক—সাধে কি আর নাম রেখেছিলেন মক্ষিরাণী—তাই ত আমি বলি—

মিহির। থাক্ থাক্ ওসব ঘরের কথা ওসব ঘরে গিয়েই

চাষা। ঘরের কথা! কে না জানে মশাই! আচ্ছা বেশ, চলো ত ঘরে —তারপর—সে আমি দেখে নিচ্ছি—(খনাকে) যে উপকারটা আজ করলে মা—(স্ত্রীকে) দিব্যি কর—দিব্যি কর—কর এখনও দিব্যি—

মিহির। আ হা-হা থাক না এখন। আসুন—আপনারা এখন আসুন।

ছাত্র-ছাত্রীগণকে ইঙ্গিত করিতে তাহারা কোলাহল করিয়া উভয়ের পিছনে ধাওয়া করিল

মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তো খনা দেবী?

খনা। অর্থ?

মিহির। কিন্তু আমি বলি লোক-সমক্ষে আমাকে এত হেয় করবার এই চেষ্টার কি কোন প্রয়োজন ছিল? শৈশবে সাগর-জলে ভেসে এসে আমি এই সিংহলে কূল পেয়েছিলুম, তোমার পিতা-মাতা দয়া ক'রে আমাকে লালন পালন করলেও আমি কুলহীন, গোত্রহীন —এই অখ্যাতি এই অমর্যাদাই কি যথেষ্ট নয় রাজকন্যা?

খনা। যে আমাকে রাজকন্যা ব'লে সম্বোধন করবে তার কথার উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন।

মিহির। তার পূর্বে জানা আবশ্যক আজ কোন নামে অভিনন্দন করবার অধিকার আমার আজ আছে কিনা। বিশেষ গুরুদেবকে রাজপুরীতে যে উদ্দেশ্যে ডেকে নেওয়া হয়েছে – তা জানবার পরও?

খনা। সেই অধিকারই সত্যিকার অধিকার—যা কোনক্রমেই কেউ কোনদিনই ত্যাগ করবে না। না—আজও না। যে কোন নামে, যে কোনরূপে অভিনন্দন করবার অধিকার আমি দিতে পারি—হয়ত বা দিয়েওছিলাম, কিন্তু সে অধিকার যদি কেউ ত্যাগ করে—ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্ —আমি বলবো সে আমাকে কোন-দিনই গ্রহণ করে নি—অন্তরের সঙ্গে।

প্রথম অঙ্ক

শশব্যস্তে মহাকালের প্রবেশ

মহাকাল। এই যে! তোমরা! শুনেছ তো মা। শুনেছ মিহির? খনা মার বিয়ে (কোন উত্তর না পাইয়া) শুনেছ নিশ্চয়। সবাই শুনেছ—আমি বরং শুনলুম অনেক পরে। তা হোক্ আর সময় নেই··· মহারাজ বলেছেন আজই যোটক বিচার ক'রে দিতে হবে। মিহির, এসো ত বাবা—আমাকে একটু সাহায্য কর। খনা মা! বিয়ে হলেও জ্যোতিষ চর্চ্চাটা ছেড়না—তুমি মা সাক্ষাৎ সরস্বতী এস মিহির—এই হচ্ছে খনার জন্মপত্রিকা—আর এই হচ্ছে রাহুলের—

খনা। যাকে আমি বলেছি গুরুদেব, রাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না।

মহাকাল। সে কি মা। সব যে ঠিক্। অবশ্য যোটক বিচারাদি এখনও হয়নি। কিন্তু তা—

খনা। যোটক বিচার কর্‌তে হয় করুন। কিন্তু আমি আমার ভাগ্য-রেখা বিচার করেছি। অন্য কোন বিচার না হয় থাক্। আমি বলছি রাহুলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না।

মহাকাল। বড্ডো গোলমেলে কথা! কিন্তু মা, আমি ত যোটক বিচার না করে পারি না। মহারাজ আমায় ডেকে বল্লেন—কালই আছে লগ্ন—কালই হবে বিয়ে। আমি বরং বলেছিলাম এত তাড়া কেন? তিনি বল্লেন, বিশেষ কারণ আছে। গোপনে আমায় বল্লেন—তা তোমাদের বল্‌তে বাধা নেই, কারণটা বিশেষই বটে। মহারাজ হয়েছেন বৃদ্ধ—জরা-জীর্ণ। সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, লঙ্কার রক্ষবংশ বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌তে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তারা বল্‌ছে বাঙলার

বিজয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত সিংহ-বংশের শাসন আর আমরা সইবো না—তোমার পিতার নিকট এর মধ্যেই তারা দাবী জানিয়েছে—লঙ্কার সিংহল নাম তুলে দিতে হবে। কথাটা তো অন্যায় নয় মা। মহারাজ এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু স্থির করেন নি—কিন্তু বাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির ক'রে ফেলেছেন। বাহুল হচ্ছে বিজিত রক্ষ রাজবংশের শেষ বংশধর। তার সঙ্গে সিংহ-বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তোমার বিয়ে হ'লে লঙ্কার রক্ষ-রাজবংশের সঙ্গে বাংলার সিংহ বংশের যে মিলন সংস্থাপিত হবে তাতে সম্ভাবিত রক্ষ-বিদ্রোহ অসম্ভব হবে—দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তা বাহুলও মা তোমার অনুরাগী, এবং বংশমর্য্যাদায় ও গুণ-গরিমায় তোমার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত· নয় মা? কি বল মিহির?

মিহির। দেশের শান্তি রক্ষার্থে।—

খনা। (দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া) দেশের শান্তি অশান্তি বিচার না ক'রে গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন কর্ত্তে যৌটক বিচার করাই বরং ভালো (ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া) গুরুদেব! গুরুদেব। স্বামী স্ত্রীর অগ্র-পশ্চাৎ মৃত্যু গণনা যে করতে পারেনা তাকে আপনি আপনার সাহায্যের জন্য ডাকছেন তাও বা সহ্য হয়—কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারিনা যে·· এত আঘাতেও আপনার ঐ শিষ্যের চৈতন্য হল না। কাপুরুষ আর কাকে বলে আমি ত জানিনা গুরুদেব!

মহাকাল। ব্যাপার কি মিহির? তোমাদের উভয়ের মধ্যে কি কোন কলহ হয়েছে?

অন্দরে রাহুলের প্রবেশ

না—না কলহ করবে কেন। ছিঃ তোমরা দুজনে একসঙ্গে আশৈশব প্রতিপালিত হয়েছ ঠিক যেন সহোদর ভাই বোন। উভয়েই একসঙ্গে খেলা ধূলা করেছ, আমার এখানে বিদ্যাভ্যাস করেছ, তোমাদের মধ্যে যে কলহ বড়ই অশোভন—বিশেষ খনার এই শুভ-পরিণয়ের প্রাক্কালে। খনার বিবাহের অনেকখানি ভারই যে তোমাকে নিতে হবে মিহির। উৎসবের ব্যবস্থা, বিবাহের আয়োজন, সবই যে তোমাকে দেখ্‌তে হবে। না—মিহির, খুব উৎসাহ নিয়ে আমার সঙ্গে এসো দেখি চল আমার নিভৃত-কক্ষে যোটক বিচারটা খুব ভালো করে করতে হবে। খনা মা হচ্ছে খেয়ালী মেয়ে। বলে কিনা রাহুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। মেয়েরা অমন বলেই থাকে। এ ত ঐ বল্‌ছে অন্য মেয়ে হ'লে বল্‌তো—

রাহুল। বল্‌তো "সে কি মা বিয়ে। আমি কর্ব্ব না"।

মহাকাল। এই যে রাহুল। এসে পড়েছ বাবা! ভালই হয়েছে। শুন্‌লে ত সব। দু ভাই বোনের এই ঝগড়া মেটাতেই বিলম্ব হয়ে গেল। তা তুমি খনা মার সঙ্গে একটু গল্প কর আমি আর মিহির একটু যোটক বিচার কর্‌ছি।—

মিহিরকে লইয়া অন্যত্র প্রস্থান

রাহুল। খনা দেবী! আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'বে না একথাটা তোমার নিজের মুখে শুন্‌লে বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পার্‌তাম ওটা বিরাগ সূচক কি অনুরাগ সূচক। (খনা উত্তর দিল না) "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" শাস্ত্র বাক্য। অতএব ধরে নিচ্ছি—

খনা। বেশ তো ধরুন না, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। তারপর ?

রাহুল। ফুলশয্যা—

খনা। নিশ্চয়। তারপর ?

রাহুল। জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্নের জীবন।

খনা। বেশ—বেশ! তারপর ?

রাহুল। তারপর,· তুমি বল খনা, আমিই কি আজ সব কথা কইব ? তুমি কি কিছুই বলবে না ?

খনা। বল্‌বার জন্য আমি ছট্‌-ফট্‌ কর্ছি। বলি ?

রাহুল। বল—বল—

খনা। বৃদ্ধ পিতা আর কয়দিন। যেই চোখ বুজছেন অমনি—আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে মহা-মহাসমারোহে হবে অভিষেক উৎসব। কি উজ্জ্বল দৃশ্য! স্বর্ণ-সিংহাসনে রাজ-ছত্রতলে বঙ্গকুল-বন্দিতা বাঙ্‌লার সিংহ-কন্যা আমি। আর পদতলে তুমি কি উচ্চপদ চাও রাহুল ? —মন্ত্রীত্ব ? মন্ত্রীত্ব চাওনা ?· সেনাপতিত্ব তোমায় দিতে পারব না··· বেশ তবে·· কৃষিবিভাগ ?

রাহুল। খনা! খনা!

খনা। কৃষিবিভাগ যদি অভিলাষ নয়,·· কলাবিভাগ ?

রাহুল। খনা। আমি তোমার স্বামী!

খনা। (সহজভাবে) তুমি ভুলে যাচ্ছ যৌতুক বিচারও বাকী—

রাহুল। যৌতুক বিচারের আবশ্যকতা যার আছে তার থাক্‌। অন্য কোনরূপ বিবাহে আমার অরুচি নেই, তবে আমি নিজে বিশ্বাসী [illegible] রাক্ষস বিবাহ। রাক্ষস বিবাহ কি জানো ?

খনা। নিশ্চয়ই জানি। হই না কেন বাঙালীর মেয়ে কিন্তু রাজত্ব করছি রাক্ষসের দেশে। রাক্ষস কি তাও জানি—রাক্ষস বিবাহও জানি। কিন্তু তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ কেন বলত? যেরূপ বিবাহই হোক্ উত্তরাধিকারীত্বের বিধান বদলাবে না! রাজকুমার যেখানে নেই, সেখানে সিংহাসন হ'চ্ছে রাজকন্যার, রাজ-জামাতার নয়। না-না রাহুল, রাক্ষসের রক্ত-চক্ষুতে কিংবা তার পশু-শক্তিতেও এ বিধান বদলায় না ··বদলাবে না।

রাহুল। যদি তোমাকে হত্যা করি?—

খনা। তবে আমাকে বিয়ে করা হয় না।

রাহুল। আমি তোমাকে— আমি তোমাকে ভালবাসি খনা··

খনা। কিন্তু খনা কাকে ভালবাসে তা তুমি জানো না।

রাহুল। সে আমি অনুমান কর্ত্তে পারি খনা—তবু আমাকে দয়া কর্ত্তেই বল্‌ছি খনা। সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। রাক্ষসের ক্ষুধার মতো সুতীব্র অত্যুগ্র আমার প্রেম · তুমি উপেক্ষা করোনা করোনা খনা·· তুমি আমায় দয়া কর, দয়া কর ··খনা!

খনা। দয়া ক'রে প্রেম হয় না রাহুল। তুমি কিছু জানো না—কিছু জানো না রাহুল!

রাহুল। যদি বলি সিংহাসনে তুমিই উপবেশন করো খনা · পদতলেই আমি বস্‌বো—

খনা। বলোনা, বলোনা রাহুল···ও কথা বলোনা। এতক্ষণ যদিও বা কথা কইছি—চেয়ে দেখ্‌ছি—ও কথা বল্‌লে এইখানেই নিবেদন ইতি—এবং যবনিকা পতন!

রাহুল। খনা!

খনা। আর যে কি তোমার বলবার আছে এবং আমার শোনবার আছে ভেবে পাচ্ছিনা। বরং তুমি শুনতে পার—

রাহুল। কি?

খনা। একটা গান—

—গান—

চাঁদ ওঠে উজলিয়া গগনে—
কতজনে মুঠি ভরি ধরে তারে স্বপনে!
তারে কিবা কব আর—
যেবা জেগে অনিবার—
চায় সুদূরের শশী—তার নিজ ভবনে।

মহাকাল ও মিহিরের প্রবেশ। হাতে কম্ম পত্রিকাদ্বয়

মহাকাল। এই যে। বেশ। বেশ। কিন্তু একটু গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে যে—

ক্ষত্র বিট্ শূদ্র বিপ্রাঃ স্যুঃ
ক্রমান্মেষাদি রাশয়ঃ।
পুংসাং বর্ণাধিকা কন্যা
নৈবোদ্বাহ্যা কদাচন।

বরের বর্ণাপেক্ষা কন্যার বর্ণ শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবে না। এখানে ঠিক তাই হ'চ্ছে——চিন্তনীয় বটে।—

মিহির। চিন্তনীয় কি বল্‌ছেন প্রভু! এ বিবাহ কখনও হ'তে পারে না। অষ্টমে পাপগ্রহ · যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, এ বিবাহের ফল কন্যার মৃত্যু!

মহাকাল। মহারাজ এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত করে ফেলেছেন— অথচ এই বিচারের পর আমিই বা তাকে কি করে বলি এ বিবাহ হোক্‌—তিনিই বা কি করে জেনে শুনে এ বিবাহ দেন?—

খনা। তাইতো! কি হবে গুরুদেব!

রাহুল। বুঝলাম। উত্তম। আমার পথ আমিই দেখছি। উত্তম! উত্তম! এখনি যদি বিবাহের বাদ্য বেজে ওঠে···চম্‌কে উঠোনা রাজকন্যা—

খনা। বিবাহের বাদ্য শোনবার জন্য কুমারীরা উন্মুখ হয়েই থাকে রাহুল। চমকায় না!

রাহুলের প্রস্থান

মহাকাল। না—না—এ সব কি কথা! মিহির··এস তো—আর একবার বরং ভাল করে—

খনা। ঐ অন্যমনস্ক শিষ্য নিয়ে? তবেই হোয়েছে। বরিওবা কিছুমাত্র আশা ভরসা ছিল ··তাও গেল।

মহাকাল। না—না,—তা হ'লে ··মিহির তুমি বরং ··হ্যাঁ আজ তোমাকে একটু অন্যমনস্কই দেখ্‌ছি বটে। আচ্ছা, খনা মা, তুমি নিজেই এসে দেখনা—

খনা। আমি ত দেখেছি এ বিয়ে হবে না। বরং আপনি দেখুন আমার ভুল হ'ল কোথায়!

মহাকাল। হ্যাঁ মা···কিন্তু বিয়েটা হলেই বড় ভাল হ'তো·· আমাদের ব্রহ্ম কুলের বধূ যদি তুমি হও মা, আমাদের কুল হবে উজ্জ্বল, আনন্দ হবে আমার সব চেয়ে বেশী—কারণ আমি জানি তুমি কি! না—মা, আর দেরী করব না ·রাহুলের গতিকটা ভাল দেখ্‌লাম না, কখন কি ক'রে বসে কে জানে। আমি বরং মহারাজের কাছে গিয়েই সব বলে আস্‌ছি—

খনা। না, তা হলে তো আপনার আর কিছুতেই দেরী করা চলে না।—

মহাকালকে রওনা করিয়া দিলেন

সত্যই আর দেরী করা চলে না। কখন কি হয় কে জানে (ভূমিতে রেখাপাত করিয়া কি দেখিয়া) শনিবার—বার-দোষ নেই, তিথি নিষেধ নেই—প্রশস্ত-নক্ষত্র—অতএব গোধূলি লগ্নেই আজ আমার বিয়ে। মিহির!

মিহির নীরব রহিলেন

খনা। কি কথা কইছ না যে? দেশের শান্তি?

মিহির। রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ হতে পারে না। কখনো না—এ বিবাহ হলে তোমার নিশ্চিত অকাল মৃত্যু—

খনা। দেশের শান্তি অশান্তি যে বিচার কত্তে যায় তার মুখে একথা! কিন্তু একথা শোনে কে! দলবল নিয়ে রাহুল এখুনি আস্‌ছে · আজই হবে আমার বিয়ে!

মিহির। অসম্ভব! রাহুলের সঙ্গে তোমার বিবাহ—আমি জীবিত থাকতে নয়।

খনা। আমার জীবনের জন্য তোমাব এ দরদ বিচিত্রই বোধ হচ্ছে মিহির!

মিহির। বিচিত্র বোধ হবে বৈকি! ভূমিকম্প যেদিন হয় সেদিন বিচিত্রই বোধ হয···কিন্তু সে কি একদিনের রচনা? একদিনের রচনা খনা? দিনের পব দিন—রাতেব পর রাত—বর্ষের পর বর্ষ, তোমার চোখেব আড়ালে তোমার জ্ঞানের অন্তরালে··তোমার মনেব অজ্ঞাতে তিলে তিলে · ধীবে ধীবে···চুপি চুপি সে হয়েছে রচিত। আজ আজ হয়ত সেই ভূমিকম্প—খনা! যে বিবাহে তোমার জীবনহানি অবধারিত, আমার জীবন থাকতে সে বিবাহ আমি হ'তে দেব না—দেব না খনা।

খনা। যদি আমার পিতামাতা এ বিবাহ চান?

মিহির। আমি তা মান্‌বো না। অনুভব কর্ত্তে পারি—অনুভব কর্ত্তে পার্চ্ছি আমি জীবনে এমন মুহূর্ত্তও আসে যখন মনে হয় এবং তা মিথ্যা নয় যে, তোমার পিতামাতাব চেয়েও আমি বড়··আমার জীবনে সেই মুহূর্ত্তই হয়তো এসেছে। তাই আজ আমি সকল বাধা সকল বিঘ্ন তুচ্ছ করতে পাবব তোমাব জন্য।

খনা। হ্যাঁ ভূমিকম্পই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আমার কি গতি হবে বলত? রাহুলকে না হয় তাড়ালে, কিন্তু তারপর?

মিহির। সে আমি জানিনা খনা।

খনা। তবে কি জানব আমি! এ কি সেই মুহূর্ত্ত নয় মিহির যে মুহূর্ত্তে তোমার মনে হ'চ্ছে তুমি আমার আত্মীয় স্বজন পরিজন সবার চেয়ে বড? তা যদি হয় আমার মনেব দিকে · মুখের দিকে তুমি চাইতে বাধ্য—বাধ্য—

মিহির। আমি কি বুঝছি না খনা···বুঝছি না খনা তুমি কি বলছ? কিন্তু তুমি হয়ত ভুলে গেছ,—হ্যাঁ ভুলেই গেছ খনা, আমি গোত্রহীন, গৃহহীন অজ্ঞাতকুলশীল নিঃস্ব যুবক। এই রূঢ় সত্যটি স্মরণ ক'রেও কি আমার সঙ্গে এমনি খেলা খেলবে তুমি?

খনা। খেলা। যা হল জীবন-মরণের কথা—মান-সম্মানের কথা—তাই হল খেলা! বাঙলার সিংহ-বংশের এক কন্যাকে ভয়ে আত্মদান করতে বাধ্য করবার জন্য আসছে লঙ্কার অনার্য্য রাক্ষস তার নাম খেলা! ভারতীয় আর্য্য-রক্তকে কলঙ্কিত, লাঞ্ছিত করবার জন্য উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে আসছে অনার্য্য রাক্ষস···পার্শ্বে দণ্ডায়মান তুমি···এক ভারত সন্তান ·

মিহির। ভারত সন্তান!

খনা। হ্যাঁ তুমি ভারত সন্তান···নির্ব্বিকার চিত্তে বলছ কিছু নয়, খেলা!

মিহির। আমি ভারত সন্তান?

খনা। হ্যাঁ, তুমি ভারত সন্তান।

মিহির। কি বলছ খনা? তুমি কি বলছ খনা?

খনা। জ্যোতিষ যা ঘোষণা করেছে তাই বল্‌ছি মিহির!

মিহির। আমি ভারত সন্তান!

খনা। তুমি ভারত সন্তান!

মিহির। কে বলে?

খনা। আমি। বহু বর্ষের সাধনায় আমি স্বয়ং রচনা করেছি

তোমার জন্ম-পত্রিকা। যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সত্য হয়, আমি ঘোষণা কর্চ্ছি তুমি ভারত সন্তান, ভারতবর্ষের পরম পবিত্র আর্য্য-বংশ জাত। পিতা তোমার বিশ্ববিখ্যাত মণীষী, মাতা তোমাব সাক্ষাৎ ভগবতী।

মিহিব। সত্য। সত্য?

খনা। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মিহিব। খনা! খনা! তুমি যখন বলছ · তবে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নব-জন্ম—আজ আমার নব-জন্ম। কোথায়· কোথায় আমার সেই জন্ম-পত্রিকা? কে · কে আমার পিতা···কে · আমার মাতা?

খনা। পিতৃ-পরিচব লাভ করবার সে শুভক্ষণ তোমার জীবনে এখনও আসে নি মিহির। যখন আসবে · তোমার প্রশ্নের অপেক্ষা কর্ব্বনা। সেই হবে আমার জীবনেব সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত ·কিন্তু তা আজ নয়।

মিহির। কিন্তু খনা—কিন্তু খনা—

খনা। বৃথা তুমি ব্যাকুল হচ্ছ মিহির! পিতৃ-পরিচয়ের জন্য শুভ মুহূর্ত্তের যে অপেক্ষা করতে হয়। জ্যোতিষেব এ জ্ঞান-টুকুও কি তুমি হারালে? (হঠাৎ কি দেখিয়া চীৎকার কবিয়া উঠিলেন) এ কি! তিলক! এমন কেন? কি সর্ব্বনাশ!

মিহির। তিলক। তাইতো! উন্মুক্ত রক্তাপ্লুত অসি হস্তে ছুটে আসছে—

কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে অবস্থিত তিলক উন্মুক্ত
রক্তাপ্লুত অসি হস্তে ছুটিয়া আসিল

খনা। এ কি তিলক! এ ভাবে তুমি—

তিলক নীরব রহিল

কি করেছিস্। তুই কি করেছিস্?

তিলক। রাহুলকে আমি বধ করে এলাম দেবী!

খনা। উঃ ··কেন—কেন তিলক?

তিলক। তুমি তাকে কি ব'লেছ জানিনা। সে এখান থেকে গিয়ে একদল রাক্ষসকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে উত্তেজিত ক'রে—অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এখানে আস্‌ছিল, আর ঘোষণা কচ্ছিল "সিংহ-বংশের সিংহিনী আজ রক্ষ-বংশের দাসী হবে—কে দেখ্‌বে এস।" আমি তোমাকে রাজপুরীতে নিয়ে যেতে আস্‌ছিলাম। পারলাম না আমি তোমার সে লাঞ্ছনা সইতে। সোজা গিয়ে রাহুলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলুম ·· সে আমাকে কশাঘাত ক'রে হেসে উঠ্‌লো। অশ্লীল অভদ্র ভাষায় সে পুনরায় তোমায় লাঞ্ছিত করল। সহ্য করতে পারলাম্ না, আমি ছুটে গিয়ে তার বুকে তোমার দেহরক্ষার এই অসি আমূল বিদ্ধ ক'রে তার রসনা দিলাম চিরতরে স্তব্ধ করে।

খনা। তিলক। তিলক! তুমি আজ আমার জয় তিলক! তারপর —তারপর তিলক?

তিলক। কথার সময় নেই দেবী! উত্তেজিত রক্ষগণ তোমায় বন্দিনী করতে ছুটে আসছে। এই নাও আমার অস্ত্র, রাহুলের রক্ত-রঞ্জিত

এই বিজয়-অস্ত্র...আমি যক্ষ-বিদ্রোহের সংবাদ মহারাজকে জ্ঞাপন করতে চললাম—যতক্ষণ না রাজসৈন্য এসে উপস্থিত হয়, যে প্রকারে পার আত্মরক্ষা ক'র।

খনাকে অসি দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল

মিহির। এখুনি তারা আসবে। তোমার ঐ অসি আমায় দাও খনা—

খনা। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এই পুণ্য-পূত অসি আমি শুধু তারই হাতে তুলে দিতে পারি মিহির—যে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে আমায় বুকে টেনে নিয়ে বল্‌বে, আমি তোমার ইহকালে—পরকালে—

মিহির। খনা!—খনা!

খনা। হ্যাঁ, তারই হাতে,—শুধু তারই হাতে আমি দিতে পারি এই অসি··· তা যদি না দিতে পারি··· এ অসি নারীর দুর্ব্বল হস্তেই শোভা পাবে—বলিষ্ঠ সবল পুরুষ তুমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বে।

মিহির। খনা। ধর্ম্মসাক্ষী করেই বল্‌ছি খনা, দাও তোমার অসি··· আমার ভীরু প্রেমকে তুমি—তুমিই যখন দিলে সাহস, আর আমি ভয় করি না খনা। ঊর্দ্ধে আকাশ—অন্তরের অন্তর্য্যামী—তিলকের অসি এবং রাহুলের রক্ত সাক্ষ্য রেখে আজ এই গোধূলি লগ্নে আমি তোমার পাণিগ্রহণ কর্‌লাম খনা!

তরবারি হইতে রক্ত লইয়া তদ্দারা খনার সীমন্তে
সিঁদুর রেখা টানিয়া দিলেন খনা তাহাকে
প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

খনা। মিহির! প্রিয়তম! আর দেরী নয় এইবার তবে ছুটে চল—

মিহির। কোথায়? কোথায়?

খনা। সমুদ্রের বুকে—

মিহির। কেন—কেন খনা?

খনা। পিত্রালয়ের খেলা ভাঙলো। বধূ চল্‌লো স্বামীর হাত ধরে—শ্বশুরালয়ে—সমুদ্রের ওপারে · ভারতবর্ষে!—

মিহিরকে টানিয়া লইয়া খনা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইল
সানুচর রক্ষনায়ক বিশালাক্ষের প্রবেশ

বিশালাক্ষ। ঐ যে খনা···পালাচ্ছে, সাবধান!

রক্ষগণ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ উদ্যত হইল। খনা নৌকায় উঠিতেছিলেন ফিরিয়া আসিলেন। পশ্চাতে আসিলেন মিহির। বিশালাক্ষের সম্মুখে গিয়া

খনা। কি চাও?

বিশালাক্ষ। প্রতিশোধ—রাহুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

খনা। অর্থাৎ আমার মৃত্যু চাও?

বিশালাক্ষ। না। যত অসভ্যই তোমরা আমাদের মনে কর না কেন, স্ত্রী-হত্যা আমরা করি না।

খনা। তবে?

বিশালাক্ষ। রাহুলের অন্তিম-বাসনা আমরা করব চরিতার্থ। সিংহ-বংশের সিংহিনী! দর্প আমরা তোমার করব চূর্ণ। রাহুলের শবদেহের সঙ্গেই হবে তোমার বিবাহ—

খনা। শবদেহের সঙ্গে বিবাহ! চমৎকার! কিন্তু একটু বিলম্ব হ'য়ে গেছে সেনাপতি! বেশী নয়, সামান্য, বিবাহ আমার হ'য়ে গেছে!

বিশালাক্ষ। বটে! কার সঙ্গে বিবাহ হল শুনি?

খনা। কুলত্যাগ ক'রে যার সঙ্গে অকূলে ভাস্‌তে যাচ্ছি—দেখ্‌ছো না?

বিশালাক্ষ প্রভৃতি। মিহির!

খনা। মিহির।

বিশালাক্ষ। হাঃ হাঃ হাঃ ওসব আমরা মানি না। (অনুচরদের প্রতি) বন্দী কর।

খনা। বন্দী কর! বটে! উত্তম ফিরে চল মিহির প্রাসাদে।

মিহির। সে কি খনা?

খনা। হ্যাঁ ফিরে চল প্রাসাদে। মূর্খের দল।··ওরা এসেছে আমাকে বন্দী ক'রতে। ভুলে গেছে যে আমি রাজকন্যা, সিংহল-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী। না তবে আর দ্বিধা নয় মিহির! ফিরে চল,—ফিরে চল প্রাসাদে।

মিহির। কিন্তু—

খনা। কিন্তু নয়। ফিরে আমাকে যেতেই হবে। কেননা, ওরা স্বাধীনতা চায় না। ওরা—ওরা চায় চির অধীনতা। ওরা চায়—আমি ফিরে গিয়ে ওদের শাসন করি, পেষণ করি, পীড়ন করি। শুধু আজ নয়—বংশ-পরাম্পরাক্রমে, চিরদিন—চিরকাল—

রক্ষগণ। না, কথনো না—

খনা। হাঁ তাই। তা না হলে আমার অভাবে—সিংহ-বংশের উত্তরাধিকারীত্বের অভাবে—লঙ্কায় রাক্ষস-রাজত্বের হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা—এ কথা জেনেও কেন—কেন বাঙ্গলার সিংহ-কন্যাকে বন্দনা কর্‌বার জন্য বন্দী ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে চাও? কেন? কেন?

রক্ষগণ। না না, চাই না।

খনা। সেনাপতি!

বিশালাক্ষ। না, চাই না।

খনা। তবে বিদায়।

মিহিরের হাত ধরিয়া সমুদ্রের দিকে যাইতে ছিলেন। এমন সময় অদূরে সামরিক বাদ্যসহ রাজ-সৈন্যগণের ধ্বনি শোনা গেল—ক্রমে ক্রমে সেই ধ্বনি নিকটতর হইতে লাগিল

সিংহলেশ্বর জয়তু!
সিংহলেশ্বর জয়তু!
সিংহলেশ্বর জয়তু!

বিশালাক্ষ। (সাতঙ্কে) রাজসৈন্য!

রক্ষসৈন্যগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য—তাহারা পালাইতে চাহিবে এমন সময়ে

খনা। রক্ষদল! বন্ধুদল! যদি দেশের স্বাধীনতা চাও, পালিয়ো না—পালাতে দাও আমাকে। রাজসৈন্য এসে যদি দেখে তাদের রাজকন্যা রাজ্য ছেড়ে—সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে স্বামীর হাত ধরে—স্বামীর ঘর কর্‌তে চল্‌লো চিরতরে—তারা ক্ষিপ্ত হ'যে ছুটে

এসে আমায় ধরে রাখ্‌বে। বধূ হারাবে স্বামীর ভিটা—তোমরা হারাবে স্বাধিকার, বুঝেছ—বুঝেছ কি বন্ধুদল? যদি বুঝে থাক—জীবন পণ করে স্বাধীনতার এই অপূর্ব্ব সংগ্রামে ক্ষণেক দাঁড়াও—শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ না আমরা সমুদ্রের ঐ দিকচক্রবালে মিশে যাই চিরতরে বন্ধু—চিরতরে।

বিশালাক্ষ। দেবী। দেবী। আজ তোমার একি রূপ দেখ্‌লাম দেবী! নির্য্যাতিত-উৎপীড়িত-রক্ষকুলের মহিমময়ী মা! তোমার সৈন্য আজ আমরা। (জানু পাতিয়া) আশীর্ব্বাদ কর।

খনা। নির্ভয় হও। লঙ্কা স্বাধীন হোক।

বিশালাক্ষ ও সৈন্যগণ নতজানু হইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল—খনা মিহিরের হাত ধরিয়া সমুদ্র-পথে ছুটিলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ববাহের পাঠগৃহ

সন্ধ্যা-রাত্রি

গান গাহিতে গাহিতে মদনিকা ও তরলিকা ধূপের ধোঁয়া দিয়া সন্ধ্যা রাত্রিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল

উভয়ের গীত

তরলিকা। সন্ধ্যায় অলকে
নীপ বাঁধি বল কে
বাতায়নে বসে একা নীরবে,
মদনিকা। ধূপ-ধোঁয়া-গন্ধে
মন নাচে ছন্দে
জ্যোছনায় একা ঘরে কি রবে!
তরলিকা। আজি এই সন্ধ্যায়
কার পানে মন ধায়
বল দেখি মুখ খুলে বালিকা—
মদনিকা। যেবা আসে স্বপনে
তারি গলে গোপনে
দেবো কবে তুলে মম মালিকা!

তর। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।

মদ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বিভাবরী বিষধরি ভোগস্থ ভিমোমনিঃ—

তব। সে আবার কি ?

মদ। ওকি চাঁদ না সূর্য্য ?

তর। সন্ধ্যাবাতে সূর্য্য ?

মদ। তাইত, তবে চাঁদই। না, তাও নয়। চন্দ্রের কিরণ ত এত প্রখর নয়। ও দাবানল সখি, দাবানল !

তর। দাবানল আকাশে ? সে কি সখি ?

মদ। তবে বজ্র।

তব। কিন্তু আকাশে মেঘই বা কই ?

মদ। হ'য়েছে সখি হ'যেছে। রাত এলেই বিরহিণীদের কি মনে হয় জান ? মনে হয এ ত রাত নয, যেন সাপ, আকাশের ঐ যে চাঁদ সে ঐ সাপেরই মণি !

তর। এ কবিত্বের কাছে কালিদাসও পরাজয় স্বীকার করবেন সখি !

মদ। ছিঃ সখি, (কালিদাসের উদ্দেশ্যে নমস্কার) ও কথা মুখে আন্‌লেও পাপ হয়। এ যে তাঁরই শ্লোক !

তর। মাভৈঃ। মাভৈঃ !

মদ। কাকে ব'লছ সখি ?

তব। তোমাকেও · আর ঐ যে লোকটি হন্তদন্ত হ'য়ে এদিকে ছুটে আস্‌ছে··· ওকেও।

মদ। (তাহাকে দেখিয়া সোল্লাসে) সখি ! সে আস্‌ছে···ছুটে আস্‌ছে—

তর। মাভৈঃ। মাভৈঃ !—

ছুটিয়া পুঁথি হস্তে কামন্দকের প্রবেশ

কামন্দক। রক্ষ মাং—রক্ষ মাং—

তর। মাভৈঃ·· মাভৈঃ···ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?

কাম। (পশ্চাতে অবলোকন করিতে করিতে) বিষম। ভীষণ। ভয়ানক! পুঁথিগুলি ধর তরলিকা।

তর। (পুঁথি লইয়া) মদনিকা!

ব্যঞ্জন করিতে ইঙ্গিত

মদ। (ব্যজন করিতে করিতে) ভয় পেয়েছেন ?

কাম। আমি পুঁথিগুলি নিযে শাস্ত্রালোচনার জন্য তোমাদের এখানে আসছিলাম—হঠাৎ ঐ বাড়ীর সম্মুখে এক হস্তিনী—

তর। হস্তিনী ?

কাম। মাভৈঃ—স্ত্রীলোক। শুঁড় নয়, হাত দিয়ে ইসারায় আমায় ডাকলো। কাছে গিযে দেখি—কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কি ?

তর। কি বল্‌লো ?

কাম। "হে পান্থ পুস্তককর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠ
বৈদ্যোঽসি কিং গণিতশাস্ত্রবিশারদোঽসি।
কেনৌষধেন বদ, পশ্যতি ভর্ত্তুরম্বা
কোর্হ্যাগমিষ্যতি পতিঃ সুচির প্রবাসী॥

আমার হাতে পুঁথি দেখেই ধরে নিয়েছে আমি হয় বৈদ্য না হয় জ্যোতির্ব্বিদ এবং তাই সকাতরে তার অনুনয়, যদি বৈদ্য হও, তবে বল, কোন্ ঔষধি দ্বারা আমার ভর্ত্তুরম্বা কিনা আমার শাশুড়ীর কাণা চোখ

ভাল হয়! আর যদি জ্যোতির্ব্বিদ হও তবে গণনা করে বল, আমার দীর্ঘকাল প্রবাসী পতি কতদিনে গৃহে আগমন ক'রবেন। অর্থাৎ—

মদ। অর্থাৎ?—

কাম। আমার শাশুড়ী কাণা, চোখে দেখ্‌তে পাননা—পতিও প্রবাসে। অতএব—

ভব। অতএব?—

কাম। বলেই হাত ধরে টানাটানি। একটী ফুৎকারে তার হাতের প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে [redacted]তে—

ভব। এখানে এলেন? এসে ভালই করেছেন। সখীও এখানে বড়ই বিপন্না। এ গৃহে আর কেউ নেই, মাত্র আমরাই দু'টি অবলা। একটি মাত্র ভৃত্য। সে কাণা নয়, বোবা।

কাম। কেন, আচার্য্য? আচার্য্যাণী?

মদ। বাবা আর মা উভয়েই রাজপুরীতে আরতি দর্শন ক'রতে গেছেন; শুধু আছে ঐ ভৈরব।

কাম। প্রহরী তবে র'য়েছে?

মদ। ওর ভয়েই তো মরি।

কাম। কেন? কেন?

মদ। ও যেন একটা মূকদৈত্য…ক্রীতদাস বটে, কিন্তু কি জানি কেন, ওকে দেখলেই আমার গা শিউরে ওঠে!

কাম॥ আমারও। ও রকম কুৎসিত বীভৎস ক্রীতদাস, তোমাদের মত সুন্দরীর পার্শ্বে যখন এসে দাঁড়ায়…চন্দ্রগ্রহণ লেগে যায়। ও বৃদ্ধ হ'য়েছে…আচার্য্যদেব ওকে মুক্তি দেন না কেন?

মদ। ও মুক্তি চায় না।

তর। ঐ যে দূরে ওর ছায়া দেখ্‌লাম।

মদ। প্রভুর অনুপস্থিতিতে প্রভু-কন্যাব রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌ছে, কিন্তু ওর কাণ্ড দেখ্‌লে বোঝা শক্ত, ও আমাকে রক্ষণ কর্‌বে না ভক্ষণ কর্‌বে!

কাম। তবু ভাল ও বোবা। নইলে ওব অভিযোগ আব অভিশাপে অন্ততঃ আমি ভস্ম হ'যে যেতাম!

তর। আকারে-ইঙ্গিতে ও বাচালেব চেয়েও বাক্‌পটু।

মদ। হ্যাঁ সখি! আমার ভযই হ'চ্ছে। ও হয়ত পিতাব নিকট অভিযোগ কর্‌বে আমরা বিশ্রম্ভালাপ কর্‌ছি।

তর। অর্থাৎ সখি বল্‌ছে, বিশ্রম্ভালাভের চেযে কোন গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হবাব ব্যবস্থা করুন।

কাম। না, না, না,—এসো আমরা শাস্ত্রালোচনা করি। আচার্য্যদেব এসে তা দেখ্‌লে প্রীত হবেন।

মদ। আমাকে কবিতা রচনা শিক্ষা দিন্।

কাম। কবিতা? আচ্ছা তবে শোন—

"কবিতা বণিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা
বলাদাকৃষ্যমানাচেৎ সরসা বিরসায়তে।"

কবিতা এবং বণিতা ইহারা উভয়েই স্বেচ্ছায় আগমন কর্‌লেই সুখপ্রদ হয়। বলাৎকারে ইহাদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়—

"কবিতা কোমল বণিতা বসেন রসিতা
রসবতি রসিকং যদি স পততি কঠিন হৃদয়ে
ভবত্যলগ্না প্রতিপদ ভগ্না।"

কবিতা এবং কোমল-বণিতা উভয়েই রসবতী, উভয়েই রসিক ব্যক্তিকে পরম প্রীতিদান করে। কিন্তু অরসিকের হস্তে পতিত হ'লে প্রতিপদে দুরবস্থাপন্ন হয়। বুঝ্‌লে ?

তর। সখীর পরম সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় রসিকের হস্তেই—

কাম। বল কি তরলিকা, বল কি ?

তর। সখীর কবিতা শিক্ষা হ'চ্ছে।

মদ। (তরলিকার প্রতি কৃত্রিম কোপে) বাঃ !—(বলিয়াই মুখ ঢাকিল)

কাম। কালিদাস বলেন—

"অচুচুরচ্চারু চকোর লোচনা
শ্রিযং কিমিন্দোরথবাম্বু জন্মনঃ
যতোজনঃ কশ্চনবীক্ষ্যতে যদা
পিধায় গোপয়তি চাননং তথা।"

তর। অর্থাৎ ?

কাম। ঐ যুবতী বোধ হয় চন্দ্রমার জ্যোতি অথবা নলিনীর শোভা অপহরণ করেছে। নতুবা মুখ ঢাকে কেন ?

মদনিকা অধিকতর লজ্জায় মস্তক আবৃত করিয়া বসিল

কলিদাস বলেন—

"মধ্যং হরিণাং নয়নং মৃগীনাং
জহার সা চারুরুতং পিকীনাম্
নচেদমীষাং কথ মায়তাক্ষী
সদৈব সঙ্কোচন মাতনোতি।"

অম্বা।

বোধ হয় সুন্দরীগণ সিংহের কটিদেশ, হরিণের নয়ন এবং কোকিলের স্বর অপহরণ ক'রেছে। নতুবা—(মদনিকাকে দেখাইয়া) ওরূপ কেন ?

ভর। সখী রাগ ক'রেছে।

কাম। তবে আমি নই—কালিদাস কি বলেন শোন—

"কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষী
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত পূর্ব্বমুচ্চৈ-
র্মমস্তক্ষতং মম সমর্পয় চুম্বনঞ্চ।"

হে পঙ্কজাক্ষী! তোমার মনে যদি আমার প্রতি ক্রোধ হ'য়ে থাকে তবে আমি তোমায় যা দিয়েছি, তুমি আমায় তা ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আমার আলিঙ্গন—আমার চুম্বন।

ভৈরবের প্রবেশ ও সকলকে অবলোকন করিয়া প্রস্থান

কাম। (ভৈরবকে দেখিযাই) এরূপ কলহ হবেই কিনা ?

"মঙ্গলস্ত দশযাস্ত কল'হা বন্ধুভিঃ সহ।"

আর এই যে অকস্মাৎ ভয়, এই যে মনস্তাপ তার কারণ বৃহস্পতির দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা, কিনা—

ভর। নিন্, আর কথায় কাজ নেই। ঠাকুর, ঠাকুরাণীর আস্বার সময় হ'য়েছে।

কাম। এরূপ জ্যোতিষ চর্চ্চা হচ্ছে দেখ্‌লে আচার্য্যদেব সুখীই হবেন—সুখীই হবেন।

নেপথ্যে বরাহ। ভৈরব! ভৈরব!

ভর। ঐ আচার্য্যদেব!

মদনিকা সভয়ে উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল

আমার বড় জল পিপাসা পেয়েছে—আস্‌ছি (পলায়ন)

কাম। তাই ত আমারও যে কি একটা—ও ভাল কথা মনে পড়েছে—আমি জ্যোতিষ-গ্রন্থই ভুলে ফেলে এসেছি। সেগুলি বাড়ী থেকে নিয়ে আস্‌ছি।

বাতায়ন-পথে পলায়ন

মদ। তা হলে আমিও বরং—

পলায়নে উদ্যত এমন সময় নেপথ্যে বরাহ ডাকিল—"মদনিকা"।

মদনিকা শয্যায় পড়িয়া ঘুমের ভাণ করিল

বরাহের প্রবেশ। পরে ধরণী ও ভৈরবের প্রবেশ

বরাহ। মদনিকা এইখানে নিদ্রাভিভূতা?

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল তাহা নহে

বরাহ। হাঁ, ঐ যে—

ভৈরব শয্যাপার্শ্বে গিয়া নতজানু হইয়া মদনিকাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল

ধরণী। ভৈরব!

ভৈরব ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল

ধরণী। তুমি আমার মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িওনা।

বরাহ। কেন? কেন?

ধরণী। মেয়ে ওকে ভয় পায়। ওর চেহারার দিকে চাইলে তার মাথা ঘোরে। একদিন মূর্চ্ছাও গিয়েছিল। ভৈরব! তোমাকে পূর্ব্বেও কতদিন বলেছি—আজও বল্‌ছি—তুমি ওর সম্মুখে যেযো না। তোমার ছায়া যেন ওর গায়ে না লাগে। বুঝলে?

ভৈরব মনে ব্যথা পাইল কিন্তু আদেশ পালন করিবে সম্মতি জানাইল

বরাহ। তরলিকা—সে কোথায়? ভৈরব তরলিকাকে ডাক।

ভৈরবের প্রস্থান

ধরণী। আমি বলি আর কেন? ভৈরব বৃদ্ধ হয়েছে ওকে এখন মুক্তি দাও।

বরাহ। ও মুক্তি চায় না।

ধরণী। ক্রীতদাস মুক্তি চায় না অদ্ভুত কথা। ওর হয়ত কোন দুরভিসন্ধি আছে। সেই জন্যই তাকে বিতাড়ন করা আরো বেশী প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে প্রভু!—

বরাহ। দুরভিসন্ধি! ভৈরবের দুরভিসন্ধি। হাঁ-না-তা (সহসা) এতকাল আমাদের সেবা করেছে, মায়ায় বদ্ধ হ'য়েছে, তাই ও মুক্তি চায় না।

বেদির উপর রক্ষিত পুস্তকগুলি দেখিতেছিলেন হঠাৎ চমকিয়া

এ কি! শৃঙ্গার-তিলকম্‌! এ গ্রন্থ কে পড়ছিল! মদনিকা! এ গ্রন্থ এখানে এলই বা কি ক'রে।

ধরণী। ও সব প্রশ্নের চেয়ে আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দাও প্রভু…

বরাহ। কি ?

ধরণী। কন্যার বয়স কত হ'ল স্মরণ হয় ?

বরাহ। যতই হোক ; কিন্তু তাই বলে—এই শৃঙ্গার তিলকম্! এ গ্রন্থ এখানে এলো কি ক'রে ?

ধরণী। ও গ্রন্থটা নিয়েই বা তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ? ওতে কি আছে ?

বরাহ। তোমারই বা সে প্রশ্ন কেন ? কন্যাব বিবাহের কথা বল্‌ছিলে, তাই বল—

ধরণী। তা শুন্‌ছ কই ? কন্যার কৈশোর তো গেছেই—যৌবনও যে যায—

বরাহ। হাঁ, আমি পাত্র দেখ্‌বো।

ধরণী। পাত্র ত চোখের ওপরেই র'য়েছে।

বরাহ। কে ?

ধরণী। ঐ কামন্দক।

বরাহ। কামন্দক ব্রাহ্মণ।

ধরণী। তোমাব কন্যা বুঝি চণ্ডাল ?

বরাহ। ও হো হো—তাইত! এই গ্রন্থখানা আমার বুদ্ধি বিলোপ ক'রেছে, এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তরঙ্গিকা ও পশ্চাতে ভৈরবের প্রবেশ

(তরঙ্গিকাকে) এ গ্রন্থ এখানে কেমন ক'রে এল ?

তর। কি গ্রন্থ পিতা ?

বরাহ। নাম না হয় নাই শুনলে। এইখানা—এইখানা—

ভৈর। দেখি···

বরাহ। দেখ্‌ছ না? এইখানা—

ভৈর। নাম না জেনে, পুঁথি না দেখে·· কি ক'রে বল্‌বো পিতা?

বরাহ। (ধরণীকে) পুস্তকখানা অগ্নিদগ্ধ কর্‌বে, আজই···এখনই—

ধরণী। (পুঁথিখানা লইয়া) ওগো মেয়ে কি তোমার শত্রু হ'য়ে দাড়াল? মেয়ে যা চাইবে, তুমি তা দেবেনা; যা চাইবে না, তুমি তাই দেবে। কেন?

বরাহ। দাও, আমাকেই দাও! (পুঁথিখানা লইয়া ভৈরবকে) এটা অগ্নিদগ্ধ কর্‌বে ··নাও।

ভৈরবের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভৈরব লইয়া প্রস্থানোদ্যত

মদ। (কৃত্রিম নিদ্রা হইতে উঠিয়া) মা! মা। কী ভীষণ এক দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লাম মা!

ধরণী। কি স্বপ্ন মা?

মদ। দেখ্‌লাম কি একখানা গ্রন্থ আগুনে পুড়্‌ছে—সেই সঙ্গে আমিও—আমিও—(ক্রন্দন)।

ধরণী। (মদনিকাকে বুকে লইয়া) ওরে···ওরে কি সর্ব্বনাশ!

ভৈরব মদনিকার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে বরাহের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া পুঁথিখানি যাহাতে না পোড়ান হয় তাহার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল

বরাহ। (ভৈরবকে) আচ্ছা দাও।

ভৈরব মহাখুসি হইয়া বরাহের পদতলে পুঁথি রাখিল। চোখে
মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল

বরাহ। এ গ্রন্থ আজ রক্ষা পেল, তোমাদের ক্রন্দনে নয়। ভৈরবের প্রার্থনায়।

পুঁথি লইয়া প্রস্থান

ধরণী। এতদূর! তোমার কাছে আমাদের মূল্য এইটুকু? (মদনিকাকে বুকে লইয়া) আয় মা,—(তরলিকাকে) আয়—

তর। কোথায় মা?

ধরণী। আমার পিত্রালয়ে...যেখানে কন্যার আদর আছে···তৃত্য যেখানে সর্ব্বস্ব নয়।

মদ। চল মা—

ভৈরব তাহাদের সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া
করজোড়ে যাইতে নিষেধ করিল

ধরণী। (ভৈরবকে) তুমি থাকতে আমরা আর এখানে ফিরছি না।

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল সেই যাইতেছে। কাঁদিতে লাগিল। মদনিকাকে
শেষ দেখা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল

ধরণী। আমাদের কথায় যে গেল তা যেন উনি না জানেন। ক্রীতদাস পালিয়েও ত যেতে পারে!

[illegible]

নেপথ্যে বরাহ। ভৈরব! ভৈরব!

ধরণী। আমি গিযে শেষ রক্ষা কব্‌ছি।

প্রস্থান

মদ। আপদ দূর হ'ল।

তর। আহা বেচারা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে গেল!

মদ। কষ্ট যে না হচ্ছে তা নয় তরলিকা। ভৈবব আমাব সেবা কববাব জন্তে উন্মুখ হযে ফিরত—কিন্তু—যাক

তর। চল সখি মা'ব কাছে চল।

মদ। না সখি সে আবাব আসতে পাবে।

তর। এত রাত্রে?

মদ। তাকে সাবধান করবার জন্তই আমাকে এখানে থাকতে হবে।

তর। শুধু শুধু বসে থাক্‌বি?

মদ। ঐ পুঁথিখানা পেলে হত। তবলিকা, যদি কোনমতে পারিস্—ঐ পুঁথিখানা—বুঝলি! (ইঙ্গিত)

তর। দেখ্‌ছি—

মদ। এই পথে সে পালিয়েছে, হযত এই পথেই সে ফিরবে। বড় ঘুম পাচ্ছে—

তর। তবে শোবে চল—

মদ। তুই গিয়ে শো—আমি আজ সারারাত জেগে শাস্ত্র পড়বো।

তর। হাঁ শাস্ত্রই পড়—কিন্তু প্রেমে পড়োনা সখি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

মদনিকা ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চোরের মত ভৈরব প্রবেশ
করিয়া অতি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল। পরে শয্যার
কিছু দূরে বসিয়া মদনিকাকে ব্যজন করিতে লাগিল। বরাহ
প্রবেশ করিয়াই এই দৃশ্য মুগ্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া
দেখিলেন। পরে ভৈরবের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে
তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন

বরাহ। ভৈরব।

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া ব্যজনি রাখিয়া তাঁহার
পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল

বরাহ। ওঠ ভৈরব, তুমি মদনিকাকে নিয়ে আজই এদেশ থেকে পালিয়ে যাও—দূরে—দূরে—বহুদূরে, তোমার এ কষ্ট আমি আর সইতে পারিনা—ভৈরব।

ভৈরব অস্বীকার করিল। জানাইল—না—

বরাহ। হাঁ ভৈরব, আমি মদনিকাকে জাগরিত করে আর আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে উভয়ের নিকট এই মিথ্যাচার প্রকাশ করি। ভৈরব! ভৈরব! এ মিথ্যাচার যে তোমাকেই শুধু বেদনা দেয়—তা নয়—আমাকেও—আমাকেও—

ধরণীর পুনঃ প্রবেশ

ধরণী। একি? ভৈরব! আবার!

ভৈরব চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেল

ধরণী। ও নিশ্চয়ই আমাদের কোন সর্ব্বনাশ করবে! ওর লক্ষণ ভাল নয়।

বরাহ। ভুল—ভুল ধরণী। ক্রীতদাসেরা প্রভুর জন্য অমানুষিক আত্মত্যাগ করে। বস ধরণী ওদের আত্মত্যাগ যে কতদূর ভয়ঙ্কর হতে পারে, আমি বলছি শোন—

ধরণী। গল্প শোন্‌বার কি এই সময়?

প্রস্থানোদ্যতা

বরাহ। তোমার সঙ্গে আমি পণ রাখলাম ধরণী, এ গল্প শুনে তুমি আতঙ্কে কেঁপে উঠবে।

ধরণী। গল্প শুনেই আতঙ্কে কাঁপ্‌বো?

বরাহ। পরিহাস নয়—হয়ত পরে মূর্চ্ছাও যেতে পার, অথবা অথবা—তার চেয়ে আরও কিছু ভীষণ—

ধরণী। (হাসিয়া) বল। না দাঁড়াও, কি পণ?

বরাহ। সাধ্য মত যে কোন পণ—যে কোন পণ—

ধরণী। বেশী কিছু নয়, আমি যদি হাসি-মুখেই এ গল্প শুনে যেতে পারি, তাহ'লে সাতদিন তুমি জ্যোতিষ-চর্চ্চা বন্ধ করে ঘরে বন্দী হয়ে থাক্‌বে।

বরাহ। সাতদিন কেন? চিরজীবন জ্যোতিষ-চর্চ্চা ছেড়ে দেব। তুমি শোন—

ধরণী। বল—বল—

বরাহ। এই ধর, কোন রাজার আমারই মত এক বৃদ্ধ সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ধরণী। কিন্তু সেই পণ্ডিতের আমার মত কোন স্ত্রী ছিলনা নিশ্চয় !

বরাহ। হাঁ, স্ত্রী ছিল এবং তাঁরা আমাদেরই মত প্রথম-জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন।

ধরণী। পরেও কোন সন্তান হলনা ?

বরাহ। হ'ল—সেই কথাই বলছি। যেদিন হ'ল সেইদিনই সেই পণ্ডিত ঐ ভৈরবের মত এক ক্রীতদাস দম্পতী ক্রয় করেন।

ধরণী। মিল্‌ছে ! ভৈরবের মতই সে ক্রীতদাসের স্ত্রী মারা গেল নাকি ?

বরাহ। হাঁ, মারা যায়—সন্তান প্রসব কালে।

ধরণী। সন্তান প্রসব কালে ! কিন্তু ভৈরবের তো তা নয়। শুনেছি;—

বরাহ। শোন বল্‌ছি। ক্রীতদাস তখন সেই সদ্যজাতা কন্যা নিয়ে মহা বিব্রত হয়ে পড়ে। পূর্ব্বেই বলেছি সেইদিনই সেই সভা-পণ্ডিতের অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীও এক পুত্র প্রসব করে।

ধরণী। মিল্‌লো না। আমি প্রসব করলাম, এক কন্যা !

বরাহ। শোন বল্‌ছি। সভা পণ্ডিত জ্যোতিষ চর্চ্চা করতেন। তাঁর পুত্র ভূমিষ্ঠ হলেই তিনি জাতকের আয়ু গণনা করে দেখেন, জাতকের আয়ু মাত্র এক বৎসর।

ধরণী। তুমিও কি তোমার সন্তানের আয়ু সেই রাত্রেই গণনা করেছিলে ?

বরাহ। করেছিলাম। আমিও করেছিলাম। তারপর পণ্ডিত কি ভাবলেন জান ?

ধরণী। কি ?

বরাহ। তাঁর পুত্রের আয়ু যখন মাত্র এক বৎসর, তখন আর ঐ

বৎসরায়ু সন্তানকে লালন পালন করে মায়াবদ্ধ হওয়া কেন? তিনি সেই সদ্যজাত শিশুকে তাঁর প্রসূতির অজ্ঞানাবস্থাতেই এক তাম্র পাত্রে রক্ষা কবে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

ধরণী। উঃ, কি নিষ্ঠুর। পিতা হয়ে কি করে তা পারলো?

বরাহ। তুমি এখনই বিচলিত হচ্ছ ধবণী!

ধরণী। না না, কিন্তু সেই শিশুর মাতা? জ্ঞান ফিরে পেযে যখন তার স্বামীর এই নিষ্ঠুরতা জান্‌তে পারল…তখন?

বরাহ। তিনি তো জান্‌তে পারলেন না।

ধরণী। জান্‌তে পাবলেন না? তাব অর্থ?

বরাহ। পত্নীকে প্রবোধ দেওযা যাবে না ভেবে সেই পণ্ডিত বিষম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি ছুটে গেলেন তার সেই ক্রীতদাসেব গৃহে।

ধরণী। কেন?

বরাহ। গিয়ে ক্রীতদাসেব বুক থেকে কেড়ে আন্‌লেন ক্রীতদাসেব সেই কন্যা—

ধরণী। তারপব বুঝি ক্রীতদাসের সেই কন্যাকে তাঁর স্ত্রীর বুকে—

বরাহ। রাখ্‌লেন।

ধরণী। তুমি বল্‌ছ কি স্বামী?

বরাহ। স্ত্রীর যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি জান্‌লেন, তার পুত্র হয়নি। হয়েছে ঐ কন্যা।

ধরণী। কি সর্ব্বনাশ—আর সেই ক্রীতদাস?

বরাহ। ক্রীতদাস প্রথমটায খুবই দুঃখিত হযেছিল, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা, সে তার চোখের জল মুছে ফেল্‌লো। শুধু তাই নয়। পণ্ডিত সেই

ক্রীতদাসকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন, সে এ ঘটনা জীবনে কারো নিকট প্রকাশ করবে না। এমন কি ঐ কন্যার নিকটও না।

ধরণী। তাব ফলে? তার ফলে?

বরাহ।—তার ফলে সেই ক্রীতদাসের কন্যা পণ্ডিতের কন্যারূপেই মানুষ হল। প্রকৃত ঘটনা জানলেন পৃথিবীতে মাত্র দুইটী প্রাণী। আমি আর তিনি।

ধবণী। (বিষম চাঞ্চল্যে চীৎকার করিযা উঠিলেন) তুমি? তুমি?

বরাহ। (সামলাইয়া লইয়া) আমি আর সেই পণ্ডিত।

ধবণী। (সন্দিগ্ধচিত্তে) আর সেই ক্রীতদাস?

ববাহ। হাঁ, আর সেই ক্রীতদাস।

ধবণী। তোমাকে তারা একথা বললো কেন?

ববাহ। (নীবব রহিলেন। কিন্তু এ নিস্তব্ধতা তাঁহার অসহ্য হইল) তবে সত্য কথা শুনবে ধবণী? এ মিথ্যা আমি আর সইতে পারিনা—সইতে পারিনা—

ধবণী। কি মিথ্যা? কি মিথ্যা স্বামী?

বরাহ। (বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বে বক্তব্য বলিবেন কি বলিবেন না ঠিক করিতে পারিলেন না) ঐ যে ম—দ—নি—কা—

ধবণী। বল, ওগো…বল! আমার সর্ব্ব-শরীর আতঙ্কে কাঁপছে। ঐ যে ম—দ—নি—কা—

ববাহ। চীৎকার কোরনা—ও জেগে উঠবে।

ধবণী। তুমি বল—তুমি বল! ঐ মদনিকা—

বরাহ। (নীরব)

ধরণী। ওকি আমার নয়? যে আমার ছিল তাকে কি তুমি—

বরাহ। (কি বলিবেন বুঝিলেন না। একটা আর্ত্তনাদের মধ্য দিযা) ধরণী! ধরণী!

ধরণী। (সক্রন্দনে) বল—বল—যে আমার ছিল তাকেই কি তুমি স্বহস্তে নদীর জলে—ও—হো—হো—বল—

বরাহ। (বুঝিলেন ধবণী মূর্চ্ছিতা হইতে পারেন, চেষ্টা করিযা হাসিযা) হা—হা—হা মিথ্যা—মিথ্যা! আমি এতক্ষণ যা বল্লাম, তার প্রত্যেকটী অক্ষর মিথ্যা! আমি ছল করে পণে জিতলাম।

ধরণী। সত্য? এই কথাই সত্য?

বরাহ। এই কথাই সত্য। (হাসিতেও লাগিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধতা)

ধরণী। (বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহা বিশ্বাস কবিল) তাই বল। কিন্তু এ রকম প্রাণান্তকর ছলনা কি মানুষে করে? এখনও আমার বুক কাঁপ্‌ছে—ছিঃ! ছিঃ!—আমি এখনই ঠাকুর প্রণাম করে আসছি।

প্রস্থান

বরাহ। (বাতাযন পার্শ্বে গিয়া চাপা গলায়) ভৈরব!

ভৈরবের প্রবেশ। সে বরাহের দিকে চাহিয়া রহিল

আমি পারলাম না ভৈরব! বল্‌তে আমি চেয়েছিলাম,—কিন্তু আমাব কণ্ঠ রোধ হয়ে এল।

ভাবাবেগ লুকাইবার জন্য বাহিরে পালাইলেন

ভৈরব মর্দনিকাকে দেখিতে লাগিল। তাহার বেদীপ্রান্তে সস্নেহে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিল—পিতা যেমন সন্তানের দেহে হাত বুলায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

উজ্জয়িনী পথ

পথিক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে

—গান—

সমুখ পানে চল্‌রে ভোলা—
মনের-মাণিক খুঁজতে হ'লে সইতে হ'বে ঝড়ের দোলা।
খেলুক তড়িৎ, আসুক না ঝড়
চলার পথে করিস্‌নে ডর—
হয়ত পথের শেষে পথিক, রতন দিয়ে ভরবি ঝোলা।

প্রস্থান

মিহির ও খনার প্রবেশ

মিহির। নিষ্ঠুরা নারী! আর কত দিন এ খেলা আমার সঙ্গে খেলবে? আর যে আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছি না খনা! দেশের পর দেশ, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, নদীর পর নদী পার হয়ে এলাম, কিন্তু কোথায়—কোথায় আমার জন্মভূমি?

খনা। তোমার কষ্ট হচ্ছে মিহির?

মিহির। ভারতবর্ষের কি শেষ নাই খনা?

খনা। তাতে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে মিহির? আমার হচ্ছে গর্ব্ব।

মিহির। গর্ব্ব ?

খনা। হাঁ গর্ব্ব। আমাদের দেশ·· সে কত বড় দেশ। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত···পথ চলেছি, দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ছে·· তবু কি এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে না যে আমরা আমাদের দেশের একাংশও অতিক্রম করি নি ?

মিহির। আনন্দই হয়েছে খনা। দুস্তর সাগর দেখে দুঃখিত হই নি। মনে করেছি আমার জন্মভূমির সাগর—সাগরই, এতটুকু নদী নয়। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত লঙ্ঘন করবার সকল কষ্ট আমরা হাসিমুখে বরণ করেছি। মনে করেছি—আমার জন্মভূমির পর্ব্বত, মাটীর স্তূপ নয়। আমার দেশের যা কিছু আছে, সবই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার মাঝেও আমার সূতিকাগার···আমার স্বর্গ। কোথায় আমার সেই স্বর্গ ?

উদভ্রান্তা এক নারীর প্রবেশ

নারী। স্বর্গ! স্বর্গ ছিল আমার বুকে···যখন সে আমার বুকে ঘুমিয়ে পড়ত। স্বর্গ ছিল আমার ঘরে···যখন সে আমার ঘরে খেলা করত। স্বর্গ ছিল আমার মুখে···যখন সে আমার মুখে চুমো খেত।

খনা। কে মা, কে ?

নারী। শোন নি তার কথা ? সে যখন হাসত, তখন মাণিক ঝরত। যখন হাঁটত মনে হত মাটীর বুকে পদ্ম ফুটেছে শোন নি তার কথা ?

মিহির। আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। কে মা ? সে কে ?

নারী। সে ছিল আমার ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো। কখনও তা দেখ নি ?

মিহির। তোমার পুত্র!

নারী। লোকে বলে পুত্র, কিন্তু পুত্র বললেই কি সব বলা হল? সে যে ছিল আমার চোখের মণি, বুকের মাণিক!

খনা। কোথায় সে?

নারী। খেলতে খেলতে পালিয়ে গেল। লোকে বলে চোরে চুরি করেছে। আমারও তাই মনে হয় মা! আমারই মনে হত তাকে চুরি করে ধরে রাখি। আর খুঁজে পেলাম না। কি করেই বা খুঁজবো? চোখে আলো নেই—বুকে আশা নেই—মনে ভরসা নেই—কি করে খুঁজবো?

খনা। রাজদ্বারে সংবাদ দিয়েছ মা?

নারী। সে কি মা?

খনা। রাজাকে জানিয়েছ?

নারী। রাজা আমি চিনি না মা!

খনা। তবে এস মা আমাদের সঙ্গে এস—উজ্জয়িনী চল—

নারী। হাঁ মা, চল। দাঁড়িয়ে থাকলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। চল মা চল—

মিহির। (খনাকে) কোথায়?

খনা। তোমার সুতিকাগারে—তোমার স্বর্গে।

মিহির। উজ্জয়িনী?

খনা। হাঁ উজ্জয়িনী।

মিহির। তবে এস মা—তুমি হারিয়েছ পুত্র—আমি হারিয়েছি—পিতা-মাতা! চলে এস রাজদ্বারে—আমি গণনা করে বলব

কোথায় তোমার সন্তান! এই গণনাতেই—এই গণনাতেই আমি বিশ্ব-বিশ্রুত বিক্রমাদিত্যের সভায় আত্ম-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে খুঁজে বের করব—কে আমাব পিতা! হাঁ খনা, সন্ধান যখন পেয়েছি—এই উজ্জয়িনী আমার জন্মভূমি—সহস্র লোকের মধ্যেও আমি তাঁকে চিন্‌ব—আর তিনি—তিনিও কি আমায় চিন্‌বেন না খনা?

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিক্রমাদিত্যের বিশ্রামাগার

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিশ্রাম করিতেছিলেন নর্ত্তকীগণ
লাস্যনৃত্যে—সম্রাটের চিত্তবিনোদন
করিতেছিল

নৃত্যান্তে বরাহের প্রবেশ

বরাহ। সম্রাট!

বিক্র। জ্যোতিষার্ণব!

বরাহ। হাঁ আমি! অনধিকার প্রবেশের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—কিন্তু না এসে আমার উপায় ছিল না। সম্রাট! এক মহা সমস্যা উপস্থিত।

বিক্র। সমস্যা! কি সমস্যা জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ। ধর্ম্মাধিকরণে বিচার হচ্ছিল। বিচারপ্রার্থী ছিল উন্মাদিনী প্রায় এক নারী। সঙ্গে তার এক বিদেশী দম্পতি—পরিচয়ে প্রকাশ সিংহল হতে তারা সদ্য-আগত—ব্যবসা জ্যোতিষ-চর্চ্চা। উন্মাদিনী এসে অভিযোগ করল—উজ্জয়িনীর কালী মন্দিরের পুরোহিত তার একমাত্র শিশু সন্তানকে নরবলিদানার্থে অপহরণ করেছে। এই অভিযোগের প্রমাণ দানে আদিষ্টা হলে—সে বলল, অন্য কোন প্রমাণ নাই, সিংহলাগত জ্যোতিষী-দম্পতির গণনাতেই সে পুরোহিতের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ আরোপ করেছে। সম্রাট! জ্যোতিষ

গণনায় যদি অপরাধীর নির্দ্দেশ হয়, তবে শাসন সংরক্ষণের জন্য আমিই কি যথেষ্ট নই? সহস্র সহস্র মহামাত্য, গুপ্তচর, চৌরদ্ধরণিক, নগরপাল, শান্তি রক্ষকের তবে কি আবশ্যক!

বিক্র। অবশ্য।

বরাহ। কিন্তু কি বলব সম্রাট, ঐ অপরিচিত জ্যোতিষী-দম্পতির গণনাব উপর নির্ভর করে পুরোহিতকে বন্দী করা সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রার্থনা করায় আমি বললাম, পুরোহিতকে বন্দী না করে বন্দী কর সেই উন্মাদ জ্যোতিষীকে—যে জ্যোতিষের নামে এক মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে—

বিক্র। নিশ্চয় নিশ্চয়—। তারা বন্দী?

বরাহ। না সম্রাট। বন্দী নয় বরং—এই যে ওরাও এসেছেন—শুনুন—ওদের কাছেই শুনুন।

ধর্ম্মাধিকার ও বিভাবসুর প্রবেশ

ধর্ম্মা। জ্যোতিষার্ণব বিচারের অপমান করেছেন সম্রাট!

বিক্র। আমি শুনেছি। সিংহলাগত সেই দম্পতীকে এখনও বন্দী করা হয় নি কেন মন্ত্রীবর!

বিভা। আমাকে বলতে দিন ধর্ম্মাধিকার!

বিভা। ধর্ম্মাধিকার তাদের বন্দী করতে আদেশ দেবেন—ঠিক সেই সময় রোমাঞ্চকর এক ঘটনা ঘটল। ভীতা, ত্রস্তা হয়ে ছুটে এলেন, স্বয়ং পুরোহিতের পত্নী—বুকে তার এক শিশুসন্তান—মমতাময়ী সেই নারী ধর্ম্মাধিকারের পদতলে রাখল সেই শিশু—এবং কি বলব সম্রাট—

সত্য সত্যই দেখা গেল—ঐ শিশুই বিচার প্রার্থিনী সেই উন্মাদিনীর অপহৃত সন্তান! "মা" বলে তার বুকে গিয়ে পড়ল ঝাঁপিয়ে।

বিক্র। কি আশ্চর্য্য—তারপর? তারপর মন্ত্রী?

বিভা। বিচার সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলী সিংহলাগত জ্যোতিষী-দম্পতির জয়ধ্বনি করে উঠল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে চীৎকার করছে—পুরোহিতকে বন্দী কর—বিচার কর—বিচার কর—ঐ পুরোহিতের বিচার কর।

বিক্র। তারপর। তারপর? পুরোহিত?

ধর্ম্মা। আমি পুরোহিতকে বন্দী করবার আদেশ দিলাম—কিন্তু—কিন্তু সম্রাট—ঐ জ্যোতিষার্ণব—অনধিকার হলেও তারস্বরে সভা মধ্যে ঘোষণা করলেন, সিংহলাগত ঐ দম্পতী জ্যোতিষীই নয়। ওদের গণনা জ্যোতিষীগণনা নয়—যাদুকর যাদুকরীর ইন্দ্রজাল।

বরাহ। সহস্রবার। এবং যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি শাস্ত্র সম্মত নয়, ভোজবিদ্যা, সে সিদ্ধান্ত সত্য হলেও অশাস্ত্রিয় বলে প্রামাণ্য নয়—গ্রাহ্য নয়। সেই জন্যই শুধু গণনার উপর নির্ভর করে পুরোহিত দণ্ডার্হ নন।

বিক্র। সমস্যাই বটে। তারপর—

বিভা। বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল—তুমুল কোলাহল হতে লাগল। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা করে বিচারসভা ভঙ্গ করে আমি এদের নিয়ে এসেছি—

বিক্র। সিংহলাগত সেই দম্পতী?

বিভা। আপনার দ্বারে।—আসুন। সম্মুখে সম্রাট।

খনা।

মিহির ও খনার প্রবেশ

মিহির। সম্রাট জয়তু। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

বিক্র। আপনারা জ্যোতিষী ?

বরাহ। (উত্তেজিতভাবে) সম্রাট—সম্রাট—শুনুন সম্রাট! আমি ঘোষণা করছি—ওরা জ্যোতিষী নয়—ওরা রাক্ষস—লঙ্কার মায়াবী রাক্ষস—

মিহির। সম্রাট। সম্রাট! এ কথা মিথ্যা। আমরা ভারত-সন্তান।

বরাহ। ভারত সন্তান! ভারত সন্তান!

বিক্র। ভারত সন্তান পরিচয় যথেষ্ট নয় যুবক, ভারতের কোন্ বিখ্যাত পণ্ডিত তোমার পিতা ?

বরাহ। বল—বল—কে তোমার পিতা ?

মিহির। খনা—খনা, এখনও—এখনও কি তুমি নীরব থাকবে ?

খনা। এর অতিরিক্ত পরিচয় দিতে বর্ত্তমানে আমরা অক্ষম।

বরাহ। অক্ষম! পিতৃ-পরিচয় দিতে অক্ষম। হাঃ হাঃ, হাঃ সম্রাট শুনলেন ?

মিহির। খনা—খনা—

খনা। ছিঃ মিহির!

বরাহ। অথচ এদের গণনার উপর নির্ভর করেই—পুরোহিতের ন্যায় মহা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে—ঐ ধর্ম্মাধিকার—

ধর্ম্মা। হাঁ সম্রাট, আমি সত্য ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারি না—আমার বিচার যদি বিচার বলে গ্রাহ্য হয—তবে আমার বিচারে পারিপার্শ্বিক ঘটনামূলে পুরোহিতই অপরাধী—এবং বিরুদ্ধরূপ

প্রমাণিত না হওয়া পর্যান্ত শাস্তি তার আজীবন কারাবাস। এবং এই নবাগত যুবকের অদ্ভুত গণনা সাহায্যে সন্তান-হারা এক নারী ফিরে পেয়েছে এক সন্তান—যাকে হারিয়ে সে হয়েছিল উন্মাদিনী। বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ধর্ম্মাধিকার আমি—আমি সম্রাট-সম্মুখে সানন্দে তোমাকে দিচ্ছি এই জয় পত্র—

বরাহ। সম্রাট! সম্রাট!

বিক্র। দাঁড়ান ধর্ম্মাধিকার। আপনার বিচার অবশ্যই গ্রাহ্য। কিন্তু আপনার বিচারের বিরুদ্ধে—উর্দ্ধতন ধর্ম্মাধিকরণ, সম্রাটের সমীপে প্রতিবাদ হওয়ায় বিচার করছি আমি। বিচারে গণনার স্থান নাই —বিচার প্রমাণ সাপেক্ষ্য। সত্য বটে পুরোহিতের গৃহে পাওয়া গেছে সেই অপহৃত শিশু—কিন্তু শুধু তাতেই প্রমাণ হয় না—যে ঐ শিশু অপহরণ করেছিল পুরোহিত। বিশেষ জ্যোতিষার্ণব বরাহের মতে যখন এই গণনা অশাস্ত্রীয়—তখন এই গণনাকে আমরা ভোজবিদ্যা বা রাক্ষসীর ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কোন আখ্যা দিতে পারি না। আমার বিধানে ঐ জয় পত্র জ্যোতিষার্ণব বরাহের। শোন সিংহলাগত দম্পতি! তোমাদের গণনার ফল জয়যুক্ত হলেও যেহেতু তোমরা সিংহলাগত, যেহেতু তোমরা পিতৃ-পরিচয় দিতে অস্বীকৃত—তজ্জন্য —তজ্জন্য বিপরীতরূপ প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার বিধানে তোমরা লঙ্কাবাসী মায়াবী রাক্ষস।

খনা। কিন্তু সম্রাট—

বিক্র। না মা, সম্রাটের বিধান প্রতিবাদের নয়। আমার রাজ্যে মায়াবীর স্থান নেই। স্থান হতে পারে—যদি কেউ দয়াপরবশ হয়ে

তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কে গ্রহণ করবে, তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব ?

খনা। (বরাহের প্রতি) প্রভু। প্রভু। দয়া করে অবহিত হ'ন প্রভু! আপনার পদতলে বসে ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা করব এই অদম্য কামনা নিয়েই আমরা এসেছি—সুদূর এই ভারতে! আমাদের আশ্রয় দিন—আপনার পদতলে আমাদের আশ্রয় দিন—

বরাহ। এ কি বলছ! এ কি বলছ মা ?

খনা। যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দয়া করুন—দয়া করুন প্রভু।

বরাহ। তাইত!

বিক্র। মায়াজাল প্রসারিত! সাবধান জ্যোতিষার্ণব।

বরাহ। সত্য—সত্য—অতি সত্য। মায়াজাল। মায়াজাল! না মা—আমি পারব না। তোমাদের কামনা পূর্ণ করতে আমি পারব না—না—না—না—

খনা। আপনার পায়ে পড়ছি—আপনার পায়ে পড়ছি—

বিক্র। হাঃ হাঃ হাঃ

বরাহ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) সাবধান।

খনা। বটে! উত্তম। স্বামী—

মিহির। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সুবিশাল রাজ্যে বিদ্যার্থী এই দুইটী প্রাণীর স্থান নেই। সত্য সত্যই কি তুমি বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যোৎসাহী বিক্রমাদিত্য—

বিক্র। ক্রন্দনে অথবা ভর্ৎসনায় বিক্রমাদিত্য তার কর্ত্তব্য পথ হতে বিচলিত হয় না।

খনা। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র, একটি নিবেদন আছে। অতি ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র নিবেদন—

বিক্র। বল মা—

খনা। জ্যোতিষার্ণব বরাহের নিকট আমার একটি কথা বলবার আছে—একটি মাত্র কথা—কিন্তু বলব আমি তা—গোপনে।

বরাহ। না—না—

খনা। মাত্র একটি কথা—একটি কথা—

বরাহ। না—না—আমি গোপনে কোন কথা শুনতে অসম্মত—

বিক্র। হাঃ হাঃ হাঃ · জ্যোতিষার্ণবের রাক্ষস-ভীতি উপভোগ্য সন্দেহ নাই।

খনা। উত্তম। তবে আমি প্রকাশ্যেই বলছি। জ্যোতিষার্ণব···

মিহিরকে তাহার সম্মুখে লইয়া গিয়া

ইনি আমার স্বামী। সত্য সত্যই কি এঁকে সিংহলবাসী মায়াবী বলে মনে হয়? দেখুন দেখি এঁর মুখের দিকে চেয়ে!

বরাহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন

খনা। এস স্বামী চলে এস। (গমনোদ্যত)

বরাহ। দাঁড়াও—শোন—

খনা। একটি কথাই বলব বলেছিলুম, বলা তো তা হয়েছে।

বরাহ। না—না—(মিহিরকে ধরিয়া) তোমার বয়স?

খনা। যাদের একটি কথা শুনতেই আপত্তি—দ্বিতীয়বার কথা কইবার তাদের সাহস নাই জ্যোতিষার্ণব!

খনা।

বরাহ। তুমি বল—তুমি বল—তোমার বয়স ?

মিহির। বিশ বৎসর।

বরাহ। বিশ বৎসর! বিশ বৎসর!

বিক্র। কি হ'ল জ্যোতিষার্ণব ?

বরাহ। এঁ্যা—না ভাবছিলুম : হাঁ ভাবছিলুম—ভাবছিলুম—এই যে এরা নিতান্ত বালক বালিকা—হা নিতান্ত অসহায—এদেব নির্ব্বাসিত কবলে—বিদেশে—হাঁ অপরিচিত দেশে—নির্ব্বাসিত হলে এদেব দুঃখের সীমা থাকবে না—এটা বিবেচনাব কথা বটে সম্রাট!

বিক্র। বুঝলুম—বুঝলুম জ্যোতিষার্ণব—

বরাহ। (বিরক্ত হইয়া) কি বুঝলেন সম্রাট ? যাই বুঝুন—এটা স্বীকাব কবতেই হবে—যে রাক্ষসীব জ্যোতিষ অশাস্ত্রীব—হা অশাস্ত্রীয সন্দেহ নাই, কিন্তু, সেটাও জ্যোতিষ—সেটাকে আলোচনা কবে দেখতে দোষ কি! আপনাবা হাসছেন, হাসুন—কিন্তু আমি হাসতে পাবছি না—আমি হাসতে পাবছি না। তোমরা থাকবে। সম্রাট, আমি এদের বুঝতে চাই, জানতে চাই, এরা কে ? কে এবা! কেউ যদি তোমাদের আশ্রয না দেয় আমি আশ্রয দিলুম। এস—তোমবা আমার অতিথি। এবং—এবং সত্যই যদি তোমাবা আমার শিষ্যত্ব চাও—জানি না তাতে কার দর্পচূর্ণ হচ্ছে—কিন্তু সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম সানন্দে—সানন্দে।

মিহির ও খনা বরাহ চরণে প্রণত হইল। বরাহ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ববাহেব বাসভবন

অন্তঃপুরের একাংশ। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। অন্য পার্শ্বে সুবিস্তৃত অলিন্দ। বসন্ত সন্ধ্যা। একটি চ্যুত-লতিকা বসন্ত সমাগমে নব পুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়া মলয পবন সংযোগে মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। প্রসাধন-রতা মদনিকা। মদনিকার সখিগণ তার জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাঙ্গণটিকে নৃত্যে ও সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে

—গান—

দেবাশীষে আজ বেঁধেছে কবরী, ঘিযেব প্রদীপে নয়ন কালো—
জনম তিথিবে সফল করিতে—ঐ চোখে শুভ প্রদীপ জ্বালো।
অগুরু গন্ধে শুভ্র এ মন—
শঙ্খ করিছে শুভ আলাপন
শুভ্র ললাটে চন্দন-বেখা—এ নব তিথিতে সাজিবে ভালো।

প্রস্থান।

নিপুণিকা। নাও, এইবার জন্মদিনের শেষ উৎসবটি হোক্। শোন সখি, তোমার এই জন্মদিনে তোমার মনের কথাটি আমাদের বল—শুনে খুসী হযে ঘরে যাই—

মদনিকা। বলব ভাই, কিন্তু আমি মুখে বলতে পারব না—

সখিগণ। তবে ?—

মদনিকা। আমি লিখে দিচ্ছি—

পদ্মের চারটি পাপড়ি ছিঁড়িয়া তাহাতে একে একে কাজল-লতা সহকারে চন্দন যোগে কি লিখিযা তরলিকার হাতে দিল—তরলিকা তাহা একে একে চারি সখির হাতে দিয়া আসিল—

মদনিকা। এইবার পড—

নিপুণিকা। "কা"

চতুরিকা। "ম"

মালবিকা। "ন্দ"

বাসন্তিকা। "ক"

নিপুণিকা। কি না—"কামন্দক"! তোমার পেটে এত! গিযে বলছি ঠাকুরকে—মনের ঠাকুরটিকে গিযে বলছি—আযরে আয—ঠাকুরের সন্দেশ নিবি তো আয়!

মদনিকা ও তরলিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

তর। ধন্য তোর জন্মদিন! বসন্তের কি সুন্দর সন্ধ্যা! মানিনী, ঐ চ্যুত-লতিকার দিকে চেয়ে দেখ। বসন্ত সমাগমে নব-কুসুমিতা ঐ মানিনীকে মলয়ানিল দোলা দিচ্ছে। মানিনী সোহাগে কাঁপ্‌ছে।

—গান—

আসিল মলয়-অনীল, দিল সে কুঞ্জে হানা—
হব তোর বাতের সাথী, লতা, না কর মানা!
সম্মুখে আঁধার নিশা
হে সখি, হারাই দিশা
তোমারি বুকের মাঝে সুখনীড় আছে জানা।

বহু পথ একা চলে আজিকে আমি অবশ আমি
দেখিব সুখের স্বপন, কাটাবো মধুর যামি
সরমে নরম লতা
কহে না মরম কথা—
তনুতে কাঁপন লাগে মুখে কয় না—না—না—!

গানের ভিতরেই পুঁথির বোঝা হস্তে কামন্দক প্রবেশ করিল

কাম। কালিদাস—কালিদাস—

তব। অর্থাৎ ?—

কাম। "ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্তমলযাৎ
তদেকাং তৎগেহে বিনয়রতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণেত্যুক্তা নব কুসুমিতা চ্যুত-লতিকা
ধুনানা মূর্দ্ধনি নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥"

অর্থাৎ…সন্ধ্যা সমাগত, বহুদূর মলয় পর্ব্বত হ'তে আমি এসেছি—ওগো বিনয়বতী, আজ একটি রাত্রি তোমায় গৃহে যাপন করতে

অভিলাস করছি—সমীরণের এই বাক্যে নব-মুকুলিতা, কিনা—নব পুষ্পিতা চ্যুত-লতিকা মাথা নেড়ে বলছে, না, না, না। তিনবার কেন না বলছে জান কি ?

তর। আমি কি জানি। কিন্তু কেন বলুন ত ?

কাম। আজ না, কাল না, পরশু না, এই তিন দিন না...এ কালিদাসের কবিতা—এ কবিতাও যদি না জান—তবে তুমি জান কি ?

মদ। ও যা জানে· তা আর কেউ জানে না !

কাম। অর্থাৎ ?

তর। অর্থাৎ · অর্থাৎ · অর্থাৎ চুল বাঁধতে জান ?

কাম। বাঁধতে জানি না কিন্তু কেন বাঁধ তা জানি।

মদ। অর্থাৎ ?

কাম। যাতে নম্মথসমরে রণকৃতাং সৎকার মাতন্বতী
বাসেদাজঘনে সুপীন কুচয়োর্হারাবং কটৌ কিঙ্কিণী
তাম্বূলস্থ চ বীটিকাং মুখবিধৌ হস্তেরণৎ কঙ্কণং।
পশ্চাদবর্ত্তিনী কেশপাশ নিচয়ে যুক্তংহি বন্ধক্রম ॥

মদ। অর্থাৎ ?

কাম। অর্থাৎ আমি না ··কবি কালিদাস বলেন—সুন্দরী মন্মথ-সমরে জয়লাভ করে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে যুদ্ধ সময়ে যে যেরূপ সাহায্য দান করেছিল, তাদের তদুপযুক্ত উপহার দান করলেন—কটিকে দিলেন কিঙ্কিণী, স্তনে দিলেন হার, নিতম্বকে দিলেন মেখলা, বদনে দিলেন তাম্বুল, হস্তে দিলেন বলয়···শুধু কেশপাশ কোন উপহার পাবে না। কেন না যুদ্ধের সময় সে পশ্চাৎবর্ত্তী হয়েছিল। অতএব—

তব। অতএব ?

কাম। (তবলিকাকে) বাঁধ এই চুল। আমরা কিছু বুঝি না ?

মদ। ভাবি তো বুঝেছেন !

কাম। তবে হাঁ, আবার এমন সব ব্যাপারও আছে যা একেবারে বুঝি না।

তব। সত্যি না কি ?

কাম। যেমন "কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।"

তব। অর্থাৎ ?

কাম। অর্থাৎ হে সুন্দরী ! পুষ্পের উপর পুষ্পের উৎপত্তি হয় কোন দিন দেখি নি, শুনিও নি। কিন্তু—

মদ। কিন্তু—

কাম। "বালে। তব মুখাম্বুজে কথমিন্দিবরদ্বয়ং॥

—হে বালা ! তোমার বদন-রূপ কমলের উপর নয়ন-রূপ দুই দুইটি নীল-পদ্ম। বোকার মত শুধু চেয়েই দেখি। কিন্তু অর্থ যে ওর কি কিছুই বুঝি না।

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। কি বোঝ না কামন্দক ?

কাম। কালিদাসের কবিতা।

ধরণী। কিন্তু উনি বলেন, তুমি কালিদাস নিয়েই অস্থির। জ্যোতিষে তোমার মনোযোগ নেই।

কাম। গুরুর কৃপায় জ্যোতিষ আমার করকবলিত। দুঃখ এই যে কেউ আমায় প্রশ্ন করে না।

তর। (হাত মুঠা করিয়া সম্মুখে আসিয়া) বলুন , আমার হাতে কি ?

ধরণী। নাও এবার তোমার দুঃখ দূর হ'ল কামন্দক।

কাম। (মনে মনে বিড় বিড করিতে লাগিল। আকাশের দিকে তাকাইল। ভূমিতে রেখা টানিল। পরে বলিল) প্রাণী ! জীবিত।

তর। তারপর ?

কাম। (পূর্ব্ববৎ) চতুষ্পদ।

তর। চতুষ্পদ। তারপর ?

কাম। (পূর্ব্ববৎ) শুঁড আছে।

তর। হাঁ আছে। নাম বলুন।

কাম। হাতী, হাতী। হাতী না হয়েই যায় না। চতুষ্পদ এবং শুঁড আছে। খোল হাত।

তর। সাবধান ! হাতীটা যদি উড়ে পালায ?

কাম। সে কি ! হাতী উড়্‌বে ?

তর। যে হাতী হাতেব মুঠোয় ধরে বাখা যায, সে হাতী বন্ বন্ করে ওড়ে !

কাম। কই দেখি ! (তবলিকা মুঠা খুলিযা কামন্দকের নাকেব কাছে ছাড়িয়া দিল—কামন্দক তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিযা) এ কি ! মশা ? কিন্তু তা হলেও চতুষ্পদ·· শুঁড় আছে। ছোট হাতী, ছোট হাতী বলেছি কিনা—

ধরণী। বেঁচে থাক বাবা ! মদনিকার জন্মদিনে মিহির ও খনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। তারা আসছে। এই সময়টায় তুমি—

তর। না·· বরং উনি থাকলে আমাদের সময়টা কাটবে ভাল।

কাম। তাদের নিমন্ত্রণ হয়েছে? কে নিমন্ত্রণ করেছে?

ধরণী। প্রভু স্বয়ং। ওদের ব্যবহারে তিনি ভারী প্রীত হয়েছেন। ওদের দেখে যত মুগ্ধ হচ্ছেন, ততই বিরক্ত হচ্ছেন তোমার ওপর। তুলনায় তুমি বড়ই নীচে নেমে যাচ্ছ কামন্দক।

কাম। মায়া। মায়া!—রাক্ষসী মায়া। গেল, সব গেল! হয়ত এখনও সময় আছে। কোথায় প্রভু?

ধরণী। প্রভু যথাস্থানেই আছেন। সেজন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি বরং—

তর। আঃ ছোট হাতী গুলোর কি অত্যাচার! ওদের তাড়াবার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?

কাম। করছি। মারণ যজ্ঞ। দেখ—

প্রস্থান

তরলিকা মদনিকার গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল

মদ। গণনায় না হয় একটু ভুলই হয়েছে, তাই বলে ওকে অতটা অপদস্থ করা আমাদের উচিত হয় নি তরলিকা—

ধরণী। হাতের মুঠোয় হাতী আছে যে ভাব্‌তে পারে, তাকে অপদস্থ করার ক্ষমতা কারও নেই মা! আমি শুধু ভাবি ঐ খনার কপাল। কি বরই পেয়েছে!

মদ। খনার কপাল তোমার না ভাব্‌লেও চল্‌বে মা।

ধরণী। তোর কপালের কথা ভাব্‌তে গিয়েই তো তার কপালের কথা মনে জাগে। যাই বল মা, মিহিরের কথা যতই শুন্‌ছি, ঐ কামন্দককে—

মদ। জ্যোতিষ আমি ঘৃণা করি মা, ঘৃণা করি। আসুন মিহির, কাব্য আর কবিতা নিয়ে দু-চারটা প্রশ্ন কি আমিই করব না!

তন্ন। সখি, তিনি এলেই সেই প্রশ্ন·· চুল বাঁধি কেন?

ধরণী। চুল বাঁধি কেন এও আবার একটা প্রশ্ন নাকি? হাঁ ভাল কথা—সম্রাট তোর জন্মদিনে ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী উপহার পাঠিয়েছেন··· সেই শাড়ী পর্‌বি আয়।

সকলের প্রস্থানোদ্যোগ। এমন সময় একগুচ্ছ ফুল হস্তে ভৈরবের প্রবেশ।
ভৈরব অতি যত্নে মদনিকার সম্মুখে ফুলগুচ্ছ ধরিল

মদ। আচ্ছা, একে কে ফুল আন্‌তে বলেছে? জন্মদিনে একটা শুভকার্য্যে যাচ্ছি সম্মুখেই এই অযাত্রা।

ধরণী। ফুলগুলি ত বেশ! নে মদনিকা! ঘরের লোক কি অযাত্রা হয়?

মদ। তুমি জান না মা, ওকে দেখলেই আমার গা শিউরে ওঠে। তখনি একটা না একটা কিছু অনর্থ ঘটে।

ভৈরবকে এড়াইয়া সকলের প্রস্থান। ভৈরব ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার হাত হইতে ফুলগুচ্ছ পড়িয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মত বরাহের প্রবেশ,
ভৈরবের কাছে গিয়া—

বরাহ। (চাপা গলায়) আমি পরাজয় স্বীকার করছি। আমি—আমি —বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন আমি—ঐ সিংহলাগত যুবক-যুবতীর কাছে পরাজয় স্বীকার করছি। আমি স্বীকার করি, আমার চেয়ে ওদের জ্যোতিষের জ্ঞান লক্ষ গুণে বেশী। ওদের যা শক্তি·

তা, আমার কল্পনাতীত। আমার ইচ্ছা হয়, আমার কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে—নবরত্ন সভাতেও নয়, বিশ্বসভায় আমি এ কথা ঘোষণা করি। জগতের সকল জ্যোতিষী মিলে ঐ দেব-দম্পতীকে পূজা করি—দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করি—কে কোথায় অবিশ্বাসী আছ, এইবার এস—আমরা মূর্খ · তোমাদের সংশয় দূর করতে পারি নি, কিন্তু এইবার এস দেখি! আমার ইচ্ছা হয় ভৈরব, আমি ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলি, আমি কিছু জানি না · কিছু না। যেটুকু শিখেছিলাম, এতকাল তারই দর্পে আর এক পদ অগ্রসর হই নি। তোরা আমায় দয়া কর.. দয়া ক'রে আমায় শিক্ষা দে—শিক্ষা দে—

ক্ষণকাল কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই
হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন

এই কথা আমি বল্‌তে পারি? আমি বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী-শ্রেষ্ঠ বরাহ—আমি—আমি এই কথা বল্‌তে পারি? (হাসিয়া উঠিলেন—হঠাৎ যেন ভৈরবকে দেখিয়া তাহার প্রতি বজ্রনির্ঘোষে) আমি তোমাকে কি বলেছি? বল—বল—

ভৈরব কিছুই বলিতে পারিল না

বরাহ। (হাসিয়া উঠিলেন) ভৈরব। প্রভুভক্ত, মূক ভৃত্য আমার! যা বলেছি...সাক্ষ্য নেই—কেউ তার সাক্ষ্য নেই। ভৈরব! ভৈরব!

খ্রান্না

আমার ইচ্ছা হয়, ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন একখানা ছুরি ওদের বুকে—

কল্পনায় তাহাদিগকে ছুরিকাঘাত করিতে গিয়া ভৈরবকে দেখিয়া চমকিত হইয়া তাহার নিকট পরম অপরাধীর মত

না, না, না আমি না।

ভৈরব সান্ত্বনা দিবার জন্য পদসেবা করিতে লাগিল, যখন বুঝিলেন তাহার সম্মুখে ভৈরবই আর কেহ নহে তখন বরাহের স্বপ্নভঙ্গ হইল

ও তুই? ভৈরব? সংবাদ কি? তোর মা কোথায়? মদনিকা কই? তরলিকা? তোমরা কোথায়?

ভৈরবের প্রস্থান

মিহির আর খনা কিন্তু রওনা হ'য়েছে। তোমাদের আয়োজন সব—

ধরণী, মদনিকা এবং তরলিকার প্রবেশ।

মদনিকা বিচিত্র সাজে সজ্জিতা

ধরণী। সব প্রস্তুত। কিন্তু কই, তারা কই?

বরাহ। তারা রওনা হয়েছে—

ধরণী। তোমার সঙ্গে তারা এল না কেন?

বরাহ। এক সঙ্গেই রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু পথে—

ধরণী। পথে কি হ'ল?

বরাহ। অজস্র লোক জমে গেল। যত সব অসভ্যের দল।

ধরণী। পথেও লোক ভাগ্য গণনার জন্য ধরবে? পথেও কি তোমার মুক্তি নেই?

বরাহ জোর করিয়া কথাটা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে

বরাহ। তাতে তোমার কি?

ধরণী। আমার আর কি? আমার তাতে বরং গর্ব্ব, কিন্তু—

মদ। লোকেরা কি তাঁদের পথ বোধ করেছে? তাঁরা কোথায়? তাঁদের এত দেরী কেন?

বরাহ। আমি জানি না।

ধরণী। তারা হয়ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না, তাই বিলম্ব হচ্ছে। তা, তুমি গিয়ে না হয় তাদের উদ্ধার ক'রে আন! রাত্রি যে ক্রমেই গভীর হ'য়ে আস্‌ছে!

বরাহ। প্রয়োজন থাকে তুমি যাও, আমি পার্‌ব না।

নিস্তব্ধতা

ধরণী। এই ঘরে তাদের শোবার ব্যবস্থা করেছি। আমি নিজেই এ ঘর আজ সাজিয়েছি। আজ ওরা আস্‌বে শুনে শুধু মনে হচ্ছে ...এ যেন আমারই ছেলে...বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আন্‌ছে। কেন যেন শুধু মনে হচ্ছে—ঐ মিহির—ও কেন আমার গর্ভে জন্ম নিল না?

ধরণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সাভিমানে

মদ। মা!—

ধরণী। কি মা? ও কথা শুনে তোর বুঝি অভিমান হ'ল?

[illegible]। ছি মা, তুই—তুই-ই যে আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক। (বরাহকে) আজ ওর জন্মদিনে তুমি ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

মদ। বাবা।

বরাহকে প্রণাম করিল

বরাহ। ওঃ!

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ কণ্ঠ হইতে বাহির হইল

ধরণী। তুমি পিতা, আজ ওর জন্মদিনে ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

বরাহ। ভৈরব! ভৈরব!—

ধরণী। ভৈরবকে আবার এখন কি প্রয়োজন? এই শুভ মুহূর্ত্তে—

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ

মদ। (ভৈরবকে) আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।

ভৈরব পিছাইয়া গেল

বরাহ। (মদনিকাকে) কেন?

মদ। (প্রায় কাঁদিয়া) আমি জানি না—আমি জানি না!

ধরণী। পিতা যখন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করবে তখন ও কেন? কতবারই ত তোমাকে বলেছি—মদনিকা ওর চেহারা দেখেই শিউরে ওঠে। ওকে দেখলেই—

মদ। আমার ভয় হয়। মনে হয় ও একটা দৈত্য। (বরাহকে) ওর আচরণ ত জান না তুমি, পারে ত আমায় গ্রাস করে।

বরাহ। ভৈরব!

নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত

মদ। মা!—

ধরণীর প্রতি অভিযোগসূচক দৃষ্টিতে

ধরণী। (বরাহের প্রতি) তবু? তবু?

বরাহ। ভৈরব।

ভৈরব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, মদনিকাকে

আজ তোমার এই জন্মদিনে ওকে প্রণাম কর মদনিকা!

মদ। প্রণাম।! ওকে?

ঘৃণায় মুখ ফিরাইল

বরাহ। ও তোমার যেমন হিতাকাঙ্ক্ষী, তেমন তোমার আর কেউ নাই, আমিও না—তোমার এই মাতাও নয়।

ভৈরব ইঙ্গিতে জানাইল প্রণামের প্রয়োজন নাই। প্রণাম সে চায় না। সে এক হাতে চোখের জল ঢাকিয়া অন্য হাতে মদনিকাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল

ধরণী। (বরাহকে) তুমি ওকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে না ?

বরাহ। জগতের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ও লাভ ক'রেছে। মা।—

মদনিকা প্রণাম করিল

দীর্ঘ জীবন লাভ কর, পিতাকে সুখী কর।

ধরণী। মাতার কথাটা বাদ গেল কেন ? (হাসিয়া) কি স্বার্থপর তুমি !

নেপথ্যে কোলাহল

ও কিসের কোলাহল ?

বরাহ। তারা আস্‌ছে।

ধরণী। আমি আহারের আয়োজন কর্‌ছি। তোমরা ওদের নিয়ে এস।

ধরণীর প্রস্থান। বরাহ ও মদনিকা বাহিরে চলিয়া গেলেন।
বাহিরে কোলাহল :—

নেপথ্যে। "আমার কি হবে দেবী ?"
"সমুদ্র যাত্রা তবে আমার হবেই ?"
"আমার বৌ মর্‌বে, সে কি ?"
"কলার চাষ এই মাসে ?"
"আমার সন্তান হবে একুশটি ? আরে সর্ব্বনাশ !"
"গুপ্ত ধনটা কোথায় ? বল দেবী ?"

বহুকণ্ঠে। "কখন যাত্রা কর্‌লে শুভ হয় ?"

নেপথ্যে খনা। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা
রবি গুরু মঙ্গলে ঊষা
আর সব ফাসা ফুসা

বহুকণ্ঠে উহার পুনরাবৃত্তি হইল

উত্তেজিতভাবে বরাহের প্রবেশ

বরাহ। অশাস্ত্রীয—নিতান্ত অশাস্ত্রীয।

পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিহিরের প্রবেশ

মিহির। কি অশাস্ত্রীয় আচার্য্য ?

বরাহ। খনা দেবী যেরূপ যাত্রার শুভলগ্ন নিরূপণ করছেন—"মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা,—যথা ইচ্ছা তথা যা।" যদি তখন মঘা, কিম্বা অশ্লেষা—কিম্বা ত্র্যহস্পর্শ হয়—তবু ?

মিহির। হাঁ, তবু মঙ্গলবারের নিশাবসানে ঊষাকালে, বুধবারের প্রারম্ভে, যদি যাত্রা করা যায়, সে যাত্রা পরম শুভ।

বরাহ। আর্য্য ঋষিগণ কি মূর্খ ছিলেন ? অথবা ঘুম ভাঙ্‌তো মধ্যাহ্নে, ঊষার সন্ধানই তাঁরা পান নি ?

মিহির। তথাপি ঊষার মাহাত্ম্য লোপ হবে বলে মনে হচ্ছে না। বাহিরের ঐ যত লোক এসেছে, সবাই খনা দেবীর বচন অনুযায়ী যাত্রা করে সফল মনোরথ হয়েছে, ওই বচন লিখে নিচ্ছে।

মদনিকার প্রবেশ

মদ। (বরাহকে) দিদিকে বাঁচাও বাবা! (মিহিরকে) না হয় আপনিই যান। এ কি অত্যাচার! এক মুহূর্ত্তের অবসরও কি ওর মিল্‌বে না?

বরাহ। কি হ'য়েছে মা?

মদ। তা কি দেখ্‌ছ না বাবা? রাজ্য শুদ্ধ লোক এসে যে খনা দিদিকে পাগল ক'রে তুল্‌ল! কারও প্রশ্ন, পেটে কি আছে? ছেলে না মেয়ে? কলার চাষ কোন্‌ মাসে? গুপ্ত ধনটা কোথায়? এমনি সব কত প্রশ্ন? রক্ষা কর বাবা, তুমি গিয়ে দিদিকে রক্ষা কর।

বরাহ। আচ্ছা মা, আমি যাচ্ছি—

হাসিমুখে বরাহের প্রস্থান

মদ। আমি শুধু ভাব্‌ছি, দিদি কি ক'রে হাসিমুখে এই অত্যাচার সহ্য করে?

মিহির। হাঁ, ও পারে। কিন্তু আমি পারি না।

মদনিকা ও মিহিরের বাহিরে প্রস্থান

নেপথ্যে বরাহ। কার কি গণনা আছে বল?

নেপথ্যে জনতা উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিল

নেপথ্যে বরাহ। মা-লক্ষ্মী আমার গৃহে অতিথি। তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে দাও। কার কি গণনা আছে আমায় বল!

নেপথ্যে জনতা। আমরা আর ঠক্‌ছি না। বরং কাল এসে মা-লক্ষ্মীর পায়ে পড়্‌ব। চল হে চল—

নেপথ্যে বরাহ। আমি কি তোমাদের ঠকিয়েছি ?

নেপথ্যে জনতা। মা-লক্ষ্মীর গণনা দেখে এখন তাই মনে হচ্ছে ঠাকুর !

নেপথ্যে বরাহ। বটে! বটে!

নেপথ্যে খনা। তোমরা অবোধ, তাই ঐ মহাপুরুষের মর্য্যাদা জান না। ঐ মহাপুরুষের চরণ তলে শিক্ষা লাভের আমরা যোগ্য নই।

নেপথ্যে জনতা। তোমার মা এ অনর্থক বিনয়! শোন মা—

নেপথ্যে খনা। তোমাদের কথা শুন্‌লেও পাপ হয়।

বরাহ, খনা, মিহির ও মদনিকার প্রবেশ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ জনতা ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল

খনা। (বরাহের নিকটে গিয়া) দেব! ওরা অবোধ, ওদের ক্ষমা করুন! আমায়ও ক্ষমা করুন!

ইহাতে জনতার মধ্যে কেহ বলিয়া উঠিল

"আহা মার কি বিনয়!"

খনার মুখ খানা সহসা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। একটা অব্যক্ত যাতনায় দুই হাতে মুখ খানা চাপিয়া ধরিল

খনা। ওঃ!

মিহির। কি বিড়ম্বনা! কে জান্‌ত এমন হবে! মহাপুরুষের এই অসম্মান আর ত দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারি না খনা!

খনা। চল, চল, আমায় এখান হতে নিয়ে চল—

জনতার মধ্যে কেহ। আমরাও তবে নিশ্চিন্ত হই। মহাপুরুষের মতিভ্রম

খনা।

হ'তে কতক্ষণ? এস মা শিগ্‌গীর এস—এই রাত্রি যোগে এই নেমন্তন্নের কথাটাই আমাদের ভাল লাগ্‌ছে না।

মদ। (মহা ক্রোধে) ভৈরব! ভৈরব!

ছুটিয়া ভৈরবের প্রবেশ

বাহিরের ঐ লোকগুলোকে—

বরাহ। (ভৈরবকে) না—

ভৈরব মদনিকার ইঙ্গিত মাত্র জনতার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল।
বরাহের আদেশে ক্ষান্ত হইল বটে কিন্তু জনতা
ভয়ে ছুটিয়া পালাইল

(খনাকে) যাও মা, ওদের নিরাশ করো না, ওদের কাছে যাও।

খনা। বাহিরের ঐ নরকে আমাদের তাড়াবেন না। আপনার চরণে আমাদের আশ্রয় দিন্ দেব।

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। তোমাদের গল্প কি ফুরুবে না? খাবার যে ঠাণ্ডা হ'যে গেল।

খনা। মা!

কাঁদিতে কাঁদিতে ধরণীকে জড়াইয়া ধরিল

ধরণী। এ কি মা, কাঁদছ নাকি?

খনা। না মা, হাঁ মা, ক্ষিদে পেয়েছে, কাঁদব না? শীগ্‌গীর চল, খেতে দাও।

মদ। ধন্যি মেয়ে! (মিহিরকে) আসুন!

মিহির। (বরাহকে) চলুন!

ধরণী। ওঁর খাবার সময় এখনও হয় নি। সে সেই দুপুর রাতে। তোমরা এস।

বরাহ। না—না—চল আমি যাচ্ছি। তোমাদের আহার দেখ্‌ব।

ধরণী। না—না—তুমি গণনাই কর। নইলে কাল সকালে লোক এসে তোমার মাথা খাবে। (মিহির ও খনার প্রতি) একটুও সময় যদি পান! বড় হওয়ার এ যে কি বিপদ, যখন হবে বুঝ্‌বে।

বরাহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অন্যদিক হইতে একজন লোককে ধরিয়া লইয়া কামন্দকের প্রবেশ

কাম। পালাবে কেন? ভয় কি? কি শুণ্‌তে হবে বল। দেখছ না সম্মুখে সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্য।

লোক। আমি অনেক দূর দেশ হতে এসেছি মশাই! শুন্‌লাম, এখানে এলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সেই আশায় কষ্টকে কষ্ট মনে করি নি, অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করেছি। কিন্তু এখানে পৌঁছেই দেখ্‌লাম, বহু লোক প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—

কাম। ওদের ফাঁড়া আছে কিনা। প্রভুর গণনা শুনেই সবাই দৌড়ে পালাল—

লোক। তবে ত আরও বিপদ। শুনেছি সর্প দংশনে আমার মৃত্যুযোগ আছে। ফাঁড়া যদি সত্য হয়, কি হবে? আমার যে বাতব্যাধি! পালাতে ত পারব্ না!

কাম। পালাবে কেন? গ্রহশান্তি—অব্যর্থ। অব্যর্থ। দক্ষিণা তিন রজতমুদ্রা। সদ্য ফলপ্রদ বিশেষ গ্রহশান্তি—দক্ষিণা নব সংখ্যক রজত-

মুদ্রা। এবং···বা—রা—হী কবচ সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন সর্ব্ব ভয় প্রশমন· সর্ব্ব সিদ্ধি সংঘটন—দক্ষিণা অষ্টদশ রজতমুদ্রা। যজ্ঞও কর্‌তে পার—সর্পযজ্ঞ! জন্মেজয় করেছিল, শোন নি?

লোক। না শুনি নি। কিন্তু শুনেছি ঐ প্রভুর অদ্ভুত গণনা। তাই কোন দিন, কোথায়, কি অবস্থায়, কোন দণ্ডে, কোন পলে, কোন অনুপলে, সেই কালসর্প—

চমকিয়া সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

কাম। এত ভয় কেন? সম্মুখে দেবতা।

লোক। দেবতা জেনেই জান্‌তে এসেছি—কবে, কোথায়, কখন, কোন দণ্ডে, কোন পলে, কোন বিপলে, সর্প আমায় দংশন কববে? ফাঁড়াটা বহু জ্যোতিষীকে দিয়ে গুণিয়েছি। কারও সঙ্গে কারও গণনা মেলে না। কেউ বলে আজ কাল, কেউ বলে বিশ বৎসর পর, কেউ বলে এখনও ত্রিশ বৎসর বাকী। কেউ বলে আমার মরবার পর সেই ফাঁড়াটা! অবশেষে শুন্‌লাম বিক্রমাদিত্য রাজসভায় অপহৃত শিশুর উদ্ধারের সেই অলৌকিক কাহিনী। নব-রত্নের অন্যতম রত্নরূপে পরিচিত বরাহকে মূর্খ প্রতিপন্ন ক'রে (বরাহকে দেখাইয়া) ঐ সিংহল দেবতার অত্যাশ্চর্য্য গণনা। (হঠাৎ) আমার মা কোথায়? খনা মা?

কাম। আছেন, আছেন, ভাত রান্না করছেন। সাবধান, কোন বাজে কথা নয়। দেখ্‌ছ না প্রভু ধ্যানমগ্ন! দর্শনী আমার হাতে দিয়ে তুমি গিয়ে শুধু বল—প্রভু! সাপে আমাকে কবে খাবে? ব্যস্ আর কোন কথা নয় · দর্শনী?

লোক। (দর্শনী দিবার ভাণ করিয়া হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া বরাহের চরণ ধরিয়া) প্রভু! আমি আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বেই কপর্দ্দকহীন হয়ে পড়েছি। সূর্য্যদেব নিতান্ত যে গরীব তাকেও আলো দিতে কার্পণ্য করেন না। আমাকেও আপনি তেমনি দয়া করুন দয়া করে আপনার মিহির নাম সার্থক করুন।

বরাহ। আমার নাম মিহির!

লোক। আপনার নাম আজ কে না জানে? সিংহল হ'তে যে দিন—

বরাহ। তুমি ভুল ক'রেছ—আমি বরাহ।

লোক। ব—রা—হ? আপনাকে ত আমি চাই নি! আমি যে সেই সিংহল দেবতা মিহিরকে চাই। সাক্ষাৎ সরস্বতী খনা মাকে চাই।

বরাহ। কি প্রয়োজন তোমার?

কাম। সর্প দংশনে ওর মৃত্যু যোগ আছে। সেই ফাঁড়া কবে, কোথায়, কখন—

বরাহ। বেশ, আমিই গণনা করছি। এ ত অতি সহজ গণনা।

লোক। না, না মশাই, আপনার কথা আমার জানা আছে। আমি চাই সেই সিংহল দেব-দেবীকে। শুনলাম, তাঁরা এখানে, এই গৃহেই—

কাম। (রাগিয়া তাহাকে তাড়াইবার মানসে চীৎকার করিয়া) সাপ্! সাপ্! সাপ্!

লোক। বাপ! বাপ্! বাপ!

দৌড়িয়া পলায়ন

বরাহ। এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল কামন্দক·· মৃত্যু ভাল।

কাম। আমিও তাই ভাব্ছি, মৃত্যু ভাল, কিন্তু আপনার নয়।

প্রস্থান।

ভৈরব ছুটিয়া প্রবেশ করিল

বরাহ। জীবনে এত অপমান কখনও সইনি। অথচ এও বুঝ্‌ছি—এর জন্য ওরা এতটুকু দায়ী নয়!

কাম। এ সব ষড়যন্ত্র প্রভু, ষড়যন্ত্র! আপনি বুঝছেন না—তাই ওদের নেমন্তন্ন ক'রে ঘরে ডেকে এনেছেন। শুধু কি তাই? ওদের জন্য ফুলশয্যা রচনা হচ্ছে। দুধ দিয়ে মানুষ কাল সাপ পোষে—আমি এই প্রথম দেখ্‌ছি। শোন ভৈরব—

ভৈরবকে কি বলিতে লাগিল

বরাহ। না, না, ওদের কি দোষ? আমি দেখেছি, ওদের গণনা অব্যর্থ। আমি বুঝেছি, ওদের বিদ্যা অলৌকিক বিদ্যা। ওদের প্রতিভাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক কামন্দক, ওদের বিদ্যা রাক্ষসী বিদ্যা—সনাতন শাস্ত্র সম্মত নয়। কিন্তু কি করব, আজ আমি বৃদ্ধ, আমার সে নব নব উন্মেষ শালিনী প্রতিভা নেই—তর্ক যুদ্ধের শক্তি নেই, সাহসের অভাব হ'য়েছে, অধ্যবসায় হারিয়েছি। আজ আমি আমার যৌবনের জীর্ণ কঙ্কাল—আজ আমার বুকে শুধু এক হাহাকার—কি জান কামন্দক?

কাম। কি প্রভু?

বরাহ। আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই—আজ যদি আমার পুত্র থাকত, রূপে সে কারও কাছে ম্লান হত না। শিক্ষায় সে কারও কাছে মাথা নত ক'রত না! বিদ্যায়, প্রতিভায়, হয়ত বিশ্বের বিস্ময় হ'ত। আজ আমার পুত্র নাই—তাই আজ এই বার্দ্ধক্যে

অসহায় ভাবে দেখ্‌তে হচ্ছে রাক্ষসী-মায়ায় কিরূপে দেশ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হচ্ছে·· সনাতন জ্যোতিষ কিরূপে ক্রমে ক্রমে রাহুগ্রস্ত হচ্ছে। থাকৃত যদি আমার পুত্র—

কাম। সে এ অপমান কিছুতেই সহ্য কর্‌ত না···এর প্রতিকার কর্‌ত। সে নাই—কিন্তু আমরা ত আছি···এস ভৈরব,—

ভৈরবকে লইয়া কামন্দকের প্রস্থান

বরাহ। বৃথা—বৃথা—বৃথা, আমার জীবনই ব্যর্থ হ'ল—শুধু এক পুত্রের অভাবে—

প্রস্থান

ধরণী, মদনিকা, মিহির ও খনার প্রবেশ

ধরণী। আর রাত কোর'না বাবা! মা মদনিকা, এবার ওরা বিশ্রাম কর্‌বে। প্রভু কোথায়? তবে কি আবার পাঠাগারে গেলেন? আয় মদনিকা,—(খনা ও মিহিরকে) আসি বাবা—আসি মা! আর রাত করো না – ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আয় মদনিকা!—

ধরণীর প্রস্থান

মদ। যাই মা!—

খনা। (মদনিকাকে) একটা গান—

মদ। (খনাকে) একটা গান—

খনা। তুমি—

মদ। না ভাই তুমি—

মিহির। কলহ কেন? না হয় আমিই—

খনা। না, না, রক্ষে কর! এত রাত্রে শান্তিভঙ্গ সুবিধার কথা নয়
তুমি গাও ভাই।

—মদনিকার গান—

এল, জীবন মাঝে আজি পরম-রাত্রি
সখি, কনক-দীপে জ্বালো উজ্জ্বল-বাতি।
এল দখিন হাওয়া,
কার পরশ পাওয়া—
এল, রঙিন হ'য়ে এল নেশায় মাতি।

আছি, দুয়ার খানি মোর আধেক খুলে—
রেখে, কদম-কেশর সই, খোঁপার চুলে—
মিছা মেঘের শাড়ী,
মোছ নয়ন বারি—
বিনা, জীবন-সাথী মোর মলিন ভাতি॥

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। এখনও শুতে যাও নি বাবা। আয় মদনিকা!

ধরণী ও মদনিকার প্রস্থান

খনা। এ জন্মদিনেও ও সুখী নয়।

মিহির। এ বয়সে বিয়ে না হ'লে অ-সুখ হবারই কথা খনা!

খনা। আজ তোমারও জন্মদিন মিহির!

মিহির। আমারও জন্মদিন আজ! বল কি খনা?

খনা। গণনা করেই বল্‌ছি মিহির। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উজ্জয়িনীতে ঠিক এই দিনটিতেই তুমি প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিলে!

মিহির। কার ঔরষে? কার গর্ভে? কোথায়? কোন গৃহে?

খনা। উতলা হয়ো না মিহির। উপযুক্ত দিন-ক্ষণ হলেই আমি বল্‌ব।

মিহিব। তার আর কত বিলম্ব?

খনা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মিহির! তুমি যত অধীরই হও না কেন, অসময়ে আমি কোন কথাই বল্‌ব না। বলবার হ'লে বহু পূর্ব্বে— সেই সিংহলেই আমি বল্‌তাম। (নিস্তব্ধতা)

মিহির উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল

যাচ্ছ যে?—

মিহির। যে অক্ষম, ঘুমিয়ে থাকাই তার পক্ষে শাস্তি।

ঘরে গিয়া শয়ন

খনা। বটে, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

ঘরে গিয়া দুয়ার দিয়া শয়ন

দেহ আবৃত করিয়া চোরের মত কামন্দক ও তৎপশ্চাতে ভৈরবের প্রবেশ। ভৈরবের হাতে মশাল। কামন্দক ভৈরবকে ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিল— ঐ ঘরে আগুন দিতে হইবে। ভৈরব চক্‌মকি দ্বারা মশাল জ্বালিবার উপক্রম করিতেই

নেপথ্য হইতে

বরাহ। কে? কে ওখানে? পালিও না, দাঁড়াও!

বরাহের কণ্ঠ শুনিয়াই উভয়ের পলায়ন। বরাহ তাহাদের ধরিবার জন্য সেই দিকেই গেলেন

প্রস্থান।

খনা দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল

খনা। কেউ ত নেই! তবে কি শুনতে ভুল করলাম! ভারতবর্ষে কি সবই সুন্দর! কি সুন্দর চাঁদনী রাত! মিহির ঘুমিয়েছে। এই চাঁদের আলো ছেড়ে ঘরে যেতে মন চায় না। (সোপানে উপবেশন)

—গান—

মন ভুলে অবহেলে—
সোনার-কমলে পাষাণ-পরাণে দিয়েছিলে জলে ফেলে।
স্রোতের সে ফুল উতলা হাওয়ায়
কত গাঙ্ ভেসে ফিরে এল হায়—
ও ভোলা, তাহারে বুকে তুলে নাও—দিয়ো নাক দূবে ঠেলে।

বরাহের প্রবেশ

বরাহ। খনা!

খনা। আপনি? এ সময়? খানিক পূর্ব্বে—সে কি তা হ'লে আপনারই কণ্ঠ—

বরাহ। হাঁ মা। কিন্তু, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে মা?

খনা। কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন পিতা!

বরাহ। তুমি কি আমাকে উদ্দেশ্য করেই ও গান গাইছিলে?

খনা নিরুত্তর

বরাহ। বল মা, চুপ ক'রে রইলে কেন? বুঝেছি, আমাকে ব্যঙ্গ করাই তোমাদের উদ্দেশ্য!

খনা। সে কি পিতা?

বরাহ। এই জন্যই তোমরা সুদূর সিংহল হতে এখানে এসেছ?

খনা। এ ভ্রান্ত ধারণা কি ক'রে আপনার মনে উদয় হ'ল?

বরাহ। না আমার ধারণা ভ্রান্ত নয়। যদি তাই হয় তা হ'লে বল— তোমাদের এখানে আসার প্রকৃত কারণ?

খনা। এখন বল্‌তে পারব না। সময়ে জান্‌তে পার্‌বেন।

বরাহ। তা হ'লে আমার অনুমানই সত্য?

খনা নিরুত্তর

বরাহ। এ বৃদ্ধ বয়সে আমার অপমৃত্যুর আয়োজন না করে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর্‌লে কি তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হ'ত?

খনা। সে কি পিতা?

বরাহ। জীবনের চেয়ে যশ বড়। তোমরা আমার সেই যশ—

খনা একবার কিছু বলিবার উপক্রম করিল,
কিন্তু পরক্ষণেই চুপ করিল

বরাহ। আমি বৃদ্ধ। আর সে শক্তি নাই যে, তোমাদের উদীয়মান প্রতিভার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াই। কিন্তু মা, এ শক্তিও নাই, যে এই অপমান, এই লাঞ্ছনা সহ্য করি। ঘরে লাঞ্ছনা, বাইরে লাঞ্ছনা বল মা, তোমরা কি আমার মৃত্যু চাও?

খনা। দুর্ভাগ্য যে আপনি আমাদের এতখানি ভুল বুঝেছেন! সুদূর সিংহল হতে কেন এখানে এসেছি?

বরাহ। কেন তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্তে পারছি। ওঃ! আজ যদি আমার পুত্র থাকৃত!

খনা। মনে করুন না কেন যে আমরা আপনারই সন্তান·· মনে করুন না কেন আমরা আপনারই পুত্র—পুত্র-বধূ!

বরাহ। তা যদি হ'তে—তা যদি হ'তে মা, না যাক্—

খনা। দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? তা মনে করা কি একেবারেই অসম্ভব?

বরাহ। আমি তা মনে করলেও লোকে তা মনে কর্‌বে কেন?

খনা। লোকে কি আজ এই কথাই মনে কর্‌তে পারে যে আপনি অপুত্রক নন্, পুত্র আপনার হয়েছিল?

বরাহ। খনা! খনা!—

খনা। যে—আপনি, আপনার সেই পুত্রকে তার জন্ম দিনেই, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে স্বহস্তে জলে নিক্ষেপ করেছিলেন?

বরাহ। তাম্রপাত্রে—এই তাম্রির জলে—তুমি—তুমি—তুমি এ কথা কি ক'রে জান্‌লে?

খনা। যেমন করেই হোক্ আমি জেনেছি।

বরাহ। গণনায়? গণনায়?

খনা। হাঁ গণনায়। কিন্তু গণনায় ত এ কথা জান্‌তে পার্‌লাম না যে পিতা হ'য়ে কেন আপনি স্বয়ং সেই সন্তানকে—

বরাহ। গণনা—গণনা করে দেখ্‌লাম, মাত্র ১ বৎসর তার আয়ু—

খনা। এক বৎসর—না একশত বৎসর?

বরাহ। এক বৎসর।

খনা। না, একশত বৎসর?

বরাহ। হ'তে পার তোমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী—কিন্তু জাতকের আয়ু গণনার সামান্য জ্ঞানটুকু আমার আছে।

খনা। কিন্তু মানব মাত্রেরই ত ভুল হয়—আপনারও—

বরাহ। সাবধান!

খনা। আপনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন কিন্তু এ কথা যদি আজ জানেন যে আপনার পুত্র আজও বর্ত্তমান, তথাপি কি আপনি ক্রুদ্ধই হবেন?

বরাহ। সাবধান! সাবধান!

খনা বক্ষাবরণ হইতে একখানি গণনাপত্র বাহির করিয়া
বরাহের সম্মুখে ধরিয়া

খনা। তবে দেখুন, আমি আপনার সেই পুত্রের জন্ম-পত্রিকা রচনা করেছি। এই দেখুন, আয়ু ছিল তার একশত বৎসর—অথচ আপনি তার পিতা, গণনায় দুটি শূন্য ভুল ক'রে—

বরাহ। তাহার হাত হইতে গহণা পত্র কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া দিয়া—

সাবধান! সকল অপমান আমি সইতে পারি, কিন্তু এ অপমান—

খনা। অপমান? না আনন্দ?

বরাহ। (সেই জন্ম-পত্রিকা কুড়াইয়া লইয়া) এই পত্র তোমার ভ্রান্ত গণনার সাক্ষী হ'য়ে রইল রাক্ষসী! আমি বিশ্ব সমক্ষে প্রকাশ

কম্বু—(পত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) দাঁড়াও, দেখ্‌ছি, কোথায় তোমার ভুল—(মনোনিবেশ সহকারে দেখিয়া চীৎকার করিয়া) এ কি ? (পুনরায়) এ কি ! সত্যই ত—সত্যই ত—(আবার গণনা পর্য্যবেক্ষণ) তাই ত—(বসিয়া উন্মাদের মত পুনরায় গণনা) কি করেছি ! এ আমি কি করেছি !

খনা। আপনি শান্ত হন। আপনার পুত্র জীবিত আছে।

বরাহ। কে সে ? কোথায় সে ?

খনা। কিন্তু বল্‌বার সে শুভ মুহূর্ত্ত যে এখনও আসেনি পিতা।

ইতিমধ্যে কামন্দক ইহাদের অলক্ষ্যে মিহিরের ঘরের শিকল টানিয়া দিয়াছে। ভৈরব ঘরে আগুন দিয়াছে।
আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে

বরাহ। তা হোক্, তবু তুমি বল কে আমার পুত্র—

মিহির। (ভিতর হইতে) আগুন। আগুন।

খনা। ও কি ! সর্ব্বনাশ—

বরাহ। বল মা ! কে আমার পুত্র !

মিহির। খনা—খনা—ঘর থেকে আমি বেরুতে পারছি না, আমি পুড়ে মরলুম—

খনা। হাত ছাড়—হাত ছাড়—আমার স্বামী—আমার স্বামী—

বরাহ। আমার পুত্র—আমার পুত্র—

মিহির। খনা, এই মৃত্যু মুহূর্ত্তেও কি তুমি বল্‌বে না—কে আমার পিতা ?

বরাহ। বল কে আমার পুত্র? বল কে আমার পুত্র?
খনা। তোমার পুত্র—তোমার পুত্র—

হাত ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া দিয়া

আমাব স্বামীই তোমার পুত্র!

মিহির ছুটিয়া বাহির আসিল

মিহির। তুমি। তুমি। পি—তা?
বরাহ। আমি—আমি—

মিহিরকে বক্ষে জড়াইযা ধরিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অগ্নিদগ্ধ গৃহ প্রাঙ্গণ। গভীর রাত্রি। বরাহ প্রেতের মত পদচারণা করিতেছিলেন।
পুঁথি হস্তে কামন্দক মদনিকার খোঁজে যাইতেছিল—
হঠাৎ বরাহ তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন।
কামন্দক চমকিয়া উঠিল

বরাহ। কামন্দক।

কাম। প্রভু!

বরাহ। তুমিই ঘরে আগুন দিয়েছিলে?

কাম। সে কথা ত কেউ বল্‌ছে না—সে কথা কেউ তুল্‌ছেই না। সবাই বল্‌ছে—কি আশ্চর্য্য প্রভু—এ কথা এরই মধ্যে সারা উজ্জয়িণীতে রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সম্রাটের কাণে পৌঁছেছে—আপনার বহিপ্রাঙ্গণে জনতারও অন্ত নাই এবং সে কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ! আপনি নাকি লাঞ্ছনার হাত এড়াবার জন্য জোর করেই বল্‌ছেন ঐ মিহির নাকি আপনার পুত্র—এবং ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিশ বছর পরে ফিরে পাওয়ার যে গল্প রচনা করেছেন, সবাই সে গল্প শুনে বল্‌ছে, কল্পনায় আপনি কালিদাসকেও পরাজিত করেছেন।

বরাহ। হুঁ তুমি যাও। আমাকে একাকী থাকতে দাও। যাও— যাও কামন্দক।

কামন্দকের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

ধরণীর প্রবেশ

ধরণী। প্রভু!

ববাহ। বল।

ধবণী। এতদিন আমার কাছে এ সংবাদ গোপন বেখেছিলে কেন?

বরাহ। বল্‌তে চেয়েছিলাম ধরণী—কিন্তু—কিন্তু—নিজের দুর্ব্বলতার জন্য, তা পারি নি।

ধবণী। তা হলে—মদনিকা আমাব কন্যা নয়—কন্যা সেই ক্রীতদাসের অর্থাৎ ঐ ভৈববের? সে দিনকার সেই গল্প তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য?

ববাহ। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ধবণী। মদনিকা—মদনিকা আমার কন্যা নয়? যাকে আজ বিশ বৎসর দেহের রক্ত জল করে লালন করলাম, পালন করলাম—সে আমার কন্যা নয়? পুত্র হল ঐ মিহির—যে আমার এক বিন্দু স্তন্য পর্য্যন্ত পান করে নি! প্রভু! প্রভু! মিহিরকে আমি ফিরে পেয়েছি—এ আনন্দ আমি সইতে পারছি—কিন্তু মদনিকাকে হারাবার দুঃখ আমি সইতে পারব না। না—না—পারব না।

নেপথ্যে মদ। মা! মা!

ধরণী। মদনিকা! কি বল্‌ব প্রভু! আমি তাকে কি বল্‌ব?

মদনিকার প্রবেশ

মদ। মা! মা! যা শুনলাম তা কি সত্য?

ধবণী। (নীরব রহিলেন)

মদ। তুমি কথা কইছ না কেন মা? তোমরা কি মানুষ মা? এত সব ঘটনা যে ঘটেছিল, কই একটিবারও ত আমায় বল নি?

ধরণী। তবে শোন মা—আজ তোমায় বল্‌ছি—কত বড় অবিচার যে আমরা তোমার ওপর করেছি—

মদ। একশবার করেছ। এত বড় একটা ঘটনা সবার কাছে লুকিয়েছ—লুকোও, কিন্তু তাই বলে আমার কাছেও লুকোবে?

ধরণী। কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না—আমি সব বল্‌ছি—

মদ। থাক্ আর বল্‌তে হবে না। যেন আমি কিছুই শুনি নি।

ধরণী। শুনেছিস্?

মদ। না শুনেই বুঝি লাফাচ্ছি?

ধরণী। কি শুনেছিস্ বল্ দেখি—

মদ। ঐ মিহির আমার দাদা। বাবা ওকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—আয়ু গুণতে ভুল করে। শিশু-হত্যার অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরে কথাটা গোপন রেখেছিলে তোমরা। ভারী দুঃখে ছিলে তোমরা—যদ্দিন না আমি হলুম। মিহির আমার ক' বছরের বড় মা?

বরাহ। (ছুটিয়া আসিয়া) না না, তুমি ভুল শুনেছ মদনিকা! প্রকৃত কাহিনীর অনেক খানিই তুমি শোননি।

ধরণী। (বরাহকে বাধা দিয়া) ও ঠিক শুনেছে, তুমি থাম।

বরাহ। না, না ধরণী!

ধরণী। তোর পিতা আনন্দে উন্মাদ। চলে আয় মদনিকা,—আমি বল্‌ছি।

মদনিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

ছুটিয়া কামন্দকের প্রবেশ

কাম। প্রভু! সর্ব্বনাশ!

অদূরে খনা ও মিহিরের প্রবেশ

বরাহ। কি কামন্দক?

কাম। সম্রাট এই অভাবনীয় ঘটনার কথা শোনা মাত্র তাঁর প্রধান অমাত্য বিভাবসুকে আপনার গৃহে প্রেরণ করেন। আমাকে দেখেই সে প্রকৃত ঘটনা কি জান্‌তে চাইলে। আমি বল্‌লাম, আমি এখনও সব শুনিনি। সে বল্‌ল সম্রাট বল্‌ছেন, যদি ববাহদেব নিজের পুত্রের আয়ু গণনা কবতেই ভুল করেন, তাঁর গণনার ওপর লোকের কোন আস্থা থাক্‌তে পাবে না। তাঁকে জ্যোতির্বীই বলা চলে না। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এই যে খনা দেবী, আর কেন? যা হবাব হয়েছে, মিহির ঠাকুর সুস্থ হযেছেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, দযা করে আমার বৃদ্ধ প্রভুটীর স্কন্ধ ত্যাগ করে অন্য একটি শ্বশুরের সন্ধান দেখুন। অমাত্যবর একলা বসে আছেন, আমি দেখছি।

প্রস্থান

খনা ও মিহির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল

মিহির। পিতৃ সম্বোধনের সৌভাগ্যের বিনিময়ে আমি আপনার শিরে এত বড় অসম্মানের ডালি তুলে দিতে পারি না, পারি না পিতা।

খনা। তাই স্থির করেছি আমরা চলে যাব। দূরে—দূরে—বহু দূরে—কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। আপনি ভাববেন না পিতা!

মিহির। আপনি এখনই ঘোষণা করে দিন—আমরা রাক্ষসের দেশ হতে এসেছিলাম, মায়াবী আর মায়াবিনী। দুদিন মায়ার খেলা খেলে আবার চলে যাচ্ছি। কিন্তু—কিন্তু পিতা, এই দুদিনের খেলাই আমাদের বাকী জীবনের পাথেয় হ'যে রইল। (পায়ের ধূলি লইয়া) বিলম্ব নয়—আর বিলম্ব নয় খনা।—

বিভাবসুর প্রবেশ

বিভা। এই যে আপনারা সবাই এখানে। আমি বিভাবসু। সম্রাট আমার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষায় বিনিদ্র চক্ষে বসে আছেন বলে আমি আর বিলম্ব করতে পারলাম না। আপনাদের সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী সম্রাট বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলছেন, বরাহদেব যদি নিজের পুত্রের আয়ু গণনায় ভুল করে থাকেন, তবে কে আর তাঁর গণনায় আস্থা স্থাপন করবে? কে তবে তাঁকে জ্যোতিষী বলবে? তাই তিনি সত্য-মিথ্যা অবগত হবার জন্ম আমাকে এই রাত্রেই প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি প্রচারিত পল্লবিত এই কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কি বলেন জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ। না, এ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। এই আমার সেই হারানিধি পুত্র।

বিভা॥ জ্যোতিষার্ণব! আপনি কি বলছেন?

মিহির। (বিভাবসুকে) না, না, শুনুন—

বরাহ। যা শোনবার উনি তা শুনেছেন। অথবা আবার শুনুন—ভুল আমি করেছিলাম। সোনার-কমল, জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। লোকে যদি তাতে বলে জ্যোতিষ আমি জানি না, বলুক। রাজা যদি বলেন—আমি জ্যোতিষীই নই—বলুন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আমি সে ভুল করব না। পারব না আজ আমি একে পুনরায় ভাসিয়ে দিতে—আমার জীবন নদীর-ওপারে!

মিহির ও খনাকে লইয়া প্রস্থান

পুঁথির বোঝা স্কন্ধে কামন্দকের প্রবেশ। কামন্দক আসিবা দেখিল কেহ কোথায়ও নাই। পুঁথির বোঝা নামাইয়া রাখিয়া সে অন্দরের দিকে উঁকি মারিবা যেই দেখিল তথায় মদনিকা রহিয়াছে, ছুটীয়া আসিয়া পুঁথির স্তূপ সম্মুখে রাখিয়া অধ্যয়নের ভাণ করিয়া পাঠ সুরু করিল

কাম। "অসারভূতে সংসারে সারভূতা নিতম্বিনী ইতি
সঞ্চিত্যবৈ শম্ভুরর্দ্ধাঙ্গে পার্ব্বতীং দধৌ॥"

অস্যার্থ—অসার সংসার। এই অসার সংসারে রমণীই একমাত্র সার পদার্থ। দেবাদিদেব মহাদেব এই জন্যই পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন।

মদনিকার প্রবেশ। তাহার হস্তেও পুঁথির বোঝা

কাম। (তাহাকে আড় চোখে চাহিয়া দেখিয়াই অধিকতর মনঃসংযোগ করিল)।

"রমণী মধুরাধর মধুমধুরিমা পরিমাণজগাদিৎ।
হরিরেব যৎ সুরেভ্য রত্নামৃতমিন্দিরাং স্বত্তবান।"

কিনা—রমণী মধুরাধরের আস্বাদ স্বয়ং হরিই জানেন। নতুবা সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য দেবতাকে অমৃত দান করে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীকে গ্রহণ করলেন কেন? (চীৎকার করিয়া) অতএব—

মদনিকা পুঁথি খুলিয়া পাঠ করিল

"নির্ব্বানদীপে কিমু তৈল দানম্,
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বণিতা বিলাস
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

কিনা!—দীপ নির্ব্বাপিত হলে তাতে আর তৈল প্রদান করে লাভ কি? চোর চুরি করে চলে গেলে সাবধান হয়ে কি ফল? যৌবন অতীত হলে বণিতা বিলাসে কি প্রয়োজন? জল নির্গত হলে সেতুবন্ধের কি আবশ্যক? অতএব—

কাম। অতএব—

উঠিয়া মদনিকার গলায় মাল্যদান করিতে গেল
এমন সময় ছুটিয়া তরলিকার প্রবেশ

তর। অতএব—(নেপথ্য দেখাইয়া)—কিন্তু—

বরাহের প্রবেশ

বরাহ। (কামন্দক পালাইতে উদ্যত হইয়াছিল) কামন্দক! দাঁড়াও—

কাম। কি গুরুদেব?

বরাহ। কালিদাস-কাব্যকুঞ্জের কোকিল তুমি, তোমাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি।

কাম। সে কি প্রভু?

বরাহ। হাঁ আমি পরিহাস জানি না। তুমি আমার শিষ্যত্ব হতে মুক্ত। এখন হতে স্বচ্ছন্দে তুমি কালিদাসের কবিতা-নিকুঞ্জে বিহার করতে পাব।

কাম। আমি একা?

বরাহ। আবার কে?

কাম। ক্রুদ্ধ হবেন না প্রভু।

বরাহ। বল।

কাম। মদনিকা—। কালিদাসের কাব্য ওর কণ্ঠস্থ। অবশ্য জ্যোতিব শাস্ত্রেও ওব পাণ্ডিত্য কম নয়। হাঁ, আমা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু কালিদাস ··

বরাহ। তুমি বলতে চাও মদনিকা আমার আশ্রয় ত্যাগ করে কালিদাসের আশ্রয় গ্রহণ করবে?

কাম। না প্রভু!

বরাহ। তবে?

কাম। আমাদের উভয়েব মন—

থামিয়া গেল

বরাহ। বল—

কাম। অভয় দিন্ ত বলি—

[illegible]ন্যা।

বরাহ। বল!

কাম। আমাদের উভয়ের মন, উভয়ের প্রাণ কাব্যাকাশে বিচরণ করতে করতে একত্রীভূত হয়ে—

বরাহ। তুমি ওকে বিবাহ করবে?

কাম। প্রভুর অনুমতি অপেক্ষা—

বরাহ। যদি জান ও আমার কন্যা নয়—?

কাম। অধমের সঙ্গে পরিহাস কেন প্রভু?

বরাহ। আমাকে পরিহাস করতে কখনও দেখেছ কামন্দক?

কাম। না প্রভু।

বরাহ। যদি এই কথাই সত্য হয় যে ও এক ক্রীতদাসের কন্যা। আমি এবং আমার স্ত্রী পালন করেছি মাত্র?

কাম। দাসের সঙ্গে ছলনা করবেন না প্রভু।

মদ। বাবা তুমি কি বলছ?

বরাহ। ঠিক বল্‌ছি। মদনিকা! মদনিকা! ঐ ভৈরবই তোমার পিতা। তুমি মাতৃহীনা। আমরা তোমাকে লালন পালন করেছি মাত্র।

মদ। বাবা!

ধরণীর প্রবেশ

মা! মা!

ধরণী। কি মা?

মদ। বাবা আমাকে—বাবা আমাকে—(ক্রন্দন)

ধরণী। কি হল? তুমি কি বলেছ?

বরাহ। যা সত্য—আমি আর তা গোপন করতে পারছি না। আমি মদনিকাকে তার পিতৃ-পরিচয় দিয়েছি।

কাম। কি যে বলেন প্রভু! এতে আপনার বিশেষ (ধরণীকে দেখাইয়া) ঐ মা জননীর যে কতখানি অসম্মান হচ্ছে তা কি আপনি বিবেচনা কচ্ছেন না?

বরাহ। (ক্রোধে) রহস্য আমি জানি না কামন্দক! আমি ঘোষণা করছি—ঐ ক্রীতদাসের কন্যা ঐ মদনিকা। ভৈরব! ভৈরব!

মদ। তুমি—তুমি বল মা—এ কথা সত্য?

ধরণী নীরব রহিলেন

মদ। কথা কইছ না যে মা? বল মা, বল—এ কথা সত্য?

ধরণী। সত্য।

কাম। ঐ ক্রীতদাস মদনিকার পিতা?

শশব্যস্তে ভৈরবের প্রবেশ

মদ। ভৈরব! ভৈরব। তুমি বল, তুমি বল—তুমি আমার পিতা?

ভৈরব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল

মদ। বল ভৈরব—বল—

ভৈরব মদনিকাকে বিচলিত দেখিয়া সেও
মহা বিচলিত হইয়া উঠিল

বরাহ। বল ভৈরব, আজ, এই মহা সন্ধিক্ষণে আমি আদেশ করছি, আর তুমি নীরব থেক না ভৈরব! ভৈরব! প্রভুভক্ত ভৃত্য আমার,

কথা কও—কথা কও আজ। আমার মিথ্যাচারকে সুরক্ষিত রাখতে স্বেচ্ছায় এই বিশ বৎসর ধরে মূক হয়ে আছ তুমি—ওরে ভৃত্য—ওরে বন্ধু—আমি আজ যখন নিজে সেই মিথ্যার গ্রন্থি করছি উন্মোচন—তোর আত্মত্যাগের অবসান কি আজও হবে না? ওরে আজও হবে না ভৈরব? ওরে তুই কথা বল্—কথা বল্ আজ। সম্মুখে তোর মাতৃহারা একমাত্র সন্তান—ওকে বুকে নে—বুকে নিয়ে বল্—এই সুদীর্ঘ বিশটা বৎসর—ওঃ—হো—হো—

বিশ বৎসর কথা না বলিবার অনাভ্যাসে
জড়তা জনিত কণ্ঠে বহুকষ্টে

ভৈরব। মা! মা আমার!

মদ। তুমি? তুমি আমার পিতা?

ভৈরব। আমি—আমি—আমি!

মদ। বাবা!—(তাহার বুকে পড়িতে গেল)

ভৈরব। (শিহরিয়া সরিয়া গিয়া) না—মা—আমাকে তুমি—আমাকে তুমি—

মদ। ঘৃণা করতুম। কিন্তু—কিন্তু—আজ—আজ যে তুমিই আমার সব বাবা!

ভৈরব। মা! মা আমার!

বুকে লইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল

বরাহ। আঃ—আঃ—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন

কামন্দক ধীরে ধীরে বরাহের নিকট গেল

কাম। প্রভু!

বরাহ। কি কামন্দক!

কাম। মদনিকা—

বরাহ। এখনও তুমি মদনিকার পাণি-প্রার্থী?

কাম। প্রভু অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আপনার কাছে জ্যোতিষ-চর্চ্চা করলেও মূলতঃ আমি মহাকবি কালিদাসেরই শিষ্য। তাই বিচার করে দেখলাম, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—অতএব—

ভৈরবের পদতলে মদনিকাকে লইয়া নতজানু হইয়া কামন্দক বলিল

আমাদের আশীর্ব্বাদ কর ভৈরব।

সর্ব্বাগ্রে প্রভুর আশীর্ব্বাদ আবশ্যক বিবেচনায় ভৈরব মদনিকা ও কামন্দককে হাত ধরিয়া বরাহের সম্মুখে লইয়া গেল এবং এই মিলনকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই প্রার্থনা সকাতরে জানাইল

বরাহ। তোমাদের প্রেম অসাধারণ। জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী তোমরা অতিক্রম করেছ! এ বিবাহে আমি সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করছি।

খনা। আশীর্ব্বাদ করছি সুখী হও।

তৃতীয় দৃশ্য

পুরনারীগণ বরণডালা লইয়া মঙ্গল-গীতে বধূবেশে
মদনিকাকে বরণ করিয়া লইল।

—গান—

মঙ্গল-শঙ্খে—মঙ্গল-কণ্ঠে মঙ্গল-সুরে শোনাবো গান—
সিন্দূর ভালে—-মঙ্গলময়ী, শুকতারা সম জাগাও প্রাণ।
পারুল-চাঁপায় গাঁথিব নূতন মালা—
শত উপচারে সাজাবো বরণডালা—
তব তরে হ'ল পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালা
মালা-চন্দনে সাজাবো বদন খানি—
শঙ্খের সুরে শোনাবো মধুর বাণী—
চঞ্চল-চোখে কাজল দিয়ে নব-রূপ তারে করিব দান।

তখন ভৈরব সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মুগ্ধচিত্তে সে উহাদিগের উৎসব নিরীক্ষণ করিল এবং বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে উহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল

চতুর্থ দৃশ্য

বরাহের বাসভবন

বিভাবসু ও বরাহ

বিভা। মহাকবি যথার্থ বলেছেন ঃ—

"শর্ব্বরী দীপকচন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম্ম সৎপুত্র কুলদীপক॥"

অভাবিতরূপে সেই সৎপুত্র লাভ করে আপনি ধন্য হয়েছেন। ভুলের ফলে যে এত বড় লাভ হয়—এ আমরা এই প্রথম দেখলাম।

বরাহ। শুধু পুত্র? পুত্র-বধূ?

বিভা। পুত্র-বধূর ত আপনার তুলনাই নাই। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আপনার পুত্র-বধূ সম্বন্ধে সম্রাটের ধারণা—তিনি মানবী নন্—দেবী। বিশেষ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি যে অলৌকিক প্রতিভা প্রদর্শন করেছেন, তাতে এই কথাই মনে হয়—আমরা এতকাল জ্যোতিষ নিয়ে শুধু অসার খেলাই খেলেছি। মনে হয় শুধু মরিচিকার পেছনে পেছনে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটিই করেছি, প্রকৃত জ্যোতিষের অস্তিত্বই অবগত ছিলাম না। কি বলেন জ্যোতিষার্ণব?

বরাহ। ঠিক তা নয়, তবে কিনা—প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, অর্থাৎ··· এই কথাটাই আমি বল্‌তে চাই যে—

বিভা। যে কথাই বলুন, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবেন না যে সেই দেবীর সহজ স্বাভাবিক, অথচ অভ্রান্ত অব্যর্থ গণনা আপনারা কিছুই অবগত নন্। আপনার পুত্রও না। আপনারা যা জানেন তাতে অন্ধকারেই ঢিল ছোঁড়া হয়, লক্ষ্য-স্থলে কোনটা লাগে, কোনটা লাগে না।

বরাহ। এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না মন্ত্রিবর।

বিভা। আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, যাক্ সে কথা, শুনুন জ্যোতির্ষার্ণব! আমি আজ শুধু আপনাকে অভিনন্দিত করতে আসি নি। আমি রাজাদেশে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সম্রাট অধীর হয়ে উঠেছেন—তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব করতে স্বীকৃত নন্।

বরাহ। কেন, তিনি কি চান ?

বিভা। তিনি বল্‌ছেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-মনিষা, শ্রেষ্ঠ-প্রতিভার একত্র সমাবেশের জন্যই নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা। সত্য কিনা আপনিই বলুন!

বরাহ নিরুত্তর

বিভা। সে সভায় শুধু তাঁরই স্থান হওয়া আবশ্যক যিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে জ্ঞানে, প্রতিভায়—বিশ্বজয়ী। সে ক্ষেত্রে—

বক্তব্য বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন

বরাহ। (উত্তেজিত হইয়া) আপনি কি বল্‌তে চান বলুন!

বিভা। আপনিই কি এ কথা বল্‌তে চান, নবরত্ন সভায় যোগ্যতম

লোকের স্থান না হয়ে—অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য লোকের ক্রীড়াভূমি হয়ে থাকবে ?

বরাহ। আমি কিছুই বল্‌তে চাই না। আমি আপনাকে কোন কথাই বল্‌তে চাই না।

বিভা। আপনি ওরূপ বিচলিত হচ্ছেন কেন ? সম্রাট কখনই অবিচার করবেন না।

বরাহ। (বিড বিড করিযা) বিচাব। বিচাব ! সম্রাটের বিচার।

বিভা। এ ক্ষেত্রেও বিচার কববার জন্য সম্রাট অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি আজই—সন্ধ্যার পূর্ব্বে—

বরাহ। বোধ হয নবরত্ন সভা হতে আমাকে বহিষ্কৃত করতে চান ?

বিভা। আপনি ভূল বুঝেছেন। তিনি চান নবরত্ন সভায—আপনি আপনাব আসন সুদৃঢ করুন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি—

বরাহ। তিনি !

বিভা। এক বিচারেব আযোজন কবেছেন।

বরাহ। কিরূপ ?

বিভা। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের উত্তব চান।

বরাহ। কি প্রশ্ন ?

বিভা। আকাশে কয়টী তারা ? আপনি উত্তর দিতে পারলে নবরত্ন সভায় আপনার আসন ধ্রুবতারার মতই স্থির। অন্যথায়—

বরাহ। অন্যথায় ?

বিভা। নবরত্ন সভায় আপনার পরিবর্ত্তে তিনিই প্রতিষ্ঠিত হবেন—যিনি এই উত্তর দেবেন। নমস্কার। (প্রস্থানোদ্যত)

বরাহ। আকাশে কয়টী তারা ?

বিভা। হাঁ, আকাশে কয়টী তারা।

প্রস্থান

বরাহ। আমার তারা অস্ত গেছে বলেই না—বৃদ্ধ আমি, জীর্ণ আমি, আমাকে আজ এই প্রশ্ন !—আকাশে কয়টী তারা !

প্রস্থান

খনা ও মদনিকার প্রবেশ

খনা। মদনিকা ! মদনিকা। এখানে আমি স্বামীর সংসারে শৃঙ্খলিতা—আর লক্ষ যোজন দূরে—সাগর পারে রয়েছে স্নেহান্ধ এক বৃদ্ধ, শোকার্ত্তা এক বৃদ্ধা ! এপারে ওপারে শুধু এক আর্ত্তনাদ উঠছে—আয় আয়—যাই—যাই। কিন্তু যাবার উপায় নাই। আসবার উপায় নাই। মদনিকা—এ যে কি ব্যথা তুমি বুঝবে না, কেউ বুঝবে না।

মিহিরের প্রবেশ

মিহির। কি বুঝবে না খনা ?

খনা। না, কিছু না।

মদ। ঐ মা আসছেন।

চতুর্থ অঙ্ক

ধরণীর প্রবেশ

মা। বাপ-মাব জন্য বৌদিব মন চঞ্চল হযে উঠেছে।

ধরণী। স্বামীর ঘব করতে এসে বাপ-মার জন্য কাঁদলে ত চলবে না মা। বিয়ের পর বৌকে ভুলেই যেতে হয় যে তারা বাপ-মা আছে।

খনা। (মদনিকাকে) তুমি যদি পার ভুলো। কিন্তু (ধরণীকে) কোন মেয়ে কি তা পাবে মা?

ধবণী। রাজকন্যাবা হয় ত পারে না, কিন্তু—

মিহিব। না মা বাজকন্যা বলে ওকে অপমান কোর না।

মদ। বাজকন্যা বললে যে কাবও অপমান করা হয—তা ত জানা ছিল না মা!

মিহিব। যদি তা না জেনে থাক, তবে আজ জান, রাজকন্যা হয়েও যখন ঐ নারী স্বেচ্ছায বরণ কবল অজ্ঞাতকুলশীল, দীনহীন এই অনাথকে, তখনও কি ওকে বলবে রাজকন্যা? সাম্রাজ্যের সম্পদ তুচ্ছ করে, পিতা-মাতাব অগাধ স্নেহ উপেক্ষা কবে, আমার হাত দুখানি ধবে ও যখন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাপ দিল তখনও কি বলবে ও আর কিছু নয, শুধুই বাজকন্যা?

মদ। অপবাধ হয়েছে দাদা! চল মা বাবার কাছে যাই। বাবাকে ভারী বিষণ্ণ দেখলাম কেন মা?

খনার দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া

ধরণী। প্রসন্ন থাকবার উপায় কই মা?

মদ। তোমার জামাইয়ের মুখে আমিও কথাটা শুনেছি মা। হাঁ বৌদি! বাণী না হয়ে বধূপনা করতেই যখন এসেছ তখন আর জ্যোতিষ-চর্চ্চাটা কেন?

ধরণী। ঘর কন্না করতে হলে ঘর-কন্নাই করতে হয় মা। জ্যোতিষ-চর্চ্চাটা যাঁদের কাজ তাঁরাই করুন।

মদ। এই বা কি কথা বুঝি না বৌদি—যে রাজ্যশুদ্ধ লোক এসে ঘরের বউয়ের কাছে ধন্না দেবে, কপালের লিখনটা পড়ে দাও। দেশের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ বাবা যেখানে বর্ত্তমান সেখানে ভূমিষ্ট বা কোন সাহসে তাদের ভাগ্য-বিচার করতে বোসো বলতো?

ধরণী। কথাটা ভালও ত নয় মা।

মদ। নবরত্নের পণ্ডিত যেখানে বর্ত্তমান সেখানে তাঁকে দিয়ে গণনা না করিয়ে তোমাকে দিয়ে গণনা করানোর অর্থ এই ত—যে তোমরা মুখখানি সুন্দর!

ধরণী। যে দিক্ দিয়েই দেখ, এতে যে কর্ত্তার মাথা হেঁট হচ্ছে, এ কথাটা আমি তোমাকে কি করে বোঝাব মা? আয় মদনিকা।—

মদ। চল মা। বৌদি না বুঝলেও দাদা যে একথাটা কেন বোঝে না, তা' আমি বুঝি না।

মদনিকা ও ধরণীর প্রস্থান।

খনা। আমাকে নিয়ে চল। এই যদি সংসার হয় তবে আমায় এখান থেকে উদ্ধার কর—রক্ষা কর—

মিহিরের বুকে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

মিহির। যদি তুমি আমায় ভালবাস খনা, তবে আমার মুখ চেয়ে এ নির্য্যাতন সহ্য করা কি একান্তই অসম্ভব ?

খনা নীরব রহিল

মিহিব। রামেব মুখ চেযে সীতা যে লাঞ্ছনা সানন্দে সহ্য করেছিলেন, তারই নাম রামাযণ। পঞ্চপাণ্ডবের মুখ চেয়ে দ্রৌপদী যে নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য কবেছিলেন তারই নাম মহাভারত। সেই রামাযণ সেই মহাভারত তোমাকে কি শান্ত কবতে পাববে না খনা ?

খনা নীরব রহিল

নেপথ্যে ববাহ। মা।—

মিহিব। পিতা!

পরস্পর আলিঙ্গন মুক্ত হইল

বরাহের প্রবেশ

ববাহ। মিহির! তুমি এখানে? আচ্ছা তুমি—(খনা চলিযা যাইতেছিল) না মা তুমি দাঁড়াও! (মিহিরকে) তুমিই বরং—

মিহিরের প্রস্থান

খগোল তুমি জান মা ?

খনা। জানি।

বরাহ। একটা গণনা করত মা!

খনা। গণনা আর আমি করব না পিতা!

বরাহ। কেন?

খনা নীরব

বরাহ। কেন গণনা করবে না মা?

খনা। আমি আজ হতে জ্যোতিষ-চর্চ্চা ত্যাগ করলাম দেব।

বরাহ। সে কি মা? জ্যোতিষের সর্ব্বোচ্চ যশোশিখর যখন তোমার আয়ত্তাধীন, তখন তুমি এ কথা কেন বল?

খনা। হাঁ দেব যে কথা বলেছি, সেই কথাই সত্য।

বরাহ। হঠাৎ তোমার এ সিদ্ধান্তের কারণ কি মা?

খনা। আমাকে ক্ষমা করুন দেব।

বরাহ। তোমাকে কেউ ক্ষমা করবে না মা। মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর মত তুমি জ্যোতিষে নব নব আবিষ্কার করেছ। সনাতন শাস্ত্রের সঙ্গে তার বিরোধ হয় বলেই আমি তা গ্রহণ করতে পারি না—আজন্মের সংস্কার এসে বাধা দেয়। কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ হলেও, তোমার গণনা, তোমার বচন যে অভ্রান্ত তাত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বের এত বড় কল্যাণ আয়োজন করে মধ্য পথে তুমি নিবৃত্ত হলে আমিই যে তাতে বাধা দেব মা!

খনা। তাই কি!

বরাহ। তুমি হয় ত শুনেছ, আমি তোমায় হিংসা করি—শুনেছ আমি তোমায় ঘৃণা করি—ভেবেছ তোমার জয়ে আমি ক্ষুব্ধ—কিন্তু যদি জানতে মা—

খনা নিরুত্তর

বরাহ। যদি জান্‌তে মা, নিশীথ রাত্রে—

খনা। কি ?

বরাহ। নিশীথ রাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সারা বিশ্বে একটী প্রাণীও জেগে থাকে না, তখন, তখন—আমার এই দেহ-পিঞ্জর হতে বের হয়ে আসে আমার অনাবিল অকলঙ্ক আমি—হিংসা জানে না—দ্বেষ জানে না—তোমার জয়ে ক্ষুব্ধ হয় না—ধীরে ধীরে সেই আমি তোমার যশ মন্দিরের সোপান শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়াই—তোমার যশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তোমাকে—অতটুকু শিশু তুমি—তোমাকে আমি ভক্তিভরে মুগ্ধচিত্তে প্রণাম করি—প্রণাম করি।

খনা। পিতা! প্রভু!

অদূরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ও আরতি-বাদ্য শোনা গেল

বরাহ। সন্ধ্যার আরতি! সন্ধ্যা!

যেন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত

ঐ আকাশে কয়টী তারা খনা ?

খনা। কে বল্‌তে পারে ঐ আকাশে কয়টী তারা ?

বরাহ। আমি পারি নি—আমি পারি নি, কিন্তু উত্তর আমার চাই-ই চাই। বল।

খনা। গণনা না করে কি করে বলা যায় ?

বরাহ। গণনা কর—গণনা কর—

খনা। গণনা আমি আর করব না পিতা।

বরাহ। (খনার হাত চাপিয়া ধরিয়া) গণনা তোমাকে করতেই হবে

খনা! শোন মা। সম্রাটের প্রশ্ন আকাশে কয়টী তারা। এই সন্ধ্যায় যদি আমি তার উত্তর দিতে পারি, নবরত্ন সভায় স্থান হবে, না দিতে পারলে নবরত্ন সভা হতে বহিষ্কৃত হব। আমি মৃত্যু বরণ করতে পারি কিন্তু পরাজয়ের অপযশ কিছুতেই—কিছুতেই সহ্য করতে পারব না আমি। সন্ধ্যা আগত। আমি অপারগ। তুমি আমাকে উত্তর বলে দেবে—সেই উত্তর আমি সম্রাট সকাশে নিজস্ব উত্তর বলে প্রচার করে আমার আসনে, আমার প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখব। উপায় নাই মা। এ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। কি তুমি এখনও নীরব? আমার অপমান, আমার অসম্মানই কি তবে তুমি কামনা করছ খনা?

খনা। না. না, আমি গণনা করব, আমি গণনা করব।

বরাহ। তুমি আমায় বাঁচালে মা, বাঁচালে।

উভয়ের প্রস্থান

বিক্রমাদিত্য ও বিভাবসুর প্রবেশ

বিভা। সম্রাট দেখলেন ত, শুনলেন ত সব?

বিক্র। আর আমার দ্বিধা নাই মন্ত্রী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সমাবেশ-কল্পেই আমার নবরত্ন সভা। সেই সভায় আজ থেকে—সবে এস, ঐ ওঁরা আসছেন।

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত

ছুটিয়া বরাহের প্রবেশ, পশ্চাতে খনা

বরাহ। কে শুনতে চাও আকাশে কয়টী তারা। একি! সম্রাট! শুনতে চান আকাশে কয়টী তারা?

বিক্র। শুন্‌তে চাই কিন্তু খনা দেবীর মুখে।

বরাহ। কেন! সম্রাট, আমি এখনও বর্ত্তমান, নবরত্নের জ্যোতিষ রত্ন আমি, আপনার নিজ হস্তে দত্ত এই সম্মানের অসম্মান করতেই কি আপনি আজ বদ্ধপরিকর?

বিক্র। হাঁ—সম্মানের প্রকৃত অধিকারীকে ভূষিত করবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। প্রকৃত ঘটনা আমরা অবগত। আপনি পদচ্যুত। আপনি নবরত্নের অলঙ্কার উন্মোচন করে খনা দেবীকে ভূষিত করুন। দেবী! আসুন—

খনা। কোথায়?

বিক্র। নবরত্ন সভায়—

খনা। বধুর স্থান সভায় নয়, স্বামীর ঘরে, শ্বশুরের ভিটায়।

বরাহ। নাও মা—এ রাজার দান।

খনা। রাজার দান আমি উপেক্ষা করতে পেরেছি—কিন্তু দেবতার দান—আপনার দান আমি উপেক্ষা করতে পারি না—আমি মিনতি করছি পিতা ও অলঙ্কার আপনি আমায় পরতে আদেশ করবেন না—আপনার আশীর্ব্বাদে যে অলঙ্কার আমি পরছি—হাতের এই শাঁখা—সীঁথের এই সিন্দূর যেন এই অলঙ্কার আমার অক্ষয় হয়।

বরাহ চরণে প্রণতা হইল

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ববাহেব বাসভবন

বহিঃপ্রাঙ্গণ

ববাহ ও মিহিব

ববাহ। বিবেচনা ক'বে দেখ মিহির, বার্দ্ধক্যেব একমাত্র অবলম্বন পুত্র-পুত্র-বধূ। পুত্রেব সেবা এবং পুত্র-বধূব শুশ্রূষা পাচ্ছি এবং পাব আশা ক'রেই এ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিযেও বাঁচতে লোভ হয। পবম জ্ঞানবতী বধূমাতা এ কথা বুঝেও আমাদেব পরিত্যাগ ক'বে পিত্রালযে সিংহলে যেতে চান কোন্ প্রাণে?

মিহির। পিতা মাতাকে দেখেই আবাব সে ফিবে আস্‌বে। পিতা মাতাব সে একমাত্র সন্তান। আমাব কথাও বিবেচনা করুন। পুত্র না হ'লেও আমি তাদেব পুত্রাধিক ছিলাম। আমাদের উভযকেই একসঙ্গে হারিযে তাঁদেব মনেব অবস্থা আপনার কল্পনা করা কঠিন নয পিতা।

বরাহ। হাঁ, কিন্তু তবু—

মিহির। পিতা মাতার বিরহে আপনার বধূ মাতার কি অবস্থা হ'য়েছে স্বচক্ষে দেখেছেন পিতা? আপনি অনুমতি করুন আমরা সিংহলে গিয়ে তাঁদের একটিবার দেখে আসি।

বরাহ। আমরা ?

মিহির। আমি এবং খনা।

বরাহ। তুমি ?

মিহির। হাঁ, আমি আর খনা।

বরাহ। অসম্ভব—অসম্ভব। তোমাকে স্বহস্তে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। বহু পুণ্যে তোমাকে ফিরে পেয়েছি। যে ভুল একবার করেছিলাম, দ্বিতীয়বার সে ভুল করতে সাহস নাই। না মিহির, আমি তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

মিহির। শুনুন পিতা—

বরাহ। না, না, আমাকে বিরক্ত ক'র না মিহির। সম্রাট আমাকে স্মরণ করেছেন। আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। আমাকে আর বিরক্ত ক'র না। আমি রাজসভায় চল্‌লাম।

মিহির। কিন্তু খনা—

বরাহ। (ফিরিয়া) তবে শোন মিহির, তোমার বিচ্ছেদ যদি বা সইতে পারি, তার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে দুঃসহ। তুমি আমার পুত্র…কিন্তু সে আমার মা লক্ষ্মী !

মিহির। আপনি শুধু নিজের দুঃসহ অবস্থাই কল্পনা করছেন। কিন্তু তার দুঃসহ ব্যথা স্বচক্ষে দেখেও আপনার মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হ'চ্ছে না। স্বার্থপরতায় আপনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর হবেন না। আমি আপনাকে মিনতি করছি পিতা—

বরাহ। (ভাবাবেগ দমন করিয়া) বেশ, তোমরা যেতে পার। (ক্ষণিক নিস্তব্ধতা) যাও—(রুদ্ধ আবেগ দমনে অক্ষম হইলেন)

খনা।

এস, আর দাঁড়িয়ে কেন? যাও। সে—তুমি—তোমরা দু'জনেই, দু'জনেই—

চলিয়া গেলেন

অন্তঃপুর হইতে বিরহ-ব্যাকুলা খনার প্রবেশ

খনা। পিতা কি ব'লে গেলেন, মিহির?

মিহির। (নীরব)—

খনা। অনুমতি দিয়েছেন?

মিহির। (নীরব)—

খনা। দেন নি?

মিহির। দিয়েছেন।

খনা। তবে এস, আজই আমরা যাত্রা করি। কাল রাত্রে সেই দুঃস্বপ্ন দেখা অবধি আমি আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। এস আমরা প্রস্তুত হই—

মিহির। আমি যেতে পারব না খনা,—

খনা। তার অর্থ?

মিহির। অর্থ অতি সহজ। তুমি যাবে—সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষী, অভিভাবক দেব।

খনা। তুমি যাবে না?

মিহির। না—

খনা। পিতা অনুমতি দেন নি?

মিহির। দিয়েছেন।

খনা। তবে ?

মিহির। দিয়েছেন ব'লেই যেতে পারব না। না দিলে হয়ত অবাধ্য হ'য়েই যেতাম।

খনা। অনুমতি পেয়েও তুমি যাবে না ?

মিহির। তুমি যাও।

খনা। আমি যাব ? একা ? তোমাকে রেখে ?

মিহির। আমি নিরুপায়। আমি যেতে পারব না। তুমি যেতে পার। যদি যাও, বল, আমি তার আয়োজন করি।

খনা। (নীরব রহিল)।

মিহির। তুমি যাবে না ?

খনা। (নীরবে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল)

মিহির। তুমি যাবে না ?

খনা। না।

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া উদ্গত-অশ্রু রোধ করিয়া দাঁড়াইল

মিহির। আমি নিরুপায় ! আমি নিরুপায় ! পিতা যদি অনুমতি না দিতেন, আমি অবাধ্য হ'য়েই যেতাম—কিন্তু, না, আমি নিরুপায় ! আমি নিরুপায় !

খনা। নিরুপায় নয়, নিষ্ঠুর। নইলে পিতার অনুমতি পেয়েও—

মিহির। সে অনুমতির অর্থ পুত্র-বধূ বোঝে না, বোঝে পুত্র !

প্রস্থান

খনা এই বাক্যবাণে আহত হইল এবং স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

খনা। ও কে ? কে আসছে ? তিলক ?

নেপথ্যে তিলক। ওহে, এই কি জ্যোতির্ষার্ণব বরাহের গৃহ ?

খনা। (চরম ব্যাকুলতায়) তিলক! তিলক!

নেপথ্যে তিলক। দেবী!

তিলকের প্রবেশ

খনা। তিলক!

তিলক। দেবী! দেবী!

খনা। কিন্তু তুমি এখানে তিলক!

তিলক। যদি বল্‌তে পার্‌তাম তুমিই বা কেন এখানে দেবী? বল্‌তাম। কিন্তু চিরকালের ভৃত্য আমি, আমি তা ব'ল্‌ব না। বরং বল্‌ছি, যেখানে তুমি, সেইখানেই আমার স্থান।

সামরিক প্রথায় খনাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

খনা। (আপন মনে) না—না—কি মনে করবেন তাঁরা—না—না—তুমি ভুলে যাচ্ছ তিলক। তোমাদের সে রাজকন্যা মরে গেছে। আজ আমি সংসারের বধূ—অমন ভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় লজ্জা দিও না—তুমি বরং—

তিলক। কিন্তু দেবী, আমি ত একা নই, সমগ্র সিংহল ছুটে আসছে। এখনি এসে পড়ল বলে! কি সমারোহে তারা আসছে!

খনা। আসছে—সমগ্র সিংহল, আমার বাবা? না—না, এ সব কি? এ কি অন্যায়? আমি বধূ। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর একমুষ্টি আতপ তণ্ডুলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। এ কি অত্যাচার! না তিলক, তুমি—তুমি—তুমি এখান থেকে বরং চলেই যাও—হাঁ তোমাদের ও ভাবে আমি সইতে পারছি না। আমার স্বামী, আমার শ্বশুর

এখানে এসে তোমাকে এ ভাবে দেখেন, এ আমি ইচ্ছা করি না—ইচ্ছা করি না তিলক! ফিরে যাও তুমি—ফিরে গিয়ে যারা আসছে, তাদের বল, তারা ও ভাবে আমার এখানে এলে আমি আত্মহত্যা—হাঁ, আমি আত্মহত্যা করব।

তিলক। দেবী—তিনি—

খনা। ছুটে যাও · ছুটে গিয়ে আমার বাবাকে বল, তিনি আসুন—

তিলক। দেবী—তিনি—

খনা। হাঁ, হাঁ তিনি আসুন। শোভাযাত্রা করে নয়, গরীব-মেয়ের পর্ণকুটীরে যেমন আসে—

তিলক। কিন্তু—

খনা। আমার অবাধ্য হচ্ছ তিলক—যাও।

তিলকের প্রস্থান

অন্য দিক দিয়া মিহিরের প্রবেশ

খনা। (তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে) সিংহলে আর বোধ হয় না গেলেও চল্‌বে মিহির!

মিহির। হাঁ, সবই শুনেছি রাজকন্যা! সবই শুনলাম—গরীবদের মর্ম্মে আঘাত না লাগে সেজন্য তোমার মহানুভবতার যে অন্ত নাই—তা দেখে শুধু এই কথাই আজ আবার আমার মনে হ'চ্ছে যে আমাকে পতিত্বে বরণ ক'রে তোমার কি ক্ষতিই না হ'য়েছে!

খনা। মিহির! মিহির!

মিহির। আজ বোধ হয় মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝছ খনা, মহাকালের চতুষ্পাঠীতে

খনা

সেই গোধূলি লগ্নে কি ভুলই তুমি ক'রেছিলে যে আজ তোমার সংসারে স্নেহ-লক্ষ্মীর ঠাঁই নাই—একটা শোভা যাত্রার ঠাঁই নাই।

খনা। মিহির! মিহির। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। অনর্থক—অনর্থক তুমি আমায় আঘাত করছ। তুমি কি জান না—জান না আমায়? আমি সব সইতে পারি—শুধু সইতে পারি না—তোমার অনাদর তোমার উপেক্ষা—তোমার তিরস্কার—তোমার আঘাত।

ছুটিয়া কামন্দকের প্রবেশ

কামন্দক। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—মহা সর্ব্বনাশ!

মিহির। কি সর্ব্বনাশ?

কামন্দক। সম্রাট প্রভুকে প্রকাশ্য-রাজসভায় বিষম অপমান করেছেন।

খনা। সে কি?

কামন্দক। কারণ আপনি খনা দেবী।

মিহির। সে কি?

কামন্দক। ওঁর গণনা—ওঁর বচন। আপনারা কি আর আছেন? খনার বচনে যে দেশ ছেয়ে গেছে। মা সরস্বতী আর আপনাদের জ্যোতিষ-গ্রন্থের পাতায় বাস করছেন না। আশ্রয় নিয়েছেন ওঁর ঐ জিহ্বায়—

মিহির। তুমি বল—তুমি বল কামন্দক—পিতার সংবাদ বল—

কামন্দক। পিতার কথাই বলছি। নবরত্ন সভায় সম্রাট প্রভুর আসনে ওঁর স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রভুকে ঐ সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে সাধারণ আসনে তাঁর স্থান নির্দ্দেশ করেছেন।

মিহির। কামন্দক!—

কামন্দক। প্রভুর এই অপমান সভাশুদ্ধ লোক পরমানন্দে উপভোগ করছে। কি সে ব্যঙ্গ—কি সে বিদ্রূপ!

খনা। সম্রাটের এ কি আচরণ?

কামন্দক। আপনার মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে খনা দেবী—সম্রাট শুধু আপনার স্বর্ণ-মূর্তি নবরত্ন আসনে প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রভুকে বৃত্তি-চ্যুত ক'রে আপনার বৃত্তি ধার্য্য করেছেন। অর্থাৎ দু' মুষ্টি অন্নের জন্য প্রভুকে আপনার মুখের পানেই—

মিহির। কামন্দক—না—খনা—

খনা। বল—

মিহির। তুমি আমাদের কুগ্রহ—তোমারই জন্য তোমারই জন্য পিতার এই অপমান—পুনঃ পুনঃ এই অমর্য্যাদা—অবশেষে চরম এই লাঞ্ছনা!

খনা। মিহির—

মিহির। কুক্ষণে ভেলায় ভেসে সিংহলে কূল পেয়েছিলুম, কুক্ষণে তোমার পিতা মাতা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, কুক্ষণে তোমায়-আমায় জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলাম, কে জানত, কে জানত তখন, যে তুমিই হবে আমার জীবনের একমাত্র কুগ্রহ!

খনা। মিহির—মিহির—

মিহির। হাঁ হাঁ শুধু আমার কুগ্রহ নও—আমার কুগ্রহ, পিতার কুগ্রহ—আমাদের সংসারের কুগ্রহ—কিন্তু কাকে তিরস্কার করব খনা—এ আমার নিয়তি—তোমার নিয়তি—কোথায় পিতা! এস কামন্দক—

প্রস্থান

কাম। কি করে যে ঐ মুখ আপনি এখনও দেখাচ্ছেন, ভেবে পাই না—বাপ্—মুখের কি কাল-বচন—আমি হ'লে অমন জিভ্ কেটে ফেলতুম।

প্রস্থান

খনা। (মরণাহতে আকৃষ্ট হইয়া) ওঃ আমার বচন—আমার জিহ্বা—তাই হোক—তাই হোক—

দু হাতে মুখ ঢাকিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান

শশব্যস্তে বরাহ তৎপশ্চাৎ মিহির প্রবেশ করিলেন

বরাহ। কোথায় খনা? খনা কোথায়?

মিহির। তোমায় তারা অপমান করেছে পিতা! আমি জানতে চাই কি অপমান করেছে—

বরাহ। অপমান! অপমান! মূর্খ তারা—আমায় অপমান করতে চেয়েছিল! ওদের আমি বলে এলাম—আজ এই স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠান যুগে যুগে এই অপূর্ব্ব-কাহিনীই বিশ্বময় বিঘোষিত হবে যে, বিশ্ববিখ্যাত নবরত্ন-সভায় বরাহ পণ্ডিতের আসন পূর্ণ করবার সাধ্য অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির হয় নি—সে আসন পূর্ণ করেছিল বরাহ পণ্ডিতেরই কুললক্ষ্মী প্রাতঃস্মরণীয়া খনা দেবী! শুধু কি তাই বলেছি! মিহির—গর্ব্বভরে বলে এলাম, সম্রাট! স্বর্ণমূর্ত্তি কেন? মা যখন স্বয়ং বর্ত্তমান মাকে আন—আমার আসনে মহাসমারোহে তাকে বরণ কর। তাতে শুধু নবরত্ন ধন্য হবে না—সমগ্র ভারতবর্ষ ধন্য হবে—জগতের ইতিহাসে আর্য্য নারীর এই গৌরব-গাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে।

খনা মার অমরত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অমর হয়ে থাকব···মিহির ···আমি·· এবং বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ তুমি। স্বয়ং সম্রাট খনা মার জয়ধ্বনি করে উঠ্‌লেন—সভা ভঙ্গ করে শোভা যাত্রা করে তাঁরা আসচেন · মাকে আমার নবরত্ন সভায় বরণ করে নিতে! মা! মা! কোথায় তুমি—আমি স্বহস্তে আজ তোমায় সাজিয়ে দেব—মিহির! তুমি খনা মাকে নিয়ে এস।

মিহির। আমি আনছি—আমি আনছি।

ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেলেন

বরাহ। একি। আপনারা?

মিহিরের প্রস্থান

তিলকের সহিত সিংহল রাজ্যের মন্ত্রীত্রয়ের নগ্নপদে প্রবেশ।
স্বর্ণথালায় রাজমুকুট

প্রধান মন্ত্রী। আমরা সিংহলের মন্ত্রীত্রয়। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন জ্যোতিষার্ণব।

বরাহ। সিংহলরাজের কুশল?

প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন। সম্রাজ্ঞীও সহ-মৃতা হয়েছেন। সিংহলের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনার বধূমাতা খনা দেবী—। সম্রাটের শেষ কামনানুযায়ী · আমরা তাঁকে বরণ করে সিংহলে নিয়ে যেতে এসেচি· এই তাঁর রাজমুকুট!

বরাহ। কিন্তু—কিন্তু···ঐ মুকুট অপেক্ষা তাঁকে অধিকতর মহার্ঘ মুকুটে সম্মানিত করবার জন্য আসচেন বিশ্ব-বিশ্রুত সম্রাট বিক্রমাদিত্য! ঐ দেখুন—

জয়বাদ্য। স-সভাসদ বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ। সঙ্গে স্বর্ণ থালে জয়মুকুট

বরাহ। সম্রাট জয়তু!

বিক্রমাদিত্য। মা কই? মা?

বরাহ। আজ আমার কি সৌভাগ্য! মা, মা—

একাকী মিহিরের প্রবেশ

বরাহ। মা কই? মা কই?

মিহির। সে আর আসবে না—

বরাহ। আসবে না! সে কি! আমি যাই—

মিহির। (তাহাকে বাধা দিয়া) না—

বরাহ। কেন?

মিহির। সে আমায় বলেছিল, আমি সব সইতে পারি—শুধু সইতে পারি না যে তুমি আমায় ভালবাসবে না। সব সইতে পারি—সইতে পারি না - তোমার অনাদর—তোমার উপেক্ষা—তোমার তিরস্কার—

বরাহ। তুমি তাকে তিরস্কার—

মিহির। হাঁ আমি করেছিলাম—তবু—তবু—আজ আমি তাকে তিরস্কার করেছিলাম!

বরাহ। মা বুঝি তাই অভিমান করে বসে আছে! হাঃ হাঃ হাঃ আমি গিয়ে নিয়ে আসচি—

মিহির। (তাঁহাকে বাধা দিয়া) দাঁড়ান। কামন্দক এসে বলল, সম্রাট কর্ত্তৃক তোমার লাঞ্ছনা—ক্রোধে আমি জ্ঞান হারালাম—জ্ঞান হারিয়ে তাকে আমি—

বরাহ। তাকে তুমি ? তাকে তুমি ?

মিহির। (নিরুত্তর)।

বরাহ। (চরম আশঙ্কায়) খনা ! খনা !

মিহির। কি বল্‌ব পিতা ! (হঠাৎ কাঁদিয়া) সে নেই ! সে নেই !

বরাহ। নেই ! তুমি বল্‌ছ কি মিহির ? খনা !—খনা !

মিহির। কাকে ডাক ? কেন ডাক ? তাকে আমি—তাকে আমি হত্যা করেছি—অস্ত্র দিয়ে নয়—শুধু কথায়—শুধু ভৎর্সনায় !

বরাহ। অঁ্যা !

ছুটিয়া অন্তঃপুরে গেলেন

মিহির। ঐ দেখ পিতা ! অভিমানিনী আমার কর্ত্তিত জিহ্বার রক্ত-সাগরে ছিন্নকমলের মতো—

খনার মৃতদেহ বুকে তুলিয়া লইয়া বরাহ ফিরিয়া আসিলেন

বরাহ। মা—মা, দীনের কুটীরে লক্ষ্মী পূজার আয়োজন করেছে সিংহল—সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছে ভারত। মা—মা—ভক্ত এসেছে দ্বারে, তুই কথা ক'—কথা ক'—

সিংহল ও ভারত-মুকুট দুইটি শ্রদ্ধাভরে সোপান প্রান্তে অর্ঘ্য দিল

যবনিকা

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও ষ্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই।·· ১৲ নাটকখানি শুধু মনোমোহনেই নতুন নয়, নাট্য-সাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙ্গলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কু-নাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।" —"নাচঘর"

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। ষ্টার থিয়েটার। এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।—"নবশক্তি"তে ("চন্দ্রশেখর") ১৲

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। ও দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না —"নবশক্তি"তে ("চন্দ্রশেখর")·১৲

সেমিরেমিস ও নাট্যমঞ্চ—লেখকের সুপ্রসিদ্ধ কথা-নাট্য-সংগ্রহ। যন্ত্রস্থ।

সাবিত্রী—নাট্য-নিকেতন।·১|০ "সাবিত্রী"র পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্ম্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে।· ·· ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে—আধুনিককে সনাতন সত্যের অচল-প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—'আনন্দবাজার'

অশোক

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক ; রঙ্‌মহলে

অভিনীত। মূল্য ১৷০

নায়ক, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

মন্মথ রায় পুরাতন 'অশোক' নাটকের ছায়াও স্পর্শ করেন নি। সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি এক নূতন অশোক সৃষ্টি করেছেন। এইখানে তাঁর কৃতিত্ব।

অগ্রদূত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনায় মন্মথ বাবুর এই প্রথম প্রচেষ্টা। মন্মথবাবু এই নাটকখানিতে ঘটনাগুলিকে সরস ও সুশোভন করে তুলতে যতটা চেষ্টা করেছেন এতে ইতিহাসোপযোগী আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তার চাইতে কম করেন নি। ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর নাটক কি রকম জমে ওঠে, সেইটে ছিল দেখবার বিষয়। যতদূর দেখলুম তিনি সাফল্য অর্জ্জনই করেছেন—এমন কি তাঁর 'কারাগার' ভাবধারার দিক দিয়ে অনিন্দ্যনীয় হলেও "অশোক"ই যে মন্মথবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তাতে সন্দেহ নাই।

নাচঘর, ৯ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

মন্মথবাবু যে জনপ্রিয়তার দিকে এক চক্ষু রেখে আর এক চক্ষু ব্যবহার করেছেন নাটক-রচনার জন্য "অশোক" দেখলে একথা বুঝতে দেরী লাগে না। মন্মথবাবুর ভাষা আছে, ঘটনা সৃষ্টির শক্তি আছে, গল্প বলবার কায়দাও জানা আছে।...

আত্মশক্তি, ৩য় বর্ষ ; ১৬শ সংখ্যা। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৪৪০।

অশোক নাটকখানি ঐতিহাসিক বিশেষণে বিশেষিত হলেও এতে mythologyর ছোঁয়াচেও আছে যথেষ্টই। তা হলেও mythological

উপাদান নাট্যকারকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ না করেও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় 'অশোক' নাটকে ইতিহাসের সম্মানই রক্ষা করেছেন সর্ব্বত্র। ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক লেখায় যে বিপদ ও অসুবিধা তার হাত থেকেও এজন্য অবশ্য মন্মথবাবু সম্পূর্ণ রেহাই পান নি। কিন্তু ৺দ্বিজেন্দ্রলালের আমল থেকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে রীতি চলে আসছে সে গতানুগতিক ইতিহাস-বিরোধী পন্থার অনুসরণ তিনি এদিক দিয়ে একটা দুঃসাহস ও গৌরবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক এই কারণে হয়ে ওঠেনি ঘটনা-প্রধান,—হয়ে উঠেছে চরিত্র প্রধান। মন্মথবাবুর ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রথম প্রচেষ্টা হলেও "অশোক" নাটকখানিই আমাদের মনে হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।
শিশির, ১৩শ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা। ১লা পৌষ, ১৩৪০।

মন্মথ রায়ের নাটক সম্বন্ধে অলোচনা করতে গেলে এই কথাটাই সব চাইতে বড় হয়ে মনে জাগে যে গতানুগতিক পন্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে এই শক্তিশালী নাট্যকার—নিজের নিজস্ব ধারায় কি সুন্দর ভাবেই না চরিত্র সৃষ্টি করে তোলেন। 'অশোক নাটক দেখতে বসে আমরা তাঁর সে নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নি। অননুকরণীয় কথোপকথনের ভেতর দিয়ে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে—অপরূপ ভাবে—বিকাশ করে তিনি যে ভাবে নাটকের চরম পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন—তাতে তাঁর সূক্ষ্ম কলা-জ্ঞানের প্রশংসা না করে উপায় নেই। "অশোক" নাটক দেখবার পূর্ব্বে আমরা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি নি—যে পর পর দুইজন শক্তিশালী নাট্যকারের লেখা —এই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ার পর—তৃতীয় বার—এই নূতনতম প্রচেষ্টার কারণ কি! এই নবীন নাট্যকার ত' অন্য বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন করতে পারতেন! কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই—রঙমহলের দ্বিতীয় অবদান

'অশোক' দেখে আমরা হৃষ্টচিত্তেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছি। অলৌকিক বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে নাট্যকার সুকৌশলে অশোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ভাবে নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী বলে অভিনন্দিত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই।

বন্দেমাতরম্, ৮ম বর্ষ ; ৫২শ সংখ্যা। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

সুনিপুণ লেখকের হাতে নাটকখানি মনোরম হইযা উঠিয়াছে। নৃত্য-গীতে—দৃশ্যপটে—ভাবসম্পদে—ঘাত-প্রতিঘাতে—"অশোক"বহুদিন দর্শক-দের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

নবশক্তি, পঞ্চম বর্ষ—৩৭শ সংখ্যা। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

আমরা 'অশোক' দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। [নাট্যদর্শন] ...তাঁর (নাট্যকারের) মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যে ভাবে অশোকের মগ্ন চৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেচে—তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের ড্রামার বিষযবস্তু।... নাট্যকার যে ভাবে কুনালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয ফুটিয়ে তুলেচেন তা' একমাত্র প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয।...নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শক-সাধারণের চিত্তাকর্ষক হবে। ["চন্দ্রশেখর।"]

আজকাল, ৩য় বর্ষ ; ২৪শ সংখ্যা। ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

ভালো নাটকের ভালো অভিনয় বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আজ নূতন হচ্ছে না। কিন্তু এমনিধারা finished production ইদানীন্তনকালে আর কোন অভিনয়-আসরে দেখেছি বলে মনে করতে পারচি না।—

—["চন্দ্রশেখর।"]

Advance. *Dec. 6th, 1933* Town Edition.

Belying the fears of a few and fulfilling the expectations of many, 'ASOKE' has met with enviable success, the first night it was presented on the boards of Rung-Mahal. The fears of a few were entertained having regard to the fact that Sj Manmatha Ray's latest production would be pitted by critics against an earlier drama based on the life of the same Maurya Emperor from the pen of an illustrious author of hallowed memory The expectations of the many had, however, a more solid basis to stand upon Sj Manmatha Ray, the author is one of those authors who have fortunately their own monopolised styles He can always beat a new tract He can give a new colouring to an old picture and infuse new life into it. Those who held this view, Asoke has satisfied their most sanguine expectations. The author while maintaining the historic character of the Emperor and his entourage has deftly introduced histrionic situations which have enlivened episode after episode in the life of the Hero. If at times one seems to have been thrown off the link, one need not long wonder in uncertainty, because the story immediately develops to its logical albeit, thrilling conclusions. Periods of detachment are not necessarily boring and disagreeable in a drama and our author knows how to utilise them to advantage to add to the delictations of the audience. Asoke is much more than an ordinary dramatic production. The author has depicted his royal majesty which inspires awe. He has given a vivid description of his brutality which shocks humanity and has presented other traits of his character which

represent both the individual and the age. Reaction then sets in. The change works slowly in Asoke in spite of himself, and the author also slowly but cleverly interposes incidents which unobstrusively lead to the climax As the story progresses there is novelty and newness in the way of presentation which import freshness even in anticipated circumstances · Asoke has come to stay long with us.

Amrita Bazar Patrika *Dec. 14th, 1933.* Town Edition.

This historical drama '**ASOKE**' is by Mr Manmatha Ray of "Karagar" fame. Though the story of the drama is as old as near about two thousand years, the skilful dealing of the dramatist has endowed it with an epic grandeur. The drama in this respect can well be called as representing the strife and struggle of the age in which we live and so appeals to our heart all the more readily. The development of the third act second scene and the climax reached at Devi's death at the unconscious hands of Asoke do credit to the dramatist's conception and execution The pathos created at the fifth act baffles description.

Forward. *Dec. 7th, 1933.* Town Edition.

We commend to all lovers of histrionic art to make it a point to visit this play from the pen of Mr. Manmatha Ray.

মন্মথ রায় রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

খনা

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

আনন্দ বাজার—১৩-৭-৩৫—

গত বৃহস্পতিবার নাট্যনিকেতনে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় প্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক "খনার" উদ্বোধন হইয়াছে। নাট্যকার হিসাবে মন্মথবাবুর সুনাম অনেকদিন হইতেই আছে এবং এই নাটকে তিনি তাঁহার কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য জ্যোতির্বিদার্ণব বরাহের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দেখিলে মনে হয়, এইরূপ অভিনয় কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখে। ভৈরবের ভূমিকায়—মণি ঘোষের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রূপসজ্জা এবং অভিনয়ভঙ্গী আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। বরাহের শিষ্য—কিন্তু কালিদাস-ভক্ত প্রেমিক—কামন্দকের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সুঅভিনয় করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিনয় আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। বরাহের স্ত্রী ধরণীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। নাটকের মধ্যে নয়খানি গান

আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সুর দিয়াছেন। প্রত্যেক গান সুগীত হইয়াছে। মোটের উপর নাট্যনিকেতনের "খনা" বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই ইহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

দেশ—২০-৭-৩৫—

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'খনা' নাট্যনিকেতনে দেখান হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া খনাদেবীর বচন ও কাহিনী বাঙ্গালী মাত্রই বিশেষভাবে জানেন। মন্মথবাবু অতি দক্ষতার সহিত এই খনা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ক্যালকাটা থিয়েটার্স ইহার রূপ দিয়াছেন।

গত শনিবার নাট্যনিকেতনে আমরা খনার অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। অভিনব দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ভারতসম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষার্ণব বরাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেমন আন্তরিকতায় ভরা তেমনি প্রাণস্পর্শী। পুত্রের সহিত মিলনের দৃশ্যটী অতি চমৎকার হইয়াছে। খনার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালার অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই মহীয়সী মহিলার ভূমিকায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। একটী সংযম ও নিষ্ঠার ভাব তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরই কামান্দকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জনবাবু সেই শ্রেণীর নট যিনি সর্ব্বপ্রকার ভূমিকাতেই কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারেন—বিশেষ করিয়া

হাস্যপূর্ণ ভূমিকায়। কামন্দক ছিল বরাহের শিষ্য, কিন্তু সে জ্যোতিষ চর্চ্চার ধার ধারিত না। সে ছিল কালিদাস ভক্ত এবং প্রেমচর্চ্চাকে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। দীর্ঘ চারিঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে, দর্শক-চিত্ত যাহাতে ভারাক্রান্ত না হইয়া উঠে তজ্জন্য লেখক অতি নিপুণতার সহিত এই কামন্দক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই চরিত্রে মনোরঞ্জনবাবুর অভিনয়—আমরা বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছি। মিহিরের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় ভালই, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ক্রীতদাস চরিত্র মন্মথবাবুর আর একটী সৃষ্টি। এই চরিত্রে মণিঘোষের অভিনয় ও রূপসজ্জা অপূর্ব্ব হইয়াছে। তাঁহার অভিনয় এরূপ করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী যে তাহাতে সময় সময় দর্শকচিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী বিভাবসুর ভূমিকার অভিনয় মন্দ হয় নাই; তরলিকার অভিনয় এবং গান আমাদের ভাল লাগিয়াছে। মদনিকার ভূমিকায় নিরুপমা এবং তরলিকার ভূমিকায় তারকবালা (লাইট) অভিনয় করিয়াছেন। নাটকে নয়খানি গান আছে এবং শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী সমস্ত গান লিখিয়াছেন। লেখা খুব ভাল এবং সবগুলিই সুগীত হইয়াছে। দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জা প্রশংসনীয়।

নবশক্তি—১০ই শ্রাবণ, ১৩৪২—

নাট্য নিকেতনে খনা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'খনা'। নাটকখানি ব্যবসাদারদের অনেক ফিকিরফন্দীর হাত এড়িয়ে দীর্ঘকাল পরে রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে। যার জন্য ব্যবসায়ীদের এত কাড়াকাড়ি সে জিনিষ যে ভাল হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়, কিন্তু উপযুক্ত হাতে না পড়লে কোন্ জিনিস যে কি হয়ে দাঁড়ায় সেইটেই ছিল ভাবনার কথা। গত শনিবার 'নাট্য নিকেতনে' 'খনা

দেখে এসে আমাদের সে আশঙ্কা দূর হয়েছে। প্রতিভাবান শিল্পীর অভিনয়ে নাটকের চরিত্র যে কত অপূর্ব্ব হয়ে উঠতে পারে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী তা দেখিয়েছেন তাঁর বরাহের অভিনয়ে। এক সঙ্গে স্নেহ, পরাজয়ের গ্লানি ও ঈর্ষার জ্বালা তিনি যে অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা তাঁর ন্যায় শিল্পীর পক্ষেই সম্ভবপর। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কামন্দকের ভূমিকাও হাস্যরসে অপূর্ব্ব। তাঁর চিরকুমার সভায় 'রসিক' ও ফুল্লরার 'ভাঁড়ুদত্তে'র পরে খনার এই 'কামন্দকে'র ভূমিকাও স্মরণীয়। খনার ভূমিকায় সরযূবালার অভিনয় চমৎকার হ'য়েছে। ভৈরবের ভূমিকাটিও চমৎকার হয়েছে। নাচের পরিকল্পনা নূতন এবং প্রশংসনীয়। আমরা খনা নাটকখানি দেখে খুসী হয়েছি, আশাকরি যাঁরা দেখবেন তারাও খুসী হবেন।

DIPALI Vol VII No. 29. *July 19, 1935.*

"KHANA", from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owner's prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artistes. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole. Manmatha Ray needs no introduction to the Bengali theatre-goers and "KHANA" furnishes an excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences. Ray wields a facile pen and is a past master in giving such twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes, In "KHANA" both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment, with a capital 'P' and 'E'

*   *   *   *

The life-story of Khana has taken the form of legends in many part of this country. She is known to posterity as one of the greatest astrological geniuses that ever lived in the world. But her life-story contains a universal appeal, inasmuch as, she being heiress to a throne, embraced poverty for the love she bore to her husband who however did not hesitate to trifle with that love The author has closed the play with Khana's supreme sacrifice with her life at the altar of this divine love Much of the play however is occupied with incidents in the life of Baraha, one of the nine luminaries in King Bikramaditya's world-famous Court, as he was the prime cause of all that happened in the drama. The author has blended the different episodes in an admirable manner, and the result has been the creation of a strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain.

—THESPIS

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা